আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

নিউইয়র্কে গোলাপের ৯ বাড়ি

অনুসন্ধান চেয়ে ব্যারিস্টার সুমনের রিট

ঢাকা ডেস্ক: কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো. আবদুস সোবহান মিয়া (গোলাপ) এমপি'র যুক্তরাষ্ট্রে ৯টি **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

২৬ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ২২ || সোমবার || ফাল্গুন ১৩ || ১৪২৯ || শাবান ০৩ || ১৪৪৪ || Vol. 27 || Issue 22 || 27 February || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

হোয়াইট হাউজে গোয়েন্দা রিপোর্ট দাখিল

চীনা ল্যাব থেকেই করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: চীনা ল্যাবরেটরী থেকে কোভিড-১৯ অর্থাৎ 'করোনা ভাইরাস'-এর উৎপত্তি হয় বলে চ্যাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত গোয়েন্দা রিপোর্ট হোয়াইট হাউজে দাখিল করা হয়েছে। 'কোভিড ল্যাবরেটরি ফাঁস' বিষয়ে সম্প্রতি হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেসের কাছে দেওয়া একটি বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই তথ্য জানা গেছে। যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিস্ট বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আর দ্বিধা-বিভক্তি রয়েছে। দ্যা ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, দ্যা নিউইয়র্ক টাইমস ও ডেইলী নিউইয়র্ক পোস্ট সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি ফাদার হিলারিয়ান হেইগি। ইসলাম গ্রহণের পর হেইগি **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম প্রার্থনায় বাইডেন প্রশাসনের নয়া দিক-নির্দেশনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের বিষয়ে বাইডেন প্রশাসন নয়া দিক-নির্দেশনার পাশাপাশি আনডকুমেনটেড অভিবাসী রোধে কঠোর হতে চলেছে। বলা হচ্ছে- অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী আর কাউকে অ্যাসাইলামের সুযোগ দেয়া হবে না। তবে বৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম প্রত্যাশীরা বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা পেতে পারে বলে প্রস্তাব দিয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

রাশিয়ার ওপর দোষ চাপানো 'অসুস্থ' মানুষের কাজ: ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, সব কিছুতে রাশিয়ার ওপর দোষ চাপানো 'সুস্থ' মানুষের কাজ। নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে হামলার ঘটনায় রাশিয়াকে অভিযুক্ত করা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেন তিনি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ইউক্রেন 'পূর্ণ কর্তৃত্ব' **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

ঝড়-বন্যায় বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুষারপাতের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ায় বৃষ্টি ও বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান, অরেগনসহ বেশ কিছু অঙ্গরাজ্যে ভারী তুষারপাত হয়েছে। ঝড়ো আবহাওয়ার কারণে শনিবার লস অ্যাঞ্জেলেসের ৮৫ হাজার বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**



ঐকমত্য ছাড়াই শেষ হলো জি-২০ সম্মেলন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের বিরোধিতা করে রাশিয়ার প্রতি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোটের অধিকাংশ দেশ নিন্দা জানালেও চীন এতে বিরত ছিল। এ কারণে জোটের অর্থমন্ত্রীরা এ শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী বিবৃতিতে একমত হতে ব্যর্থ হন বলে জানায় এনডিটিভির খবর। ভারতের বেঙ্গালুরুতে শনিবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) যৌথ বিবৃতিতে সই করতে অস্বীকার করে চীন ও রাশিয়া। মস্কোর অভিযোগ- রুশবিরোধী **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**



উবার ও লিফট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চালকদের ধর্মঘট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: উবার ও লিফট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কমিশন নেয়ার অভিযোগে নিউইয়র্কে তৃতীয়বারের মত ধর্মঘট পালণ করলেন ট্যাক্সি চালকরা। রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারী) দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে এ ধর্মঘট। ধর্মঘট চলাকালে লাগোডিয়া এয়ারপোর্ট এর সামনে দিনভর বিক্ষোভ করেন ট্যাক্সি চালকরা। এসময় নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ও সিটি কাউন্সিলের বেশ ক'জন **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদায় বিমান দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে পশ্চিম নেভাদায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে সিএনএনের খবর। বিমানটি নেভাদার স্টেজকোচের কাছে বিধ্বস্ত হয়। এ দুর্ঘটনায় পাইলট, নার্স, প্যারামেডিক, রোগী ও রোগীর স্বজন মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান সংস্থা কেয়ার **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

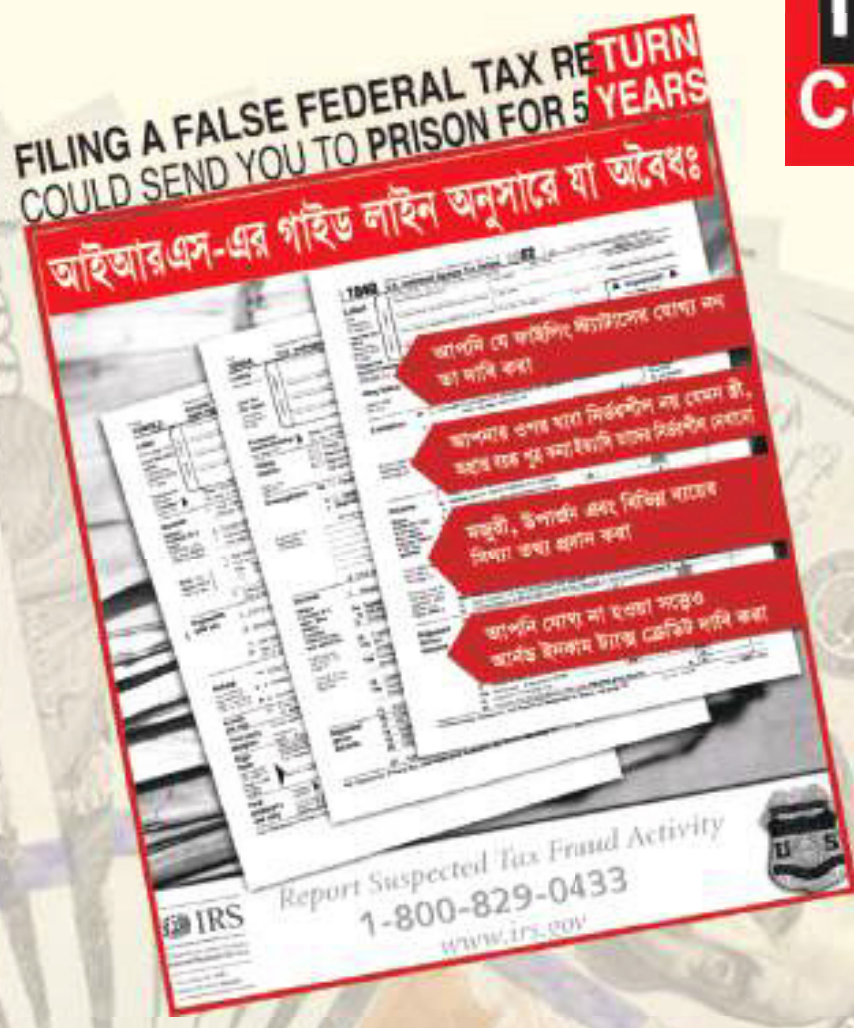
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA



আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকা
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone: 646-464-5944
718-487-4507

ব্রংক্স
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

email: usa.bd54@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // Febuary 27 // 2023

মাহাবুবুর রহমান টুকু'র ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক মাহবুবুর রহমান টুকু 'ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা' (Business Entrepreneur) বিষয়ের উপর শেফিল্ড স্টেট ইউনিসিটি থেকে সফলতার সাথে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি ২০০৭-২০১১ সাল পর্যন্ত প্রফেসর ড. রডনি এরিকসন-এর অধীনে 'ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা' বিষয়ের উপর পাঁচ বছর গবেষণা করার পর থিসিস সম্পন্ন করেন। সকল বাধ্যতামুলক শর্ত পুরনের পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ শেফিল্ড ষ্টেট ইউনিভার্সিটি আনুষ্ঠানিকভাবে মাহবুবুর রহমানকে পিএইচডি সনদ প্রদান করে।
ব্যক্তি জীবনে ড. মাহাবুবুর রহমান বিবাহিত এবং একজন সফল ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



কানাডায় ৩ শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় হাইকমিশনের শোক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডার টরন্টোতে বাংলাদেশী তিন শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে কানাডায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং আহত শিক্ষার্থীর দ্রুত সুস্থতা কামনাও করেছে হাইকমিশন। শনিবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ শোক প্রকাশ করা হয়।
শোকবার্তায় উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশী শিক্ষাথীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পর পরই তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি শিক্ষার্থীদের পরিবারকে দ্রুত বিষয়টি জানানো হয়। গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিইউতে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বলা হয় বিবৃতিতে।
হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, নিহত শিক্ষার্থীদের লাশ পরিবারের কাছে দ্রুত হস্তান্তরের জন্য বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারী তাদের লাশ বাংলাদেশে পাঠানো হবে।
উল্লেখ্য, গত ১৩ ফেব্রুয়ারী সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে চারজন শিক্ষার্থী ছিলেন। তারা সবাই বাংলাদেশী। এদের মধ্যে শাহরিয়ার খান, অ্যাঞ্জেলা বারৈ, আরিয়ান দীপ্ত নামে তিনজন নিহত হন। অপরজন নিবিড় কুমার গুরুতর আহতাবস্থায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি কণ্ঠশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের ছেলে।















জ্যাকসন হাইটসে মিষ্টিমুখ ॥ আনন্দ সমাবেশ

কেন্দ্রীয় যুবদলে আবু সাঈদ আহমেদ ও ইলিয়াস খান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের দুই নেতা যথাক্রমে আবু সাঈদ আহমেদ ও ইলিয়াস খান বিএনপির অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকীয় পদে মনোনীত হয়েছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সম্প্রতি ২৫১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় যুবদলের কমিটি অনুমোদন করেন। খবর ইউএনএ'র।

কেন্দ্রীয় যুবদলের অনুমোদিত কমিটিতে আবু সাঈদ আহমেদ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক (যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ মর্যাদায়) এবং ইলিয়াস খান সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন। বিএনপি'র ভাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনায় যুবদলের কমিটি দলীয় মহসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারী) অনুমোদন করেছেন বলে জানা গেছে। ইতিপূর্বে সালাহউদ্দিন আহমেদ টুকু-কে সভাপতি ও আব্দুল মোনায়েম মুন্না-কে সাধারণ সম্পাদক করে যুবদলের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

এদিকে যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমেদ ও ইলিয়াস খান কেন্দ্রীয় যুবদলে স্থান পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের নেতা-কর্মীরা মিষ্টি মুখের পাশাপাশি আনন্দ সমাবেশ করেছেন। গত বুধবার (২২ ফেব্রুয়ারী) জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে আয়োজিত আনন্দ সমাবেশে যুবদলের নেতা-কর্মী ছাড়াও বিএনপি'র নেতৃবৃন্দও অংশ নেন। এসময় দলীয় নেতা-কর্মীরা আবু সাঈদ আহমেদ ও ইলিয়াস খানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

আনন্দ সমাবেশে উল্লেখ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা ভিপি জহির মোল্লা, মিজানুর রহমান মিজান, সাইফুর খান হারুন, আমানত হোসেন আমান, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক নেতা সম্পাদক এম এ বাতেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

nystateofhealth™
The Official Health Plan Marketplace

আপনার স্বাস্থ্য বীমার সাথে সংযুক্ত থাকুন।

NY State of Health এর সাথে আপনার যোগাযোগের তথ্য আপডেট করুন যাতে আপনি জানতে পারেন কখন পুনর্নবীকরণ করতে হবে!

nystateofhealth.ny.gov

1-855-355-5777 | টিটিওয়াই(TTY) 1-800-662-1220

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

লিবিয়ায় বাংলাদেশীর মৃত্যু
অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু পরিকল্পনা জরুরি

লিবিয়ায় পাচার হওয়া ফরিদপুরের সালথা উপজেলার মাঝারদিয়া গ্রামের নুর আলম নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাটি হৃদয়বিদারক। উন্নত জীবনের আশায় ইউরোপে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল তার। এ লক্ষ্যে বছরখানেক আগে দালালচক্রের সঙ্গে ৮ লাখ টাকায় চুক্তিবদ্ধ হন তিনি। টাকা নেওয়ার পর দালালচক্রের এদেশীয় এজেন্টরা তাকে লিবিয়ায় পাঠায়। সেখানে একটি বাড়িতে আটকে রেখে আরও টাকার জন্য নির্যাতন চালায়। এর ভিডিও দেখিয়ে পরিবারের কাছ থেকে কয়েক দফায় ২২ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হলেও দেশে ফিরে মামলা করতে পারে এমন আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত নুরকে হত্যা করে পাচারকারী চক্র।

সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্রের প্ররোচনায় মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অবৈধ পথে পাড়ি জমাতে গিয়ে এভাবে অনেক বাংলাদেশি নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। এ ধরনের পাচারকারীদের ব্যাপারে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে; কোনোরকম ছাড় দেওয়া চলবে না। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন করতে হবে, যাতে তারা প্রলোভন ও মিথ্যা আশ্বাসে অবৈধ কোনো প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি না জমান। মানব পাচারের মতো অপরাধ রোধে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিদেশ গমনেচ্ছুদেরও সতর্ক ও সচেতন হওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় আনা প্রয়োজন। জনশক্তি রফতানি খাতে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা দূর করা গেলে অবৈধ পন্থায় বিদেশ গমনের প্রবণতা যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি রেমিট্যান্স প্রবাহেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অন্তত ১০ লাখ মানুষ বিদেশ যান, যাদের মধ্যে অনেকেই পাচারকারীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে জোরপূর্বক শ্রম, যৌন শোষণ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েসহ আধুনিক দাসত্বের শিকার হচ্ছেন। এ অবস্থায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যথাযথ পদক্ষেপ জরুরি। তবে মানব পাচার যেহেতু আন্তঃদেশীয় সমস্যা এবং কোনো দেশের একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তাই এ ব্যাপারে জনশক্তি রফতানিকারক, ট্রানজিট এবং জনশক্তি গ্রহণকারী দেশগুলোর একযোগে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

বন্দুক সহিংসতায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র

॥ মো: বজলুর রশীদ ॥



একের পর এক বন্দুক হামলায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। বন্দুক হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না স্কুল, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গির্জা, শপিংমল, মুসলিম জনসাধারণ ও কালো চামড়ার মানুষগুলো। গত বছর জুলাই মাসে টেক্সাসে স্কুলে হামলায় ২১ জন শিশু শিক্ষার্থী প্রাণ হারায়। বন্দুকধারীর নাম সালভাদর রামোস, বয়স মাত্র ১৮ বছর। ২০২৩ সালের দুই মাসেও বেশ কয়েকটি সহিংসতায় অনেকে নিহত হয়েছে।

নিরাপত্তার জন্য স্কুলের শিক্ষক ও স্টাফদের হাতে তথা বন্দুক তুলে দেয়ার আইন পাস করা হয়েছে। উত্তর আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের শিক্ষক-ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়। আরেকটি ঘটনা ঘটে জুন মাসে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি সুপার মার্কেটে বন্দুক হামলায় নিহত হন ১০ জন। মার্চ ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের গ্রেসল্যান্ড সমাধিক্ষেত্রে একব্যক্তির শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে একাধিক গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে পাঁচজন আহত হয়। হামলাকারীও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র তার ৩২ কোটি নাগরিকের হাতে ৩৯ কোটি বন্দুক আইনিভাবে রাখার সুযোগ দিয়েছে। আর এ জন্যই এমন সব ঘটনা ঘটছে বলে এএফপির এক সংবাদ বিশ্লেষণে বলা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তরুণ আমেরিকানদের মৃত্যুর প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। তার পরই আছে বন্দুক হামলায় মৃত্যু। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু কমলেও আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের অভাবে বন্দুকের ব্যবহার বেড়েই চলছে। তবুও অস্ত্র আইনে বড় পরিবর্তন আনেনি রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট কোনো সরকারই।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, ২০২০ সালে গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে চার হাজার ৩০০ শিশু। তাদের বয়স এক থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ২০১৯ সালের চেয়ে যা ৩৩.৪ শতাংশ বেশি। সিডিসি বলছে, দেশে ২৯.৫ শতাংশ শিশু, কিশোর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্যে আছে খুন, আত্মহত্যা, অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আত্মহত্যার হার বাড়ে ১ দশমিক ১ শতাংশ। আইনিভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার সুযোগ প্রায় অবাধ। সে জন্যই এসব ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করেন অনেক বিশ্লেষক। তারা বলেন, এসব ঘটনার মূল কারণ বিনামূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়ার সুবিধা। যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দাবি বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত হলেও, অস্ত্র প্রস্তুতকারকদের কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি।

মিডিয়া ও বিক্ষোভকারীরা বলেছে, 'যথেষ্ট হয়েছে'। বন্দুক হামলার লাগাম টানতে ব্যবস্থা গ্রহণে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি চান, অ্যাসল্ট ওয়েপনস নিষিদ্ধ করা, অস্ত্রের জন্য আবেদনকারীর অতীত বৃত্তান্ত বিস্তারিত খতিয়ে দেখা এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। বাইডেন বলেন, 'বন্দুক হামলায় স্তব্ধ দেশ'। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আর কত প্রাণের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র আইন পরিবর্তন আসবে?'

বন্দুক সহিংসতা একটি দৈনন্দিন ট্র্যাজেডি যা বিশ্বজুড়ে মানুষের জীবন প্রভাবিত করছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সহিংসতায় প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক মানুষ মারা যায়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বন্দুক সহিংসতাকে বৈশ্বিক মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে দেখছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা এই সমস্যাকে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় মনে করে, ধর্মীয় পন্ডিতরা এটিকে বর্ণনা করেন ধর্মীয় কৃষ্টি ও বিশ্বাস থেকে মানুষের দূরে সরে যাওয়ার ফল হিসেবে। আগ্নেয়াস্ত্রের উপস্থিতি প্রায়ই মানুষকে ভীত করে তোলে। অস্ত্র ব্যক্তি এবং পুরো সম্প্রদায়ের ওপর গুরুতর এবং দীর্ঘমেয়াদি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলতে পারে।

যখন লোকেরা বন্দুককে ভয় পায়, তখন তা মানুষের শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবার অধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তারা স্কুল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে ভয় পায়। বিশ্লেষকরা মনে করেন, বৈধ বা অবৈধ যাই হোক-আগ্নেয়াস্ত্রের সহজপ্রাপ্তিই বন্দুক সহিংসতার অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

মানবাধিকারের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা রাষ্ট্রের ওপর রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষের জন্য, বিশেষত যারা সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিবেচিত হয়, সবচেয়ে নিরাপদ সম্ভাব্য পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যদি কোনো রাষ্ট্র ক্রমাগত বন্দুক সহিংসতার মুখে আগ্নেয়াস্ত্রের দখল এবং ব্যবহারের ওপর পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করে তবে এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হয়ে পড়ে।



বিশ্বব্যাপী মোট হত্যাকান্ডের ৪৪ শতাংশের সাথে বন্দুক সহিংসতার সংশ্লিষ্টতা আছে। ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী আগ্নেয়াস্ত্রজনিত মৃত্যুর সংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন। ভুক্তভোগী এবং অপরাধীদের বেশির ভাগই তরুণ পুরুষ, তবে নারীরা বিশেষত ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতার ঝুঁকিতে রয়েছে। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, প্রতিদিন আনুমানিক দুই হাজার মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয় এবং বিশ্বে অন্তত ২০ লাখ মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাত নিয়ে বেঁচে আছে। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৭ সালে আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে প্রায় এক লাখ ৩৪ হাজার মানুষ গুলিবিদ্ধ ও আহত হয়েছে।

মার্কিন মুল্লুকে বন্দুক সহিংসতা মানবাধিকার সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি ও পরিবারের কাছে আগ্নেয়াস্ত্রের সহজ ও ব্যাপক প্রবেশাধিকার এবং শিথিল বিধিবিধানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৩৯ হাজারেরও বেশি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে বন্দুক দিয়ে হত্যা করা হয় মর্মে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতিবেদনে বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন গড়ে ৩৬০ জনেরও বেশি মানুষ গুলিবিদ্ধ হয় ও আহত অবস্থায় বেঁচে থাকে। ২০১৭ সালে, প্রায় ৩৯ হাজার ৭৭৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০৯ জন লোক মারা গিয়েছিল। এই হিসাব অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্যে নাগরিকরা আইনত প্রকাশ্যে বা গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে এবং বেশির ভাগ রাজ্যে আইনত প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে। যাই হোক, জনসমক্ষে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলোতে দেশব্যাপী কোনো অভিন্নতা নেই এবং কিছু রাজ্যে কোনো আইন নেই। ১২টি রাজ্য কোনো লাইসেন্স বা অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ্যে গোপন অস্ত্র বহন করার স্বাধীনতা রয়েছে, ৩০টি রাজ্য কোনো লাইসেন্স বা অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ্যে হ্যান্ডগান বহনের অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে ৪৫টি রাজ্যে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বহনের অনুমতি রয়েছে। মাত্র সাতটি রাজ্যে মানুষকে একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দেখাতে হয় বা লুকানো আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার প্রয়োজনীয়তা দেখাতে হয়। সব ৫০টি রাজ্য এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রের গোপনভাবে বহনের অনুমতি রয়েছে। দেখা যায়, মার্কিন সরকার মৌলিক মানবাধিকারের চেয়ে বন্দুকের মালিকানাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রচুরসংখ্যক বন্দুক প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও এবং প্রতি বছর বন্দুকের দ্বারা নিহত মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও, ফেডারেল প্রবিধানের বিস্ময়কর অভাব রয়েছে যা হাজারও লোককে বাঁচাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক মার্গারেট হুয়াং এক বিবৃতিতে এ তথ্য পেশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে, আফ্রিকান-আমেরিকান সম্প্রদায়, বিশেষত তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষরা বন্দুক সহিংসতায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৭ সালে বন্দুক হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ হাজার ৫৪২ জন। আফ্রিকান-আমেরিকানরা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশব্যাপী ৫৮.৫ শতাংশ নিহত হয়। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ এবং ছেলেদের থেকে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যায় মারা যাওয়ার সম্ভাবনা ১০ গুণ বেশি। পদ্ধতিগত বৈষম্য মোকাবেলায় ব্যর্থতা, আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যবহার, বন্দুক সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচিতে বিনিয়োগে ব্যর্থতা এই সঙ্কট বাড়িয়ে তোলে।

আরেকটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০৯ ও ২০১৬ সালের মধ্যে ১৫৬টি গণহত্যা হয় এতে মোট ৮৪৮ জন নিহত ও ৩৩৯ আহত হয়। এখানে যে গোলাগুলিতে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি/মার্চ	২৭	২৮	১	২	৩	৪	৫
ফজর	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৪	৫.১৩	৫.১১	৫.১০	৫.০৮
সূর্যোদয়	৬.৩৩	৬.৩১	৬.৩০	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৫	৬.২৩
জোহর	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৮
আসর	৪.০২	৪.০৩	৪.০৪	৪.০৫	৪.০৬	৪.০৭	৪.০৮
মাগরিব	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫১	৫.৫২
এশা	৭.০০	৭.০২	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর

মানবিক দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয়

॥ এম এ হালিম ॥

২৪ ফেব্রুয়ারী পূর্ণ হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধের এক বছর। এ যুদ্ধে ইউক্রেনের ১ কোটি ৭০ লাখ বেসামরিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে আজ অন্যের মুখাপেক্ষী। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন, মানবিক দিকটি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে। যুদ্ধে মধ্য ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭১৯৯ জন বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে ৪৩৩ জন শিশু। আহত হয়েছে ১১৭৫৬ জন বেসামরিক মানুষ, যার মধ্যে প্রায় এক হাজার শিশু।

এ বিধ্বংসী যুদ্ধে এক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে প্রতিবেশী পোল্যান্ড, হাঙ্গেরিসহ বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ৪০ লক্ষাধিক। আর আইডিপি (অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত) হয়েছে ৬০ লক্ষাধিক মানুষ। ফলে ইউক্রেনজুড়ে এক চরম মানবিক বিপর্যয় চলছে। ইউক্রেনের ৭০ লাখ মানুষ এখন বিদ্যুৎবিহীন, যা পানি সংকটেরও কারণ হয়েছে। শীতকালে ইউরোপজুড়ে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে যায়।

ইউরোপের ৬০ শতাংশ গ্যাস ইউক্রেন সরবরাহ করত, যা যুদ্ধের কারণে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া মানুষের দৈনন্দিন অপরিহার্য সামগ্রী সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এর মধ্যে খাদ্য ঘাটতির কারণে শুধু শিশুরাই নয়, সাধারণ মানুষও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে।

এ তো গেল চলমান যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের ক্ষতি ও দুর্ভোগের হিসাব। যুদ্ধে রাশিয়া ও ইউক্রেনের ১৩ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিহত হয়েছে। গত সপ্তাহে যুগান্তরের এক রিপোর্টে জানা যায়, এক বছরে রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী 'ওয়াগনার গ্রুপের' ৩০ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয়, ওয়াগনার গ্রুপের যোদ্ধার ৯০ শতাংশকেই নিয়োগ দেওয়া হয় কারাগারে অন্তরীণদের মধ্য থেকে! এদের কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আরও জানা যায়, রাশিয়া ইউক্রেন ও অন্য আরও অনেক মিত্র দেশ এবং নিজ দেশের সাধারণ মানুষকে মোটা বেতনে যুদ্ধে যোগ দিতে প্ররোচিত করছে এবং ইতোমধ্যে অনেকেই যোগ দিয়েছে।

জানা যায়, ২৪ ফেব্রুয়ারী যুদ্ধের বছর পূর্তিতে ইউক্রেনে বড় ধরনের আক্রমণ করার লক্ষ্যে রাশিয়া মিত্র প্রতিবেশী দেশগুলোয় ৫ লক্ষাধিক সৈন্য জড়ো করছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এদিন রাশিয়া ইউক্রেনে বড় ধরনের আক্রমণ চালাবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউক্রেনের ন্যাটো জোটভুক্ত দেশগুলো ইউক্রেনকে সামরিক সহযোগিতা জোরদার করছে। তাই যুদ্ধের বছরপূর্তিতে উভয় পক্ষের প্রস্তুতি ও সমূহ আক্রমণের আশঙ্কায় খেরাসনসহ অনেক শহরের বাসিন্দা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে।

যুদ্ধের কারণে সরাসরি মানুষের দুর্ভোগের পাশাপাশি প্রতিনিয়তই বিভিন্ন স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গত এক বছরে সাত শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার মধ্যে আছে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং অসামরিক পরিবহণও। অথচ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন/চুক্তি অনুসারে যুদ্ধকালে বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তা ও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত করার ব্যাপারে বিবদমান দেশ বা গোষ্ঠীর বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যুদ্ধের প্রথমদিকে যুগান্তরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে যুদ্ধে মানবিক দিকের গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতার ওপর আলোকপাকত করতে গিয়ে জেনেভা কনভেনশনের কথা আলোচনা করেছিলাম। এ কনভেনশনে যুদ্ধাবস্থায় বেসামরিক মানুষ ও স্থাপনার প্রতি আচরণ কী হবে তার নির্দেশনা রয়েছে, যা চুক্তি স্বাক্ষরকারী ১৯৬টি রাষ্ট্র প্রতিপালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক সম্পত্তি, ধর্মীয় কেন্দ্র/উপাসনালয়, হাসপাতাল, সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল ইউনিটের যানবাহন, অ্যাম্বুলেন্স, রেডক্রস-রেড ক্রিসেন্ট স্থাপনা ইত্যাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এছাড়া কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধে লিপ্ত হলে কিছু বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেমন: আহত সৈন্যের সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গণহত্যা-অত্যাচার পরিহার করা প্রভৃতি। জেনেভা কনভেনশন (৪র্থ কনভেনশন, আর্টিক্যাল ২৩) অনুসারে যুদ্ধরত দেশে নির্বিঘ্নে ওষুধসামগ্রী, পানি, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবহণে রাষ্ট্রগুলো বাধ্য। এছাড়া কনভেনশন অনুসারে (১ম কনভেনশন, আর্টিক্যাল ২৩ ও ৪র্থ কনভেনশন, আর্টিক্যাল ১৪) যুদ্ধাবস্থায় হাসপাতাল একটি নিরাপদ স্থাপনা হিসাবে স্বীকৃত।

সুরক্ষা, ইকোসাইড প্রতিরোধ, পানি শোধন সুবিধা পুনরুদ্ধার; ৯. ইউরো-আটলান্টিক মহাকাশে সংঘাতের বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা; ১০. নথি স্বাক্ষরসহ যুদ্ধের সমাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ বন্ধের পরিবর্তে যুদ্ধ জোরদার করতে বেশি উৎসাহী। ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারী জার্মানীর মিউনিখে ইউরোপের ৩০টি দেশের সরকারপ্রধানের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক নিরাপত্তা সম্মেলনে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেছেন, 'তার দেশ শিগ্গির ইউক্রেনে প্রথম লেপার্ড ট্যাংক পাঠাবে। দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

এ বিধ্বংসী যুদ্ধে এক কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে প্রতিবেশী পোল্যান্ড, হাঙ্গেরিসহ বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে ৪০ লক্ষাধিক। আর আইডিপি (অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত) হয়েছে ৬০ লক্ষাধিক মানুষ। ফলে ইউক্রেনজুড়ে এক চরম মানবিক বিপর্যয় চলছে। ইউক্রেনের ৭০ লাখ মানুষ এখন বিদ্যুৎবিহীন, যা পানি সংকটেরও কারণ হয়েছে। শীতকালে ইউরোপজুড়ে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে চলে যায়।

অন্যদিকে হেগ আইনে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার পদ্ধতি, উপায়, অস্ত্র ব্যবহার ইত্যাদি তদারক করা হয়। এ আইন যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধরত সৈন্যদের দায়িত্ব ও অধিকারকে চিহ্নিত করেছে এবং এতে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সীমিতকরণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে। নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম, 'হয়তো অচিরেই জানা যাবে এসব মানবিক আইন বা কনভেনশন ইউক্রেন যুদ্ধে কতটা প্রতিপালিত হচ্ছে।' এক বছর পেরিয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক এসব আইন কোনোভাবেই মানা হচ্ছে না, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সাত হাজারের বেশি বেসামরিক মানুষের মৃত্যু, ১১ হাজারের বেশি মানুষ আহত আর সাত শতাধিক বেসামরিক স্থাপনায় আঘাতের তথ্য।

এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি শান্তি স্থাপনে ১০ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন যেগুলো হলো-১. বিকিরণ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা; অধিকৃত জপোরিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা; ২. শস্য রপ্তানি সুরক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ৩. শক্তি সুরক্ষা, ক্ষতিগ্রস্ত জ্বালানি অবকাঠামো পুনরুদ্ধার; ৪. যুদ্ধবন্দিসহ নির্বাসিত শিশুদের মুক্তি; ৫. আঞ্চলিক অখন্ডতা পুনরুদ্ধার; ৬. সেনা প্রত্যাহার এবং শত্রুতা বন্ধ করা, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় সীমানা পুনরুদ্ধার করা; ৭. রাশিয়ার যুদ্ধাপরাধের বিচারে বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন ও ন্যায়বিচার; ৮. পরিবেশের

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, জার্মানি ও তার মিত্ররা ইউক্রেনের ওপর ছেড়ে দেবে না।' ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, 'ইউক্রেনে হামলা নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে সংলাপের সময় এখন নয়।' তিনি বলেছেন, 'আগামী কয়েক সপ্তাহ হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিত্রদের ইউক্রেনে সহায়তা বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা পালটা প্রতিরোধ গড়ে দিতে পারে।' অন্যদিকে ২০ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনে ঝটিকা সফর করেন।

তিনিও শান্তি প্রচেষ্ট বা উদ্যোগের পরিবর্তে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের নতুন সহায়তা ছাড়াও বিপুল যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে প্রকারান্তরে যুদ্ধকে প্রলম্বিত করতেই উৎসাহ দিয়ে ফিরেছেন। এদিকে রাশিয়ার মিত্র দেশ চীনের শীর্ষ কূটনীতিকের সাম্প্রতিক রাশিয়া সফরের প্রাক্কালে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই কঠিন হুঁশিয়ারি প্রদান করেছে, এমনকি হুমকি দেওয়া হয়েছে যে, চীন এ যুদ্ধের বিষয়ে নাক গলালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে।

রাশিয়া যে কারণই প্রকাশ করুক না কেন, এটা স্পষ্ট যে, ইউক্রেন যাতে ন্যাটো জোটে যুক্ত হতে না পারে, সেজন্যই এক বছর আগে ইউক্রেন আক্রমণ শুরু করা হয়, যদিও এ যুদ্ধের জন্য রাশিয়া অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয়। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ার দখল ছাড়াও ইউক্রেনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকাশ্য হতে থাকে। চলমান যুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের ফলে দুই হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের শেষদিকে প্রতিবেশী বেলারুশে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য জমায়েত করে রাশিয়া। চলমান যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অভাবনীয় প্রভাব ফেলেছে, যা বলাই বাহুল্য। জ্বালানি তেল, গ্যাস, কৃষিজাত পণ্য-সব ক্ষেত্রেই এ প্রভাব স্পষ্ট। বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি এখন ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ইউরোপসহ বিশ্বের অনেক দেশই ইউক্রেনের শস্যের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশও গম ও সয়াবিন তেলসহ কিছু পণ্য ইউক্রেন থেকে আমদানি করত। যুদ্ধের প্রথম ৫ মাস ইউক্রেন থেকে কোনো শস্যই রপ্তানি করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে উভয় পক্ষের সম্মতিতে ইউক্রেন থেকে শস্য রপ্তানি চলতে থাকে, যদিও প্রায়ই রাশিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে। এদিকে বাংলাদেশে একশ্রেণির সুযোগসন্ধানী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বৈশ্বিক প্রভাবকে রাতারাতি মুনাফা অর্জনের মোক্ষম সুযোগ হিসাবে নিয়েছে, যার ভুক্তভোগী দেশের সাধারণ ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মিত্রদের হুমকি এবং এর সঙ্গে ন্যাটো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হলে ভবিষ্যতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ গত বছর রাশিয়া ইউক্রেনের চার অঞ্চল দখলের পর হুমকি দিয়েছিল, 'নিজ ভূখন্ড দখলে রাখতে রাশিয়া প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগে পিছপা হবে না।' অনুমান করা হয়, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে ইউক্রেনের গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বের অন্তত পাঁচশ কোটি মানুষের মৃত্যু হবে। বিশ্বে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অন্যান্য প্রভাব তো থাকছেই।

শুধু ইউক্রেন যুদ্ধের কারণেই নয়, দীর্ঘদিন থেকে চলমান আফ্রিকার খাদ্য সংকট, পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা, আফগানিস্তান সংকট এবং সবশেষ তুরস্কের ভূমিকম্প বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট প্রকট থেকে প্রকটতর করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে হয়তো কারও হাত নেই, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধে উদ্যোগের অভাব আজ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। রাশিয়ার সমরাস্ত্র সক্ষমতা জানান দেওয়া আর এর পালটা পদক্ষেপ হিসাবে ইউক্রেনকে অধিক অস্ত্র না দিয়ে কীভাবে মানবতাবিধ্বংসী এ যুদ্ধ বন্ধ করা যায়, সে চেষ্টাই গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

কিন্তু খোদ জাতিসংঘকেও এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না, বরং মাঝেমধ্যে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করার মধ্যেই তাদের উদ্যোগ সীমিত। যুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার এবং বেসামরিক জনগণ ও স্থাপনার নিরাপত্তা বিষয়ে জেনেভা কনভেনশনসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের বিধান ও অঙ্গীকার প্রতিপালনে সব পক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে।

এ যুদ্ধ কখন বন্ধ হবে তা অনিশ্চিত হলেও যুদ্ধে মানবিক দিকটি যেন উপেক্ষিত না হয়, তা নজরদারি ও নিশ্চিত করার দায়িত্ব জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী সব দেশেরই। এ কনভেনশনের প্রচারক (প্রমোটার) হিসাবে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি বা আইসিআরসিকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ এবং বিবদমান পক্ষগুলোকে সহযোগিতা করতে হবে। যুদ্ধ কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক; কিন্তু যুদ্ধে মানবিক দিকটি কোনোভাবেই যেন উপেক্ষিত না হয়, সে ব্যাপারে সব পক্ষকে আন্তরিক হতে হবে।

লেখক: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক, দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ



যুদ্ধের এক বছর

রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে সমঝোতা জরুরি

॥ ইশফাক ইলাহী চৌধুরী ॥

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের এক বছর পেরিয়ে গেলেও যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। গত এক সপ্তাহে রুশ জনগণের উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভাষণ এবং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইউক্রেন সফর যুদ্ধের তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারী যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন বিশ্বের প্রায় সব ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও সমরবিদ ভেবেছিলেন, যুদ্ধটি স্বল্পমেয়াদি হবে এবং রাশিয়া তার বিপুল সামরিক শক্তি দ্বারা ইউক্রেনকে সহজেই কাবু করে ফেলবে। প্রেসিডেন্ট পুতিনসহ রাশিয়ার সামরিক উপদেষ্টারা হিসাব করে রেখেছিলেন, অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে প্রচন্ড সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তাঁরা দ্রুত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ দখল করে নেবেন। সেখানে রাশিয়ার বশংবদ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তার পরপরই রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব হবে। এর অংশ হিসেবে রাশিয়া গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে স্থল ও আকাশপথে ইউক্রেনে আক্রমণ চালায়। কিয়েভের অদূরে 'হস্তমেল' বিমানবন্দর রুশ ছত্রীসেনা দখল করে নেয় এবং সেখান থেকে রাজধানী কিয়েভের উপকণ্ঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু অচিরেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। রুশ ছত্রীসেনা ইউক্রেনীয় বাহিনীর প্রতিআক্রমণে বন্দি অথবা নিহত হয় এবং বিমানবন্দরটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার ইউক্রেনের হাতে ফিরে যায়। ফলে আকাশপথে আরও সৈন্য পাঠানোর যে পরিকল্পনা রাশিয়ার ছিল, সেটা ভেস্তে যায়। ইতোমধ্যে রাশিয়ার সাঁজোয়া বাহিনীও ইউক্রেনীয় প্রতিরোধের মুখে প্রচন্ডভাবে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। ফলে রাশিয়ার যুদ্ধের প্রাথমিক পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এর পর রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তজুড়ে এক বিরাট এলাকা নিয়ে আক্রমণ শুরু করে এবং মাস দুয়েকের মধ্যে পূর্ব সীমান্তবর্তী দোনবাস অঞ্চল দখল করে নেয়। মাস দুয়েক যুদ্ধ চালানোর ফলে ইউক্রেনের প্রায় ২৫ শতাংশ অঞ্চল, বস্তুত যা ইউক্রেনের অর্থনীতির মেরুদন্ড- রাশিয়া দখল করে এবং সেখানে রাশিয়ার পক্ষে এক বিতর্কিত গণভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। ইতোমধ্যে কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মারিউপল প্রচন্ড যুদ্ধের পর রাশিয়া দখল করে নেয়। উল্লেখ্য, দোনবাসের জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ রুশ বংশোদ্ভূত। এক যুগের বেশি সময় ধরে এ অঞ্চলে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিনœতাবাদী গোষ্ঠীগুলো তাদের আধিপত্য বজায় রেখে চলছিল। ক্রিমিয়া উপদ্বীপ, যা ১৯৫৪ সাল থেকে ইউক্রেনের অংশ ছিল, তা ২০১৪ সালে রাশিয়া দখল করে নেয় এবং সেখান আজ পর্যন্ত রাশিয়ার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে।



যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে মনে হচ্ছিল, ইউক্রেনের মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত নিপার নদীর পূর্বাঞ্চলের পুরো এলাকা হয়তো রুশদের দখলে চলে যাবে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে ইউক্রেনীয় বাহিনী নিজেদের পুনর্গঠন করে এবং বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য তথা পশ্চিমা শক্তি প্রদত্ত আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ব্যাপক প্রতিআক্রমণ চালায়। জুলাই-আগস্টের মাঝামাঝি রাশিয়ান বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। দুতিন মাস ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ চলছে এবং উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হলেও যুধ্যমান শক্তিগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। ইতোমধ্যে রাশিয়া প্রায় তিন লাখ নতুন সেনা সীমান্তে পাঠিয়েছে। স্বল্প প্রশিক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে অনাগ্রহী এসব সৈনিক রাশিয়ার পক্ষে কোনো অবদান তো রাখতে পারছেই না, বরং কখনও কখনও সামরিক কর্তৃপক্ষের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া তার যুদ্ধক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশজুড়ে কারাবন্দিদের নিয়ে একটি নতুন বাহিনী গঠন করেছে, যাওয়াগনার্ব বাহিনী নামে পরিচিত। এসব বন্দিকে যুদ্ধে পাঠানোর শর্ত- যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে তাদের শাস্তির সীমা কমিয়ে দেওয়া হবে। ব্যবস্থাটি অভিনব হলেও আন্তর্জাতিক সামরিক রীতিনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয়। এ ছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনছে, যা অনেক ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে। এই যুদ্ধের ফলে উভয় দেশের লাখ লাখ মানুষ দেশান্তরিত হয়েছে এবং উভয় দেশের আর্থিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা শক্তির আরোপিত বিভিন্ন বিধিনিষেধের ফলে তাদের অর্থনীতি গত বছর ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। অন্যদিকে যুদ্ধের ফলে বিশ্বে জ্বালানির দাম ব্যাপকভাবে বেড়েছে। কয়লা ১৫০ শতাংশ, অপরিশোধিত তেল ৪২ শতাংশ ও এলএনজির দাম ৭০ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে খাদ্যসামগ্রীর দাম হয়েছে আকাশচুম্বী (আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন তেল ২০ শতাংশ, পাম অয়েল ১৩, গম ৩৬, চিনির দাম ৫ শতাংশ বেড়েছে)। এর ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রচন্ড অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। আফ্রিকার অনেক দেশে বস্তুত দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে।

যুধ্যমান পক্ষগুলোর কেউই চাইবে না পরাজিত শক্তি হিসেবে গণ্য হতে। এদিক থেকে যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত উভয়ের জন্যই জিরোসাম গেম বা নিষ্ফল খেলায় পরিণত হতে পারে। সুতরাং যে কোনোভাবেই হোক দুপক্ষকে একটা সমঝোতায় নিয়ে আসা দরকার। তবে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির জন্য উভয় পক্ষকে যথেষ্ট ছাড় দিতে হবে।

বাংলাদেশ যেহেতু খাদ্যশস্য ও জ্বালানি উভয় ক্ষেত্রে একটি আমদানিনির্ভর দেশ, সেহেতু আমদানি মূল্য মেটাতে গিয়ে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বহির্বিশ্বে আমাদের রপ্তানিসামগ্রীর দাম ও পরিমাণ না বাড়ায় দেশের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। বস্তুত কভিড অতিমারির পর আমরা যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন আশা করছিলাম, এ যুদ্ধের ফলে তা যেমন ব্যাহত হয়েছে, আর্থসামাজিক দুর্যোগের ঘনঘটা আরও গভীর হয়েছে। আশার কথা, বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ সাহসের সঙ্গে সব প্রতিকূলতার মধ্যে সংগ্রাম করে এগিয়ে যাচ্ছে।

যুধ্যমান পক্ষগুলোর কেউই চাইবে না পরাজিত শক্তি হিসেবে গণ্য হতে। এদিক থেকে যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত উভয়ের জন্যই জিরোসাম গেম বা নিষ্ফল খেলায় পরিণত হতে পারে। সুতরাং যে কোনোভাবেই হোক দুপক্ষকে একটা সমঝোতায় নিয়ে আসা দরকার। তবে দীর্ঘমেয়াদি শান্তির জন্য উভয় পক্ষকে যথেষ্ট ছাড় দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ওয়ারশ প্যাক্টভুক্ত দেশগুলো একে অপরের দিকে আণবিক যুদ্ধাস্ত্র তাক করে রেখেছিল। তার থেকেও বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি অনেক বেশি সংকটপূর্ণ। যুদ্ধরত যে কোনো শক্তির একটি ভুল সিদ্ধান্তের ফলে বত©মান যুদ্ধ আণবিক যুদ্ধে রূপ নিতে পারে, যা কিনা শুধু ইউরোপ নয়, বিশ্বসভ্যতার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং যুদ্ধরত শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং সেই সঙ্গে চীনের নেতাদের উচিত বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে এই যুদ্ধকে একটি আশু পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই আমরা জাতিসংঘের কোনো ভূমিকা দেখতে পাচ্ছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বিপজ্জনক এই যুদ্ধে জাতিসংঘ, বিশেষ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও মহাসচিব নিজে এ ব্যাপারে অবদান রাখবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম। বাস্তবে এখনও তেমন কিছু লক্ষ্য করিনি। আশা করি, অচিরেই জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরাশক্তিগুলোর ওপর যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। যার ফলে যুদ্ধাবসানসহ রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

লেখক: এয়ার কমডোর (অব.), নিরাপত্তা বিশ্লেষক; ট্রেজারার, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ভূমিকম্প মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু?

॥ ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ॥

সম্প্রতি তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্পের ভয়াবহতার হৃদয়বিদারক দৃশ্যপট বিশ্বজুড়ে সমগ্র মানব হৃদয়কে করেছে ক্ষতবিক্ষত। শুধু অর্ধ লক্ষাধিক প্রাণহানি নয়; হাজার হাজার নাগরিকের হতাহত, নির্মাণ দুর্নীতির ফলে বিধ্বস্ত সভ্যতার নির্দয় ধ্বংসস্তূপ বিশ্ববিবেককে প্রচন্ড নাড়া দিয়েছে। ভূমিকম্পপ্রবণ উল্লিখিত দেশগুলো অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ হলেও দুর্যোগ লাঘবে সরকারি বেসরকারি ভবন তৈরিতে কোনো আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তেমন একটা অনুভূত নয়।

ভৌত অবকাঠামো-দালান ইত্যাদি নির্মাণে নীতিমালার যথার্থ প্রয়োগ-তদারকি-পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ অতিশয় নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে বলেই সমূহ বিধ্বস্ততার অভিযোগ উঠেছে। ইতোমধ্যে দেশগুলোর আদালত-সুশীলসমাজ-সচেতন জনগণ তাদের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে।

দীর্ঘ এগারো-বারো দিন পরও জীবিত ব্যক্তির সন্ধান এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করছে। মানবিক সাহায্যের জন্য জাতিসংঘসহ বিশ্বের সব দেশই কমবেশি সচেষ্ট রয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের জরুরি নির্দেশনায় দেশপ্রেমিক সেনা-আইনশৃঙ্খলা বাহিনী-ফায়ার ব্রিগেডের সুদক্ষ দল উদ্ধার কাজে তাদের একনিষ্ঠ মেধা-শ্রম কাজে লাগিয়ে শুধু জীবিত মানুষকে প্রাণে রক্ষা করেনি; অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজেও বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও তাদের চ্যালেঞ্জিং কর্মযজ্ঞ উঁচুমার্গে প্রশংসিত হয়েছে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে রাজউক-সিডিএসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় সংশ্লিষ্ট সেবা খাতগুলো অর্থবহ নগর-জনপদ পরিকল্পনায় প্রায় ব্যর্থ বলেই জনশ্রুতি রয়েছে। অর্থলিপ্সু মানবরূপী হিংস্র দানবদের ন্যূনতম বিবেক বিকশিত না করে শুধু ব্যক্তিস্বার্থে নদী-নালা-খাল-বিল-জলাশয় ভরাটে ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদানে এক বিপর্যস্ত পরিবেশ ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত।

সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানে অথর্ব-অপদার্থ-অযোগ্য ব্যক্তিদের অযৌক্তিক-অনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দিয়ে দুঃসহ পরিস্থিতির দায়ভাগ কে নেবে; তা সুস্পষ্ট নয়। এ ধরনের অপকর্মে জড়িত সামান্য বেতনের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বিশাল সম্পদের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি দেরিতে হলেও মহামান্য আদালতের গোচরীভূত হয়েছে এবং এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাও এসেছে।

অধিকাংশ পর্যায়ে সামন্যতম ভবন নির্মাণ কোড-বিধিমালা না মেনেই শুধু কতিপয় কর্মকর্তার অর্থ লোভের কারণে দেশজুড়ে দুর্বল ভবন নির্মাণের প্রভাবে অপরিকল্পিত নগরায়ণ-নানামুখী আর্থ-সামাজিক কঠিন অসংগতি অচিরেই দেশকে কোন পর্যায়ে পৌঁছে দেবে, তা কল্পনায়ও আনা যাচ্ছে না।

ব-দ্বীপখ্যাত বাংলাদেশ ভূমিকম্পের প্রচন্ড ঝুঁকিতে থাকা সত্ত্বেও অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবিলা করার কোনো ধরনের চিন্তা-চেতনা বা কর্মব্যবস্থাপনার কার্যকর কিছুই পরিলক্ষিত নয়। সচেতন মহলের ধারণা, অবিলম্বে বিচারবিভাগীয় চৌকশ-দক্ষ-যোগ্য দেশপ্রেমিক তদন্ত দলের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অত্যন্ত অগোছালোভাবে নির্মিত ভবনগুলোর দুর্বলতা আবিষ্কারসহ উচ্ছেদে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে দেশকে নিষ্ঠুর পরিণতির ঠেলে দেওয়া হবে।

তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয় ব্যতিরেকে সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে শুধু বাচনিক ভঙ্গিতে একে অপরের প্রতি অঙ্গুলি প্রদর্শন-দোষারোপের অপসংস্কৃতি পরিহার করে প্রায়োগিক কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। অভিযুক্ত অপরাধীদের সতর্কতামূলক পত্র-কর্মচ্যুতি নয়; তাদের অবৈধ উপার্জিত অর্থ রাষ্ট্রের কোষাগারে নিয়ে জনকল্যাণে ব্যয় করাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা। করছি-করব ইত্যাদি অপাঙ্‌ক্তেয় বক্তব্য পরিহার করে দ্রুততর সময়ের মধ্যে উল্লিখিত অপকর্মের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের জোরালো দাবি।



গণমাধ্যমে প্রকাশিত সূত্রমতে, তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সৃষ্ট ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে শতাধিক আফটারশকও রেকর্ড করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পগুলোর অন্যতম হিসাবে বিবেচ্য এ ভূমিকম্পে বিস্তৃর্ণ এলাকা মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে তুরস্ক ও সিরিয়া মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত শুধু তুরস্কেই নিহত হয়েছে ৩৫ হাজার ৪১৫ এবং সিরিয়ায় নিহত হয়েছে ৫ হাজার ৮০০ জনের বেশি। প্রতিদিনই শত শত লাশ উদ্ধারে দীর্ঘায়িত হচ্ছে এ তালিকা।

জাতিসংঘের ধারণা, এ সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। এখন পর্যন্ত তুরস্কে ১১ হাজারের বেশি ভবন ধস-ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভূমিকম্পের কারণে বহু মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছেন। তুরস্কের নগর পরিকল্পনাবিদ ও ভূমিকম্পবিষয়ক বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে বিল্ডিং কোড না মেনে বহু ভবন নির্মাণ করায় এ পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সংঘটিত বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর তুরস্কের সরকার ভূমিকম্প মোকাবিলায় তহবিল গঠনসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিলেও সে সময় নিয়ম না মেনে ভবন তৈরিকারীদের শাস্তির আওতায় না এনে অল্প কিছু জরিমানার বিনিময়ে ছেড়ে দিলে প্রায় ৬০ লাখ ভবন অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়।

সরকারের এ অনিয়মের ফলেই সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ব্যাপক আকারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেও বিশেষজ্ঞরা মতপ্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞানীদের দাবি, ওই এলাকার মাটির নিচে থাকা অ্যারাবিয়ান প্লেটটি উত্তর দিকে সরে গিয়ে আনাতোলিয়ান প্লেটে ধাক্কা দিলে এ ভয়াবহ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। একই কারণে ১৮২২ সালেও একদফা ভূমিকম্প হয়েছিল।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্পে টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার জায়গায় যে ফল্ট লাইন রয়েছে, সেখানে ৮ দশমিক ৫ মাত্রার বেশি শক্তিশালী ভূমিকম্পে সেন্টমার্টিন আইল্যান্ড তিন মিটার এবং মিয়ানমারের একটি দ্বীপ ছয় মিটার ওপরে উঠে আসে।

একই ভূমিকম্পে সীতাকুন্ড পাহাড়ে কঠিন শিলা ভেদ করে নিচ থেকে কাদা বালুর উদ্গিরণ ও বঙ্গোপসাগরে সুনামির নজিরও রয়েছে। এ সুনামির কাণে ঢাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর ধারের বাড়িঘর ভেসে গিয়ে প্রায় ৫০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। বেঙ্গল ভূমিকম্প নামে পরিচিত ১৮৮৫ সালের মধুপুর ফল্টের ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৫ থেকে ৭ দশমিক শূন্য। এটি এত শক্তিশালী ছিল যে, ভারতের সিকিম, বিহার, মণিপুর এবং মিয়ানমারেও অনুভূত হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ১২ জুন মেঘালয়ের শিলং-এর কাছে যে মাস্তক ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল, তার ফলে বাংলাদেশের ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহসহ অনেক শহরের দালানকোঠা ভেঙে পড়ে এবং অনেক লোক প্রাণ হারায়।

১৯৯৭ সালের ২১ নভেম্বর চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় প্রচন্ড ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং অনুরূপভাবে ১৯৯৯ সালের জুলাই-আগস্টে মহেশখালী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় চারদফা ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, যার কারণে এসব এলাকায় বহুলোকের প্রাণহানির পাশাপাশি বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে ১০ বার, ১৯৯৯ সালে ২১ বার, ২০০০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১৪ বার ভূকম্পন হয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে ইরানের বাম শহরের কাছাকাছি ২০০৩ সালে ৬ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পের কারণে ২৬ হাজার মানুষের মৃত্যু এবং বহু মানুষ আহত হয়েছিল। ২০০৮ সালে ওয়েনচুয়ান ভূমিকম্পে ৯০ হাজার মানুষ হতাহতের পাশাপাশি প্রায় ৫০ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে তিব্বতে সংঘটিত ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীর যে কোনো দেশের তুলনায় জাপানে সবচেয়ে বেশি ভূকম্পন রেকর্ড করা হয়। ২০১১ সালে হওয়া টোকিও ভূমিকম্পে হতাহতের চেয়ে এর ফলে সৃষ্ট সুনামিতে বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। জাপানের মতো ইন্দোনেশিয়া, ফিজি এবং টঙ্গায় প্রতিবছরই ছোট ছোট ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়।

২০১৪ সালে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড তৈরি করে ইতিহাসের বৃহত্তম সুনামির জন্ম দেয়। সেই সুনামিতে দুই লাখের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। ১৯৫৫ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ৮ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল ওই অঞ্চলের জন্য রেকর্ড।

এছাড়া ২০১৬ সালে ইতালির অ্যামাট্রিসা শহরে মাঝারি মাত্রার তিন দফা ভূমিকম্পে তিনশর বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে আলাস্কায় আঘাত করেছিল ৯ দশমিক ২ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প। দক্ষিণ আমেরিকান প্লেটের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মহাদেশীয় প্লেটের সংঘর্ষের কারণে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোয় প্রায়ই শক্তিশালী ভূমিকম্প দেখা যায়; বিশেষ করে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা কলম্বিয়া এবং ভেনিজুয়েলার ক্যারাবিয়ান উপকূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

সেসময় চিলিতে ৯ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্পে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন ২০ লাখের বেশি মানুষ। পরে ২০১০ সালে কনসেপসিওন শহরের কাছে আরেকটি ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত হয়েছিল প্রায় ৫০০ মানুষ।

ভূতত্ত্ববিদ ও নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, দেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এখানকার ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি তুরস্কের মতো বা এর চেয়ে বেশি মাত্রায় হতে পারে। আর এ ক্ষয়ক্ষতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হবে অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা ভবন ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে, পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম।

২০০৯ সালে পরিচালিত সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও জাইকার যৌথ জরিপে ঢাকায় সাত বা তার চেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে শহরের ৭২ হাজার ভবন ভেঙে পড়ার পাশাপাশি ১ লাখ ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত এবং আনুমানিক সাত কোটি টন কনক্রিটের স্তূপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টারের জরিপে দেখা যায়, রাজউকের আওতাধীন ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার ২ লাখ ৪ হাজার ১০৬টি ভবনের মধ্যে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯২৫টি ভবন অর্থাৎ ৬৬ দশমিক ১ শতাংশই অনুমোদনহীন।

প্রসঙ্গত, রাজউকের নগর পরিকল্পনাবিদ গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ঢাকায় সাতের বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে পুরোনো ঝুঁকিপূর্ণ এবং শুধু ইটের তৈরি ভবনগুলো ধসে পড়ার আশঙ্কা প্রবল। তাছাড়া বালু দিয়ে জলাশয় ভরাট করে তৈরি ভবনগুলোও ঝুঁকিতে থাকবে। জলাশয়ের উপর করা ভবনগুলোর নিচের মাটি শক্ত না হওয়ার কারণে ঝাঁকুনি এলে সয়েল লিকুইফিকেশন ইফেক্টের প্রভাবে ভবন দেবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

সার্বিক বিবেচনায় কালক্ষেপণ না করে কোনো ধরনের অনৈতিক লেনদেনে বা অবাঞ্ছিত পৃষ্ঠপোষকতায় মাফিয়াচক্রের যোগসাজশে নির্মাণ দুর্নীতি রুখে দেওয়া না হলে দেশের জন্য চরম অসহায় ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকম্প, মানুষের অসহায়ত্ব ও করণীয়

॥ জালাল উদ্দিন ওমর ॥

গত ৬ ফেব্রুয়ারী তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। স্থানীয় সময় ভোর ৪.১৭ মিনিটে সংঘঠিত ওই ভূমিকমপের মাত্রা ছিল ৭.৮। মাত্র ৪৫ সেকেন্ড স্থায়ী ভূমিকমপে মারা গেছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। আহত হয়েছে লক্ষাধিক। প্রায় ১০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়েছে ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং মুহূর্তেই সব কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়। হাজার হাজার ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, মার্কেটসহ বিভিন্ন স্থাপনা চোখের পলকে ভেঙে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধ্বংসস্তূপে চাপাপড়ে হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয়। ভূমিকমপে রাস্তাঘাট ভেঙে গেছে। হাইওয়েতে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় ফাটল ও গর্ত। হয়ে পড়েছে চলাচলের অনুপযুক্ত।

ভূমিকম্পে মারা যাওয়া মানুষগুলো সবাই আমার আপনার মতোই মানুষ। ওদের মতো আমরাও যেকোনো সময় হতে পারি বিপন্ন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উন্নতির যুগেও মানুষ আসলে কতটা অসহায় ও ক্ষমতাহীন তা তুরস্ক ও সিরিয়ার ভূমিকমপে আবারো প্রমাণ হলো। ট্যাংক, যুদ্ধবিমান, বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র, তথ্যপ্রযুক্তি, কোনো কিছু দিয়েই ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা যায় না। বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই ভূমিকম্প সম্পর্কে আগাম বার্তা দিতে, ভূমিকম্প স্থগিত করতে পারে না। মানুষের জীবন কত তুচ্ছ, ছোট ও অনিশ্চিত- ভূমিকম্পের ভয়াবহতায় তা স্পষ্ট। সুতরাং মানুষকে এ নিয়ে ভাবতে হবে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য ভূমিকম্প হয়েছে, এখনো হচ্ছে। এসব ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, মার্কেটসহ হাজারো স্থাপনা। নিহত ও আহত হয়েছে লাখো মানুষ। মাটির সাথে মিশে গেছে গ্রাম, জনপদ ও শহর।

যুগে যুগে সংগঠিত ভূমিকম্প নিয়ে ধারণা পেতে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত ১০টি মারাত্মক ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরছি।

এই যে প্রায়ই ভূমিকম্প হচ্ছে, তার সব ক'টিতেই মানুষ কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অতীতে যেমন ভূমিকম্প হয়েছে, ভবিষ্যতেও তেমনি হবে। এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, কবে মানুষ ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও প্রতিহতের ক্ষমতা অর্জন করবে বা আদৌ করতে পারবে কি না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের অনেক রোগ নিরাময়ে সক্ষম, কিন্তু মানুষকে অমরত্ব দিতে পারেনি। নারী যখন গর্ভধারণ করে, তখন একটি নির্দিষ্ট সময় পরে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে গর্ভের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে তা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু ইচ্ছামতো ছেলে অথবা মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে কি না জানা নেই। কারণ, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সেই ক্ষমতা এখনো দেননি। একইভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন, মানুষ এখনো এই পৃথিবীতে ছেড়ে মঙ্গল গ্রহে বা অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বসবাস করার উপযুক্ত হয়নি। আমাদের বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীতেই বসবাসের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের বসবাসের জন্য এই পৃথিবীকেই উপযুক্ত করে তৈরি করেছেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষকে জানতে হবে এবং এ বিষয়ে উদাসীন থাকলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, সৃষ্টিকর্তা সব ক্ষমতার মালিক, তিনি অবিনশ্বর ও চিরঞ্জীব। অপর দিকে মানুষ সৃষ্টিকর্তার একটি সৃষ্টি মাত্র, যার তেমন কোনো ক্ষমতাই নেই এবং মরণশীল এক প্রাণী মাত্র। সুতরাং মানুষের উচিত সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেকে নিঃশর্তভাবে সম্পূর্ণ সারেন্ডার করা, সৃষ্টিকর্তার ওপর সর্বাবস্থায় নির্ভর করা, তারই নির্দেশিত পথে চলা এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে তার কাছে সাহায্য চাওয়া। ভূমিকম্প প্রতিরোধ ও প্রতিহতের কোনো ক্ষমতা মানুষের না থাকলেও মানুষ কিন্তু একটু চেষ্টা-সাধনা করলে ভূমিকম্পের ফলে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে আনতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ বাড়ি ও দালানকোঠা ধসে পড়া। কম্পনের মাত্রার ওপর ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে। কম্পনের মাত্রা কম হলে বাড়িঘর কম ধ্বংস হয়, ফলে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিও তুলনামূলক কম হয়। অন্যদিকে কম্পনের মাত্রা বেশি হলে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতিও বেশি হয়। বাড়িঘর, বিল্ডিং স্থাপনার অবকাঠামো দুর্বল হলে ভূমিকম্পে তা সহজেই ভেঙে পড়ে। আর অবকাঠামো শক্তিশালী হলে সহজে ভেঙে পড়ে না। স্থাপনার দুর্বল অবকাঠামোর কারণে তুরস্কে ভূমিকম্পে বেশি স্থাপনা ভেঙেছে- এ তথ্য এরই মধ্যে জানা গেছে। এ কারণে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে। সুতরাং প্রকৌশলীর পরামর্শ ও ডিজাইন অনুসারে মানসম্মত সামগ্রী দিয়েই বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে। বিশেষ করে রড, সিমেন্ট ও ইট-পাথর-বালু উন্নতমানের হতে হবে। এসব সামগ্রীই বিল্ডিংয়ের মূল অবকাঠামো শক্তিশালী করে। নির্মাণ খরচ বেশি হলেও তা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই খরচ কমাতে গিয়ে মানহীন সামগ্রী দিয়ে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। তা ছাড়া বিল্ডিংসহ যেকোনো স্থাপনার আশপাশে প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত খালি জায়গা ও যান চলাচলের জন্য রাস্তা রাখতে হবে, যাতে ভূমিকম্পের ফলে বাড়িঘর ধসে পড়লে দ্রুত উদ্ধারকাজ চালানো যায়। দ্রুত উদ্ধারকাজ সম্পন্ন হলে প্রাণহানির সংখ্যা কমবে। দুর্বল অবকাঠামোর কারণে বিল্ডিং ধসে পড়ে কিভাবে প্রাণহানি ঘটে তার দৃষ্টান্ত হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সাভারে রানাপ্লাজা ধসের ঘটনাই যথেষ্ট। এতে এক হাজার ১৩২ জন মানুষ মারা যায় এবং দুই সহস্রাধিক মানুষ আহত হয়, যাদের অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে। এই রানাপ্লাজা ধসের একমাত্র কারণ ছিল প্রকৌশলীর ডিজাইন লঙ্ঘন করে অবকাঠামো নির্মাণ। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে অনেক বিল্ডিং ধসে পড়ে প্রাণহানি ঘটেছে, যার প্রধান কারণ ছিল দুর্বল অবকাঠামো। সুতরাং প্রকৌশলীর ডিজাইন অনুসারে মানসম্মত সামগ্রী দিয়ে স্থাপনা নির্মাণ করলে ভূমিকম্পে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও কমবে। আর ভূমিকম্প যেখানেই হোক, সেখানকার দুর্গত ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে সবাইকে দাঁড়াতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভূমিকম্পে দুর্গত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্ধারকাজ চালাতে হবে, যাতে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকেপড়া মানুষগুলোকে দ্রুত উদ্ধার করা যায়। সবাই সহযোগিতা করলে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো আবারো বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। আমাদের সবাইকে আরো বেশি মানবিক হতে হবে, সবটুকু সাধ্য ও সামর্থ্য উদার চিত্তে বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

লেখক : প্রকৌশলী ও উন্নয়ন গবেষক

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাফিজ আহমদের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী, আমার স্ত্রী ইউএস সিটিজেন। আমার স্ত্রীর করা আবেদনে আমি সিটিজেনশীপ লাভ করেছি। বাংলাদেশে আমার বৃদ্ধ মা-বাবা থাকেন। আমি তাদের একমাত্র সন্তান। আমি এখানে তাদের খুব মিস করি। সে কারণে আমি তাদের এখানে আনতে চাই বলে ঢাকা ইউএস এ্যাম্বেসীতে কল করে আমার মা-বাবার ইউএসএতে আসার জন্যে ভিসা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। যাতে করে তারা এখানে এসে আমার সাথে থাকতে পারেন। ঢাকা ইউএস এ্যঅম্বেসি আমাকে বলেছে ভিসার জন্য আমার মা-বাবাকে ডিএস ১৬০ জন্য ফম পূরণ করতে হবে।

আমার মা-বাবাকে এদেশে আনার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

হাফিজ আহমেদের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার মা-বাবাকে এখানে আনার ব্যাপারে প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনাকে ইউএস সিটিজেন হতে হবে। আপনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। কেবল ইউএস সিটিজেন। তাদের মা-বাবার গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

এখন বিদেশী নাগরিক যারা ইউএসএতে ভ্রমণ করতে চায় তাদের অবশ্যই ডিএস ১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে অন লাইনে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনের জন্য। কনস্যুলার অফিসাররা ডিএস ১৬০ ফরমে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করে দেখেন আবেদনকারী নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা পাওয়অর যোগ্য কিনা। ডিএস-১৬০ ফরম সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকঃ

আমি কি অনলাইনে এবঙ একাধিক সেশনে এই ফরম পূরণ করতে পারি?

আপনি একের অধিক সেশনে অন লাইনে ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে পারেন- তবে তা ৩০ দিনের মধ্যে হতে হবে। ফরম টাইপ শুরু করলে অবশ্যই আপনার ফরম এবং আইডি সেভ করে রাখবেন। ঢুকতে চাইলে আপনার ফরম আইডি লাগবে। আবেদন দাখিল করার পর আপনি তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন। এটা করতে আপনাকে পুণরায় সাবমিট প্রেস করতে হবে। যেমন আপনি ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করে সাবমিট প্রেস করে দিয়েছেন। দুই সপ্তাহ পর আপনার মা-বাবার ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আপনি ৩০ দিনের মধ্যে ডিএস-১৬০ ফরম অনলাইনে থেকে বের করে তাদের পরিবর্তন ঠিকানা সংযোজন করে দিতে পারবেন। আপনি যখনই আবেদন বের করতে চাইবেন- তখনই নিশ্চিতভাবে আপনাকে 'সাবমিট' এ প্রেস করতে হবে।

ইমি ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন এবং কম্পিউটার যেতমন ভালো জানিনা। এক্ষেত্রে কোন পেশাদার এটর্নী অথবা বন্ধুর সাহায্য নিতে পারি কিনা?

হ্যাঁ আপনি কোন অভিজ্ঞ পেশাদার এটর্নীর সাহায্য নিতে পারেন ফরম পূরণ করার জন্যে। আপনার কোন বন্ধুর সাহায্য নিতে পারেন। তবে ফরমে সাহায্যকারীর নাম উল্লেখ করার জায়গায় অবশ্যই আপনার বন্ধুর নাম উল্লেখ করতে হবে। ফরমটি পূরণ করা খুব সহজ। কেননা প্রশ্নগুলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে। তবে আপনি খুব ভালো কম্পিউটার জানেন না বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য পেশাদার মানুষের পরামর্শ নিতে হবে।

আপনি যদি ভুলতথ্য সংযোজন করে থাকেন এবং তবে পরিবর্তন না করলে যখন আপনার মা-বাবার ভিসার জন্যে আবেদন করবেন তখন তাদের জন্য সমস্যা হতে পারে। এটর্নী নিয়োগ করার সামর্থ থাকলে এবং প্রয়োজন থাকলে এটর্নী নিয়োগ করা ভালো। নহালে তাদের পরামর্শ নিন।

আমাকে কী দুটি ফরম পূরণ করতে হবে, নাকি একটাই পরিবারের অথবা গ্রুপ সদস্য হিসেবে ভিসা আবেদনকারী ভ্রমণ করতে চাইলে কি পরিবার বা গ্রুপ আবেদন ক্রিয়েট করতে হবে। তারা একসাথে আবেদন করতে পারেন এবং আবেদনের সঙ্গে লিংক করে দিতে পারেন। তবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যারা ইউএস ভ্রমণ করতে চান তাদের অবশ্যই পৃথকভাবে ডিএস-১৬০ আবেদনের জন্য পৃথক লিংক তৈরি করতে হবে।

কীভাবে আবদনে লিংক করা যাবে?

প্রথমে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারী প্রতুত্তরে 'থ্যাংক ইউ' জানানো যাবে। এই পেজে পারিবারিক আবেদনের লিংক তৈরির অপশনও থাকবে। এই অপশন সিলেক্ট করে প্রাইমারি ভিসা আবেদনকারীর ফম কিছু তথ্য সংযোজন করতে হবে।

যেমনঃ বাড়ির ঠিকানা বা ডেসডিনেশন যা স্বাভাবিকভাবেই নতুন আবেদনে দেখা যাবে।

সাক্ষাতকারের সময় আপনার মা-বাবাকে যা সঙ্গে নিতে হবেঃ

ডিএস-১৬০ ফর্মের কনফারমেশন পেজ,

বৈধ পাসপোর্ট এবং টিকেন, যদি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়ে থাকে। আর নিশ্চিত করতে হবে যে টিকেট যেনোপ ওয়ান ওয়ে না হয়ে রিটার্ন টিকেট নয়;

সকল এটাচমেন্টের সঙ্গে এফিডেভিট অব সাপোর্ট ফরম,

এখান থেকে পাঠানো একটি আমন্ত্রণপত্র বা স্টেটমেন্ট,

বাংলাদেশ থেকে আপনার মা-বাবার ব্যাংকের চিঠি এবং সম্পদের মালিকানার প্রমাণপত্র।



মার্চ ২০২৩ ভিসা বুলেটিন

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকারঃ

প্রথম (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৪।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র, কন্যা গণ,

এ. (এফ-২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তানঃ চলতি।

বি. (এফ-২বি) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণ (২১ বছর বয়সী বা ততোর্ধ)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাগণঃ নভেম্বর ২২, ২০০৮।

চতুর্থঃ (এফ-৪) বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই ও বোনেরাঃ মার্চ ২২, ২০০৭।

বিস্তারিত জানতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইট দেখুন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল:

kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ত্রিপুরা হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার ভারতের তুরুপের তাস বাংলাদেশ

॥ সামারা আশরাত ॥

নরেন্দ্র মোদি এরূপ মন্তব্য শুধু শুধু করেননি। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি কথা প্রচলিত আছে, বাংলাদেশ যদি ভারত-অবরুদ্ধ হয়, তবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যটি বাংলাদেশ দিয়ে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তটি ৮৫৬ কিলোমিটারের বেশি বিস্তৃত, যা ত্রিপুরার মোট সীমান্তের ৮৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে সম্পর্কটি শুধু অবরুদ্ধ সীমান্তের নয়; বরং এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক। প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের জনগণ তাদের সমস্যা এবং সমৃদ্ধি ভাগাভাগি করে মিলেমিশে বসবাস করছে।

সম্প্রতি ত্রিপুরায় নির্বাচনী গণসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে ত্রিপুরায় যে উন্নয়ন হয়েছে তাতে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে কাজকর্ম ও আদান-প্রদান অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশের সাথে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ধীরে ধীরে আরো মজবুত হচ্ছে। ত্রিপুরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'গেটওয়ে' বা প্রবেশদ্বারে পরিণত হচ্ছে। ত্রিপুরা থেকে এখন বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন মোদি।

নরেন্দ্র মোদি এরূপ মন্তব্য শুধু শুধু করেননি। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি কথা প্রচলিত আছে, বাংলাদেশ যদি ভারত-অবরুদ্ধ হয়, তবে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যটি বাংলাদেশ দিয়ে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তটি ৮৫৬ কিলোমিটারের বেশি বিস্তৃত, যা ত্রিপুরার মোট সীমান্তের ৮৫ শতাংশ। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে সম্পর্কটি শুধু অবরুদ্ধ সীমান্তের নয়; বরং এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক। প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের জনগণ তাদের সমস্যা এবং সমৃদ্ধি ভাগাভাগি করে মিলেমিশে বসবাস করছে।

ঐতিহাসিক বন্ধন: ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের একটি বিশেষ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ত্রিপুরার জনগণ ইতিহাসের অন্য যেকোনো যুদ্ধ পরিস্থিতির তুলনায় মাথাপিছু বেশি সংখ্যক বাংলাদেশী শরণার্থীকে নিজেদের বাড়িতে স্বাগত জানায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ত্রিপুরা সফরে গিয়েছিলেন, সেটিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো বাংলাদেশী রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেননি। এ সফরই প্রথম ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন মাত্রা আনে।

বিদ্যমান প্রকল্প: ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিদ্যমান অবকাঠামো প্রকল্প রয়েছে। ফেনী নদীর ওপর মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন ছিল ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম যুগান্তকারী প্রকল্প। বাংলাদেশের রামগড়ের সাথে সাব্রুমের সংযোগকারী মৈত্রী সেতু জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে আবির্ভূত হবে। এ সেতুটি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মাত্র ৭৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরেকটি প্রকল্প হলো আগরতলা-আখাউড়া (বাংলাদেশ) রেলপথ সংযোগ। এই রেলপথটি ২০২৩ সালের জুন মাসে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যখন এটি সম্পন্ন হবে, তখন এটি বাংলাদেশের গঙ্গাসাগরকে ভারতের নিশ্চিন্তপুরের সাথে (১০.৬ কিলোমিটার) সংযুক্ত করবে এবং তারপর নিশ্চিন্তপুরকে ভারতের আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের সাথে (৫.৪৬ কিলোমিটার) সংযুক্ত করবে। আগরতলা-আখাউড়া রেললাইন চালু হলে বাণিজ্য সম্পর্কের সুযোগ খুলে যাবে। শুধু তা-ই নয়, ভারত নিশ্চিন্তপুরে একটি সমন্বিত চেকপোস্ট ও কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে, যা ত্রিপুরার আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগের জংশন পয়েন্ট। এই রেল সংযোগটি গৌহাটির পরিবর্তে ঢাকার মধ্য দিয়ে আগরতলা ও কলকাতার মধ্যে ভ্রমণের সময় কমিয়ে দেবে। ভারত ও বাংলাদেশের বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম বাংলাদেশের মধ্যে চারটি চালু রেল যোগাযোগ রয়েছে- পেট্রাপোল-বেনাপোল, গেদে-দর্শনা, রাধিকাপুর-বিরল ও সিংহবাদ-রোহনপুর। শেষ দু'টি নেপালি ট্রানজিট ট্রাফিক ব্যবহার সম্পর্কেও সুপরিজ্ঞাত। বর্তমান লাইনটি কেবল আগরতলা থেকে নয়, মিজোরামের লোকদেরও সাহায্য করবে, যা ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ভারত-বাংলাদেশের করণীয়: ত্রিপুরা বাংলাদেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও কৌশলগত অংশীদার হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বা আসামের মতো ত্রিপুরাও বাংলাদেশের জন্য ভূ-রাজনৈতিক, অনুপ্রাণিত অংশীদার। এ ছাড়াও ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত মিল রয়েছে, যা অবশ্যই বাংলাদেশের সাথে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিনিময় আরো অর্থবহ করে তুলবে। ত্রিপুরা যাতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নেতৃত্ব দেয় তা নিশ্চিত করতে উভয় দেশেরই পারস্পরিক এবং স্থায়ী স্বার্থ রয়েছে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিল থাকায় বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গের সাহচর্যে বেশি স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পশ্চিমবঙ্গের পরে এ অবস্থানে রয়েছে আসাম। কিন্তু এখন বাংলাদেশের জন্য সময় এসেছে পূর্বদিকে ত্রিপুরা ও মিজোরামের দিকে তাকানোর। বাংলাদেশের জন্যও ত্রিপুরা হতে পারে মিজোরাম হয়ে মিয়ানমার ও আসিয়ানের প্রবেশদ্বার। যেহেতু ভারত বাংলাদেশ উভয় দেশেরই ভারতের এই তুরুপের তাস খেলায় পারস্পরিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে, তাই ভারতের উচিত বাংলাদেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ত্রিপুরায় বিদ্যমান যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো যত দ্রুত সম্ভব শেষ করা। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের তুরুপের তাস আরো সুসংহত করা।

লেখক: পিএইচডি ফেলো, বুখারেস্ট ইউনিভার্সিটি, হাঙ্গেরি



বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন
দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

পশুরাজের নিরাপত্তা ও দর্শন পাঠের গুরুত্ব

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

অদ্ভুত সব চিন্তা ইদানীং মাথায় হরহামেশা ঘুরপাক খায়। রাস্তায় চলতে ফিরতে যা কিছু দেখি সেসব নিয়ে চিন্তা করলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা। অফিস আদালত, ব্যাংক, বীমাতে গিয়ে যা দেখি বা শুনি ওসবও ভালো কিছু নয়। রাজনীতির ময়দান তো পুরোটাই দুর্গন্ধে ভরা। কেউ যদি হাঁ করে তবে যে আওয়াজ বের হয় বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে যে দুর্গন্ধ ছড়ায় তা হজম করার মতো শক্তি কয়জনের আছে বলতে পারব না- তবে আমি যে ক্রমশ অসহায় ও দুর্বলতর হয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের হাঁ করা মুখোচ্ছবি, বিষাক্ত কথাবার্তা এবং চরিত্রের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর জমিনে বেঁচে থাকার বিকল্প উপায় খুঁজছি তা হলফ করে বলতে পারি। আর এ কারণে আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা নিয়ে নতুন করে অধ্যয়ন শুরু করেছি।

আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে আমার কর্মকান্ডের ধরন দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এখন পাগলামোর কোন স্তরে রয়েছি। ইদানীং শুধু ভাবছি- তেলাপোকা-টিকটিকি, ইঁদুর-বাদুর, কেঁচো, শুয়োর-গন্ডার ইত্যাদির সাথে আমার কি কি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অথবা পিঁপড়া মৌমাছির সঙ্গে যদি আমি আমার কর্ম-শ্রেষ্ঠত্ব ও অর্জনের তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করি তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যোগ্যতা আমার রয়েছে। আমি যদি নিজেকে রাজা-বাদশাহ-উজির-নাজির, শাহেনশাহ-সম্রাট হিসেবে কল্পনা করি তবে বনের রাজা বাঘ-সিংহের বীরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে তুলনীয় কোনো বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে রয়েছে কিনা তা ভাবলে কেন যেন নিজেকে খুব অসহায়, দুর্বল এবং রঙ্গমঞ্চের ভাঁড় মনে হয়।

আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আমিসহ অন্যান্য মানুষ প্রধানত চারটি কর্মের জন্য জীবনের নিরানব্বই ভাগ সময় ব্যয় করি এবং যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি, হাসি-মশকরা-রং তামাশায় ব্যস্ত থাকি। খাওয়া-ঘুম-যৌন সঙ্গম ও সন্তান উৎপাদন এবং অতীত ও বর্তমান নিয়ে চিন্তা। তারপর নিয়তির প্রবল টানে মরে যাই। মানবমন্ডলীর প্রধানতম এই চারটি কাজ তো প্রকৃতির সব দুর্বল-অসহায়, নিন্দিত-নন্দিত জন্তু জানোয়ার, কীটপতঙ্গ, ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়ারাও করে এবং শেষমেশ মারা যায়। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের তুলনায় কোটি ভাগের এক ভাগের থেকেও কম বুদ্ধি নিয়ে ওরা যদি মানুষের প্রধানতম চারটি কর্ম নির্বিবাদে নির্ঝঞ্ঝাটে এবং সুচারুরূপে করতে পারে তবে আমার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় বা আমার নিকৃষ্টতার পর্যায় কোন স্তরে!



উল্লিখিত চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে মাঝে মধ্যে অদ্ভুত সব রঙ্গরসের সৃষ্টি হয়। এতে করে আমি আপন মনে একাকী বসে প্রাণখুলে হাসতে পারি আবার কখনো কখনো প্রাণ ভরে কাঁদতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। ফলে স্বৈরাচারী-জুলুমবাজ জাহেলদের সব দুরাচার অথবা দুনিয়ার দুর্দান্ত সব লুটেরার জঘন্যতম কর্মের ওপর থুতু নিক্ষেপ করে আমি মনের জানালা দিয়ে বসন্তের বাতাস ঢুকিয়ে পাখির কূজনের ছন্দে চোখ বুজে প্রকৃতির অপার সুধারস আস্বাদন করতে পারি।

আমি বনের রাজা বাঘ-সিংহের কর্মকান্ড চিন্তা করতে গিয়ে প্রায়ই ভাবি মানুষ কেন রাজা হয়ে চেয়ারে বসতে চায় আর সেই চেয়ারের নাম কেন সিংহাসন রাখে। অন্যদিকে পশুরাজ কেন মনুষ্যরাজের মতো বডিগার্ড নিয়ে চলে না। তাদের কেন রাজ-প্রাসাদ নেই। অথবা মনুষ্যরাজদের মতো পশুরাজদের খাবারকে কেন রাজভোগ নামে ডাকা হয় না। আমি যখন কল্পনা করি যে, কেন পশুরাজ তার নিজের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে একটি নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি করেছে, তখন সেই বাহিনীর গঠন-কর্মকান্ড-হাঁকডাক, দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে নিদারুণ সব ফ্যান্টাসি সৃষ্টি হয়ে যায়। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে না বললে আমার ফ্যান্টাসির আনন্দ অনুভব করা দুরূহ হতে পারে বিধায় নিম্নের দৃশ্যপট কল্পনা করতে থাকুন।

ধরুন কোনো এক পশুরাজের মনে এলো নিজের নিরাপত্তার জন্য একটি বাহিনী গঠন করার। তারপর নিজের শান শওকত, ফুৎফাং এবং হাঁকডাক পশুসমাজে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি তার পাত্র-মিত্র-উজির-নাজির ইত্যাদি পদ পদবিতে পশুদেরকে নিয়োগ দেয়ার কথা ভাবলেন। তিনি মনুষ্য সমাজের ট্যাংক বাহিনীর মতো করে গন্ডারদের দ্বারা অগ্রভাগের নিরাপত্তা বাহিনী তৈরি করলেন। গন্ডারদের অগ্রভাগে রাখলেন বানর বাহিনী যারা তার আগমনীবার্তা নিয়ে তিড়িংবিড়িং করে লাফিয়ে পুরো বনে তোলপাড় শুরু করে দেবে। গন্ডারের পেছনে তিনি শুয়োরদের নিয়োগ দিলেন। কারণ বোধহীন গন্ডারদের নিরাপত্তাব্যূহের পর রুচিহীন, নোংরা অসভ্য শুয়োর দলের ভয়ে রাজার নিরাপত্তাব্যূহের মধ্যে ঢুকে অভাব অভিযোগ পেশ করার রুচি ও অভিপ্রায় কোনো পশুর থাকবে না।

পশুরাজ তার নিরাপত্তার জন্য যে বেষ্টনী তৈরি করবেন সেখানে শুয়োরের পর কুকুর এবং কুকুরের পেছনে থাকবে হায়েনার দল। এরপর ময়ূর, শালিক, টিয়া-কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখির একটি চৌকস দলের সদস্যদের নিয়ে রাজসিংহাসনের সম্মুখে একটি মনোরঞ্জক দল গঠন করা হবে যারা নেচে-গেয়ে-পেখম দুলিয়ে রাজার মনে প্রশান্তি দেবে। রাজার দুই পাশে থাকবে কাক ও শকুনের দল আর পেছনে থাকবে সজারু, ভল্লুক এবং শেয়ালের দল। তো এমন একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি না করে পশুরাজ কেন একাকী চলেন। রাতবিরেতে তিনি কেন নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন না। কেন নিরাপত্তা বাহিনীহীন পশুরাজ হাজার হাজার হিংস্র পশুর মধ্যে নির্ভয়ে হেলেদুলে চলতে পারেন। পশুরাজের কেন কোনো শত্রু থাকে না। প্রতিনিয়ত ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তিনি কেন উন্মাদের মতো আচরণ করেন না। তার মনে সন্দেহ, লোভ হিংসা ইত্যাদি কেন জাগ্রত হয় না। তিনি কেন অবিচার করেন না। জেল-জুলুম হুলিয়া কেন পশুরাজের সংবিধানে নেই- এমনতর চিন্তা মাথায় এলে মনুষ্যরাজ সম্পর্কে আমার মনটা নিদারুণ বিষিয়ে ওঠে।

পশুরাজ ছেড়ে এবার পিঁপড়া ও মৌমাছিদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা যাক। মৌমাছিরা কোন হারাম জিনিস ভক্ষণ করে না। পবিত্র জিনিস থেকে পবিত্র সুধারস এনে নিজেদের পবিত্র দেহে তা ধারণ করে পরবর্তীতে উদগীরণ করার পরও মধু কেন পবিত্র থাকে তা নিয়ে চিন্তা করলে মনুষ্য জীবনের অসত্য ও অসততা এবং লোভলালসার নিকৃষ্টতা প্রকট হয়ে ওঠে। মৌমাছিদের চেয়ে পিঁপড়ার জীবন বৈচিত্র্য আরো মোহময়। পিঁপড়াদের পরিশ্রম করার সামর্থ্য, দলবদ্ধ থাকার নজির, নেতার হুকুমে জীবন দেয়া এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আত্মাহুতি দেয়ার যে নজির পিঁপড়াদের সমাজে রয়েছে তা মানবসমাজে অসম্ভব। পিঁপড়া বাহিনী, পিপড়া, রাজা, সেনাপতি, মন্ত্রী, এমপি এবং পিঁপড়াদের হাটবাজার, বেচাকেনা, ভাগ-বাটোয়ারা এবং মজুদ নীতিমালা সম্পর্কে আপনি যদি জানেন তবে মহান আল্লাহর সৃষ্টির বিশালতা এবং বিচিত্রতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না।

আলোচনার একদম শুরুতে বলেছিলাম আধ্যাত্মিকতা ও দার্শনিকতা সম্পর্কে। চলমান সময়ের আজাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং অন্যকে রক্ষা করার জন্য দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মিলন ছাড়া সম্ভব নয়। দার্শনিকতা দ্বারা আপনি বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পারবেন কিন্তু সেই সত্য প্রকাশ কিংবা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। কারণ সত্যকে ফুটিয়ে তোলা সত্যের প্রচার এবং সত্যের বাস্তবায়নের জন্য যে সাহস ও কৌশল দরকার পড়ে তা কেবল আধ্যাত্মিকতা দিয়েই সম্ভব। এ কারণে বর্তমানে কিংবা সুদূর অতীতে বহু দার্শনিক বহু সত্য অনুধাবন করেছেন কিন্তু কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার অভাবে তাদের সেই দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি।

দর্শনের জন্য যেমন আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন রয়েছে তদ্রুপ আধ্যাত্মিকতার জন্যও দর্শন শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন রয়েছে। অনেক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটনার তাৎপর্য এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পারার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো দর্শন আধ্যাত্মিকতা কী এবং ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বাংলাদেশে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমার মতামত ব্যক্ত করে আজকের নিবন্ধের ইতি টানব।

দর্শন বলতে সাধারণত চর্মচক্ষুতে কোনো কিছু দেখাকে বুঝায়। কিন্তু দর্শনকে যদি শাস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন এবং যিনি দেখেন তার মধ্যে দার্শনিকতার গুণাবলী থাকে তবে প্রচলিত সমাজ রাষ্ট্র ও কালকে ত্রিমাত্রিক উপায়ে দেখতে পারার ক্ষমতার নামই দার্শনিকতা। দ্বিতীয়ত, কোনো একটি বিষয় দেখার পর সেটির অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কার্যকারণ নির্ণয় এবং দর্শনীয় বস্তুর ভেতর বাহির পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও দার্শনিক তথ্য সংগ্রহ করেন। সুতরাং বর্তমান কালের দার্শনিকরা যদি আওয়ামী সরকারের কর্মকাণ্ড বিচার বিশ্লেষণ করেন তবে চলমান অনিয়ম দুর্নীতির যে তথ্য প্রমাণ তারা সংগ্রহ করতে পারবেন তা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হলো- দার্শনিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কিনা। এ ক্ষেত্রে আমার পর্যবেক্ষণ হলো হয়তো অনেকে করছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার শক্তি না থাকার কারণে বেশির ভাগ দার্শনিক বেহুড়-বাগী বন্দুকের ভয়ে যেভাবে দর্শনশাস্ত্র ভুলে যাচ্ছেন তাতে করে মনে হচ্ছে নৈতিক সাহস অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিকতার চর্চা জরুরি হয়ে পড়েছে এবং সেই লক্ষ্যে আমার মতো আম-আদমি দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সামান্য নড়াচড়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের অসাধারণ মর্যাদা লাভ

॥ আবু জাফর মাহমুদ ॥



পৃথিবীর রাজধানীখ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এর ৭৩ স্ট্রিটের নাম এখন 'বাংলাদেশ স্ট্রিট'। বাংলাদেশীদের বহুমুখি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সিটি কর্তৃপক্ষের শতভাগ সমর্থনে এই বিলটি পাস হয়েছে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার। এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আমাদের উপমহাদেশের বংশোদ্ভুত ডিস্ট্রিক্ট ২৫ এর কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণানের। সকল শ্রেনীপেশার বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। শেখর কৃষ্ণান বাংলাদেশী সমাজের অতি আপনজন। নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান হিসেবে তিনি বাংলাদেশী সমাজের প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতার সাক্ষর রেখেছেন। তিনি সকল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। আমি বিশ্বাস করি, মেয়র এরিক এডামস এর সর্বোচ্চ আন্তরিকতার কারণেই তারসহ সকল কাউন্সিলম্যান বাংলাদেশীদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অবদানের মূল্যায়ন করতে পারছেন।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী অধ্যুষিত পার্কচেস্টার এলাকা থেকে নির্বাচিত কাউন্সিল উইমেন উত্থাপিত একটি রেজোল্যুশন গৃহীত হয়েছে। ওই রেজোল্যুশনের কোস্পন্সর বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিল উইমেন ক্রককলীন থেকে নির্বাচিত শাহানা হানিফ। আমার কন্যাসম এই নেতৃত্ব আমাদের অহংকার। তার প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা।

রেজোল্যুশনের অন্য স্পন্সররা হলেন কাউন্সিল সদস্য টিফানি ক্যাভান, জুলি ওয়ান, কুস্টাল হাডসন, শেখর কৃষ্ণান, এরিক ডাইনোউইটজ, নাতাশা উইলিয়ামস, চি ওসি, অ্যালেক্স এ্যাভাইলস, ক্রিস্টোফার মার্টি, ফারাহ লুইস, জুলি মেনিন, পিয়েরিনা এ্যানা স্যানচেজ, কারলিনা রিভেরা, মারজোরি ভেলাজকুয়েজ ও জেমস জিনারো। রেজুলেশনে বলা হয়, মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পৃথিবীতে নজির সৃষ্টি করেছে, তা পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠির জন্য অনুসরনীয়। ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন নিউইয়র্কবাসীর জন্যও বড় দায়িত্ব। এখানে যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রয়েছে তাকে উর্ধে তুলে ধরার জন্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে।

সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান জ্যাকসন হাইটসে ৭৩ স্ট্রিটকে বাংলাদেশ স্ট্রিট নামকরণের পাশাপাশি এলমহার্স্টে কুইন্স বুলোভার্ড ও ৫৫ রোডের কর্ণারটির নামকরণও করলেন দুর্ঘটনায় নিহত বাঙালী তরুণ 'আসিফ রহমান ওয়ে'। একই দিন নিউইয়র্ক সিটির যে ১২৯টি স্ট্রিটের নতুন নামকরণ করা হয়, তার মধ্যে একটি 'আসিফ রহমান ওয়ে'। আসিফ রহমান কুইন্স বুলোভার্ডের সার্ভিস রোডের ওপর মৃত্যুবরণ করেন ২০০৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী।

একই দিনে বাংলাদেশীদের জন্য তিনটি অর্জন। জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদের মর্যাদা সম্মুন্ন হলো। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তথা নিউইয়র্ক স্টেট ও সিটির প্রতি আমাদেরও দায়িত্ব বেড়ে গেল। এখানে যারা বাংলাদেশী আমেরিকান রয়েছেন তারা বটেই, তার বাইরেও সকল অভিবাসীর নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে। পৃথিবীব্যাপী বাংলাদেশিদের চেতনা, বীরত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা, শৃংখলাবোধসহ সকল ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে অবশ্যই এই নিউইয়র্ক শহরের স্বীকৃতি সবচেয়ে বড়। আমরা বিশ্বাস করি, এই নগর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের গভীরতা আরো বাড়বে। আমরা নিউইয়র্কের নাগরিক বা আমেরিকার অধিবাসীরা এদেশের সরকার বা সিটি কর্পক্ষের যে আন্তরিক মনোভাব দেখেছি, তা আমাদের জাতিগত মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই আমেরিকা ও নিউইয়র্কের স্বার্থকে নিজের করে দেখতে হবে।

এই শহরে অনেক অকৃতজ্ঞ জাতি ও মানুষ রয়েছে। আমরা তাদের মতো নই। আমরা জাতি হিসেবে কৃতজ্ঞ ও বিনয়ী। আমরা পারস্পারিক সম্পর্কের শক্তি সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত। আমরা একাত্ম থাকতে ভালোবাসী। সামষ্টিক শক্তির পক্ষে থাকতে ভালোবাসি।

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

আওয়ামী-বিএনপি'র রাজনৈতিক চৌর্যবৃত্তি

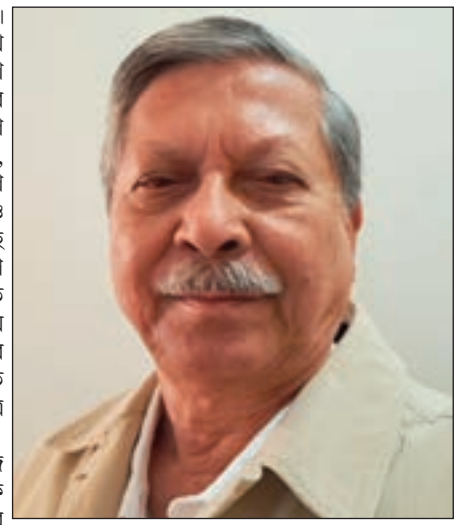
॥ সুব্রত বিশ্বাস ॥

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০টি আধুনিক মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন। ৫০টি মসজিদ স্থাপনই প্রধানমন্ত্রীর একমাত্র অবদান নয়। দেশে বেঙের ছাতার মতো মাদ্রাসা, মসজিদ তৈরি ও গড়ে ওঠার মূলে প্রধান কারিগর এবং অবদানের দাবিদার যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একথা মানতেই হবে। তাই উদ্বোধন করে বলেছেন, ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ গড়ে তোলে সমাজ ও দেশ থেকে ঘুষ, দুর্নীতি অন্যায় ও সন্ত্রাস দূর করাই তাঁর লক্ষ্য। এজন্য মসজিদের ইমামরা খুতবা পড়ানোর সময় ইসলামের মূল্যবোধ, আদর্শ ও আদেশ উপদেশের বয়ান তারা করবেন। প্রশ্ন হলো, দেশের মসজিদগুলোয় যেসব ইমামরা নিয়োগ পান, কোথায় তাদের শিক্ষাপ্রাপ্তি, কি মূল্যবোধে তারা গড়ে ওঠেন আমরা সবাই জানি। পাশাপাশি কেমন শিক্ষায় তারা উজ্জীবিত, কিরূপ লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত, প্রায়শঃ মসজিদ মাদ্রাসায় সন্ত্রাসের প্রশ্রয় ও অনৈতিক কর্মকান্ড প্রায়ই তাদের ভূমিকা ও কর্মকান্ড আমরা লক্ষ্য করে থাকি। ইতিপূর্বে এসব প্রতিষ্ঠানে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় ধর্মশালা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত এসব ইমামরা যখন মূল্যবোধের কারিগর হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে কিরূপ মূল্যবোধ গড়ে উঠবে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বলা বাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের কোথাও কি বলা আছে, মুক্তিযুদ্ধে কি প্রতিশ্রুতি ছিল, মুক্তিযুদ্ধের নীতি আদর্শে কোথাও কি উল্লেখ আছে, সরকার মসজিদ মন্দির তৈরি করে দেবে। ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করবে। যদি তাই হয় তাহলে পাকিস্তান ভাঙার প্রয়োজন ছিল কি? না, ছিল না, ধর্ম, রাষ্ট্র ও রাজনীতির বাইরে থাকবে, রাজনীতিতে ধর্মের প্রচার থাকবে না এটাই কমিটমেন্ট ছিল। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার, সরকার সকল ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা দেখভাল করবে। বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের স্থপতি এবং বর্তমান সরকার কেউই মুক্তিযুদ্ধের কমিটমেন্ট রক্ষা করেননি, কথা রাখেননি। প্রথমে দেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পথ দেখালেন। বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও কমিটমেন্টের বিপরীতে হাটতে শুরু করেন। সমগ্র দেশের জনগণের সেন্টিমেন্টকে উপেক্ষা করে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানে চলে গেলেন। ইসলামী বোর্ড গঠন করলেন। জুলফিকার আলী ভূট্টোকে এনে লাল গালিছা সম্বর্ধনা দিলেন। ৭৩-এর নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন সিলেটে শাহজালালালের দরগায় জিয়ারতের মধ্য দিয়ে। এছাড়া একথাও বললেন, আমি বাঙালী তবে আমি একজন মুসলমানও বটে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে চালিত করার প্রয়াস শুরু হয়।

পচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর নির্ধারণ করা উচিত ছিল রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ কোন পথে এগবে। কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া হলো না। ধর্ম ও মৌলবাদের সাথে আপস সম্পর্ক করেই দেশ এগিয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ধর্ম, ধর্মান্ধতা টিকতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও না। ধর্ম ও ধর্মান্ধতা টিকে আছে সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায়। তাই রাজনীতি প্রবলভাবে ধর্মাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। সমাজ চরমভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। রাজনীতি হয়ে উঠেছে কেবলমাত্র ক্ষমতার অনুসারী।



ষাটের দশকে নাগরিক সমাজ সক্রিয় ছিল, নাগরিক সমাজকে শ্রদ্ধা ও ভয় করে চলতে হতো রাজনীতিবিদদের। এখন সমাজে ধর্মকে সুপ্রীম করে নেওয়া হয়েছে। সমাজে কিভাবে ধর্ম টিকবে সেজন্য সরকার নাগরিকদের আস্থা, আনুকুল্য বিতরণ করে পক্ষভুক্তি করার জন্য। আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম লীগের অনুকরণ ছিল। ৫৫ সালে প্রগতিশীলদের প্রভাবে তখনকার অবস্থায় মুসলিম শব্দ রহিত হলেও এখন আওয়ামী লীগ পূর্বের অবস্থানে ফিরে গেছে। মুসলিম লীগ পাকিস্তান এনে ভেবেছিল সারা জীবন শাসন করবে- আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীন করেছে তাই তাদের ধারণা সারা জীবন দেশ শাসন করবে।

আসা যাক সাম্প্রতিক বিএনপি নেতাদের বক্তব্য প্রসঙ্গে। গয়েশ্বর রায় তাচ্ছিল্য করে বলেছে, স্বাধীনতা অপরিকল্পিত, বাইচান্স অর্থাৎ ঘটনা চক্রে এসে গেছে। তার আগে বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে বলেছে, নির্বোধ বেয়াক্কল বুদ্ধিজীবীরা অহেতুক প্রাণ দিয়েছেন। যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ হয়নি। ২৫ মার্চের আগে আলোচনা যদি মিলে যেত তবে পাকিস্তান ভাঙতো না ইত্যাদি। মীর নাসির উদ্দিন বলেছে, গোলাম আযমকে কোর্ট নাগরিকত্ব দিয়েছে। এর সাথে জেনারেল জিয়ার হাত ছিল না। গয়েশ্বর রায়ের বক্তব্য সম্পর্কে মীর নাসির উদ্দিন ও হাবিব রহমান বলেছে, গয়েশ্বর রায় যেসব মন্তব্য করেছেন আমি বা আমরা তা বিশ্বাস করিনা। কারণ তিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবীদ এমন মন্তব্য তিনি করতে পারেন না। সুতরাং বিষয়টি যাচাই বাচাই করে দেখতে হবে। আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, পুরনোকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করে লাভ নেই, নতুন সংবিধান লিখলেই লেটা চুকে যাবে। আজিজুল বারী হেলালী বলেছে, বাংলাদেশের জন্ম হয় নাই ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা নিয়ে।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে এমনসব বিতর্কিত বক্তব্য যারা দেয় বা দিতে পারে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে কিনা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। একথা অনস্বীকার্য বিএনপির জন্ম সেনা ক্যান্টনমেন্টে। যাদের নিয়ে দল গঠিত, তাদের সবাই স্বাধীনতাবিরোধী পরাজিত শক্তি। জামায়াত-মুসলিম লীগ-নেজামে ইসলামের অনুসারীদের শীর্ষ নেতা। অর্থাৎ বিএনপি গঠিতই হয় মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত খুনীদের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার অভিযোগে নাগরিকত্ব হারানো প্রধান অপরাধী গোলাম আযমকে নিয়ে আসা হয় পাকিস্তান থেকে। জিয়ার মৃত্যুর পর এরশাদ একই পথ অনুসরণ করেছে। কিন্তু তখনও স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং আন্দোলন চলমান থাকায় বিএনপি আজকে যেসব বক্তব্য দিচ্ছে সেদিন সে সুযোগ ও সাহস ছিল না। বরং এরশাদের পতনের পর স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির চাপে পড়ে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান চাপিয়ে রেখে গণতান্ত্রিক ধারায় অবস্থান নিতে দেখা যায়। কিন্তু ২০০১-এ বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে পুনরায় তাদের জন্মকালীন অবস্থান ও চরিত্রে ফিরে যায়।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে, ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার এসে ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এসব মন্তব্য করার ঔদ্ধত্য কোথা থেকে পেল। প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সেই অনুভূতির জায়গায় আছে কি। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের অমিমাংশিত অনেক বিষয় ঝুলিয়ে রেখেছে। বাহাত্তরের সংবিধান পুনর্বহালের জন্য আদালত রায় দেওয়া সত্বে আওয়ামী লীগ রায় কার্যকর করেনি। অধিকন্তু ক্ষমতায় থাকার অনভিপ্রেত উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখতে আপস করেছে। তারই অংশ হিসেবে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেনি, করছে না। বার বার জাতির পক্ষ থেকে দাবী উঠা সত্বে টালবাহানা চলছে। আইনমন্ত্রী বহুদিন আগে বিষয়টি সংসদে তোলার কথা বলে জনতার মুখে মূলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ জামায়াতের সৎ ভাই হেফাজতের সাথে তারা হিল্লা বিয়ে করে আছেন। তাই নতুন করে জামায়াত নিষিদ্ধের দাবি উঠলে পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়।

এই সুযোগ নিচ্ছে এখন বিএনপি ও তার এলি সংগঠনগুলো। বিএনপির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, খুন-হত্যা-ধর্ষণ, সন্ত্রাস এবং অপরাজনীতির যে অপবাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছিল, এখন বিএনপি একই অপবাদ দিয়ে বাজিমাত করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতারা এমন সব অযৌক্তিক অবাস্তব বাগাড়ম্বর বক্তব্য দিয়ে চলেছেন যা বাস্তবতার সাথে কোনও মিল বা সম্পর্ক নেই। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দেশে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকা গণতন্ত্রের জন্য দেশের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্বলতা উল্লেখ করে বলেন ৫৪টি দল একজন শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে। বলেছেন, এতে কি হবে? ঘোড়ার ডিম পাড়বে। ৫৪টি বিরোধী দল ৫৪টি ডিম পাড়বে।

যুগ্ম সম্পাদক হাসান মাহমুদ বিএনপির আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন, বিএনপি একবার আন্দোলন করার পর বলে যে শীতের পরে আন্দোলন হবে, গ্রীষ্মের পরে হবে, বর্ষার পরে হবে, বার্ষিক পরীক্ষার পরে হবে। দলটির বর্তমান কর্মসূচি একটি বিফল আন্দোলনের ধারাবাহিকতা বলে তিনি মন্তব্য করেন। যদি তাই হয় তাহলে বিএনপি'র কর্মসূচী ও আন্দোলনের দিনে কেন পাল্টা সমাবেশ করতে হয়, বিএনপির সমাবেশের সময় কেন অঘোষিত পরিবহন ধর্মঘট ডাকতে হয়, সে প্রশ্নও উঠেছে। প্রশ্ন আসে এত দুর্বল বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এত যুদ্ধংদেহী সাজ, ধর্মঘট তাহলে কেন। অবশ্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা বিরোধী দলের চলমান আন্দোলনকে শুরু থেকেই কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলে আসছেন। ক্ষমতাসীন দলের মানসিকতাই দেশে শক্তিশালী বিরোধী গল গড়ে না ওঠার অভিযোগ অনেকের। একইভাবে উন্নয়নের নামে গণতন্ত্রকে শিকোয় তুলে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের ভোটচুরি আওয়ামী লীগের জন্য বুমেরাং হয়েছে। এমতাবস্থায় আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রধান এলি আমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের ভূমিকা কি হবে সেটাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, কলাম লেখক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

(৪৪ পাতার পর)

ভাষা হবে বাংলা। হবেই এই দেশে জন্মগ্রহণ করা ছেলে-মেয়েরা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা বলতে পারবে। বাংলা হউক প্রতিটি ঘরে ঘরে আমাদের পরিবারের ভাষা।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অফ আমেরিকা

নিউইয়র্কের কুইন্সের তাজ মহল পার্টি হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক'র উদ্যোগে সম্মিলিত শহীদ দিবস ও মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উদযাপিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিমের পরিচালনায় আলোচনা সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন সংগঠনের বোর্ড অফ ট্রাস্টি অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বদরুন নাহার খান মিতা, ছদরুন নূর, সাবেক বাংলদেশ সোসাইটি সভাপতি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অফ আমেরিকা ইনক'র সাবেক সভাপতি ও সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি আজমল হোসেন কুনু, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অফ আমেরিকা ইনক'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবাহ মজিদ, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি সভাপতি তোফাজল হোসেন আহমেদ ও হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনক সভাপতি মোঃ আজদু মিয়া তালুকদার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হোসেন আহমেদ। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের ক্লোজআপ শিল্পী রাজিব।

সূচনাতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব জাহিদ আহমদ খান, প্রধান সম্মানকারী সংগঠনিক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, সভাপতি শফিউদ্দিন তালুকদার, সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন, সাবেক সাহিত্য সংসদের সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএস-ইনকের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক মাহবুব, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি এর সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, প্রফেসর কামাল চৌধুরী, লাখাই উপজেলা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ টিপু, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক এর সাবেক সভাপতি বশির উদ্দিন, বিশিষ্ট কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আবদুল আহাদ, রিয়েলটর সাইফুর খান হারুন, কমিনিটি এক্টিভিস্ট শাহান খান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অফ আমেরিকা ইনক'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেড চৌধুরী জুয়েল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক সোসাইটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ রুহুল আলী, সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম, জিল্লুর রহমান খান সদস্য শাহিন হাসানাত, জিল্লুর রহমান, এমদাদ আহমদ, কয়েস আহমদ ও রোকন আহমেদ, জালাবাদের সাবেক সভাপতি সাব্বির হোসেন, সৈয়দ নোমান, জোসেফ চৌধুরী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, লাখাই উপজেলা



এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক'র সহ সভাপিত সিদ্দিকুর রহমান, কমিনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নাজমুল গনি, বি ডি ফ্রেশ সুপারমার্কেট এর শত্বাধিকারী আবু চৌধুরী, তরুণ ব্যবসায়ী আনজু খান, সাফাত আহমেদ, নাজমুল আলম, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ জনাব হারুন মিয়া, কিনু চৌধুরী, জনাব দুদু মিয়া, আই হোপ প্রিন্টিং এর স্বত্তাধিকারী বদরুজ্জা সাগর আহমেদ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক ফয়েস মিয়া, আব্দুল হান্নান দুখু, এটিএম তালহা, আব্দুল হামিদ, আব্দুর নূর, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাব্বির উদ্দিন, এমদাদুল হক দুদু, সায়েদ আহমেদ, সাংবাদিক মিসবা উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রাত ১২.০১ ঘটিকায় শহীদের প্রতি পুস্পস্তবক প্রদান শুরু হয়। প্রথমে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অফ আমেরিকা ইনক-এর সভাপতির নেতৃত্বে কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অফ ট্রাস্টি পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর একে একে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনক, যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ ইনক, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অফ ইউএসএ ইনক, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক, ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গানাইজেশন ইউএসএ ইনক, ওসমানীনগর এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক, বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ ইনক, নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ ইনক, নবীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক, রাজনগর সোসাইটি ইউএসএ, লাখাই উপজেলা এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক, ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনক, খাসাড়ি পাড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক, গোলাবশাহ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক, বৈরাগী বাজার এসোসিয়েশন অফ ইউএসএ ও বাংলাদেশী ক্লাব সিটি কলেজ ইউএসএ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি সুব্রত চৌধুরী জানান, নিউজার্সী রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজে)-এর উদ্যোগে যথাযথ মর্যাদায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান একুশে' উদযাপিত হয়েছে।

'একুশ মানে মাথা নত না করা' এই প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনিতে রফিক, জব্বার, সালাম , বরকতদের মহান আত্মত্যাগের কথা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেছে আটলান্টিক সিটিতে বসবাসকারী প্রবাসী বাংলাদেশীরা। স্থানীয় ২৭০৯, ফেয়ারমাউন্ট এভিনিউর 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এর অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণের পূর্বে 'একুশের চেতনা' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

বিএএসজের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকার সঞ্চালণায় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন বিএএসজে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রফিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শাহরিয়ার আহমদ, জনসংযোগ সমপাদক মোঃ বেলাল হোসেন, যুগ্ম সমপাদক মোঃ মনিরুজামান, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রহিম, সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কুতুব উদ্দিন ইমরান, নিউজার্সী স্টেট বিএনপি (সাউথ) এর কার্যকরী সদস্য গিয়াস উদ্দিন পাঠান, বাংলাদেশ আমেরিকা লায়ন্স ক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সভাপতি শ্রী কনক রাউথ, বৃহত্তর নোয়াখালী এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ রানা কবির, আটলানটিক সিটি প্রেস ক্লাবের সাধারণ সমপাদক মোঃ শাহীন।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন রবিউল ইসলাম মাসুম। আলোচনা সভায় বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিচারণ এবং মায়ের ভাষার জন্যে বাঙালীর অকাতরে প্রাণ বিসর্জনের ঘটনাবলী উপস্থাপিত হয়। প্রবাস প্রজন্মে বাঙালী সংস্কৃতি জাগ্রত রাখতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিটি অভিভাবক তাদের দায়িত্ব পালনের সংকল্প ব্যক্ত করেন।

এরপর একুশের প্রথম প্রহরে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সী, বিএনপি অব নিউজারর্সী স্টেট সাউথ, সাউথ জারসি মেট্রো আওয়ামী লীগ,বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব অব আটলান্টিক সিটি, জাসাস, বৃহত্তর নোয়াখালী এসোসিয়েশন, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি সুব্রত চৌধুরী অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে।

এছাড়া তীব্র শীত উপেক্ষা করে ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে অস্থায়ী শহীদ মিনারের বেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। 'মহান একুশে'কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিনত হয়।

অপরদিকে কানাডা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের পেটারসনে, ক্যালিফোর্নিয়ার রাজ্যের লস এঞ্জেলেসে নির্মিত স্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা, টেক্সাস, মেরিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, মিশিগান, কানেকটিকাট প্রভৃতি রাজ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দপনায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে হয়রানি বন্ধ করা হবে

















(শেষের পাতার পর)

না কিভাবে স্বাধীন, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হয়, কিভাবে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ও স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স তৈরি করতে হয়। বাংলাদেশের এ ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই বিশ্বেও যেকোন দেশ চাইলে বাংলাদেশের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে। তিনি আরো বলেন, এমন দেশও আছে যে দেশের তরুণ সমাজের বড় অংশ ভোটে অংশ নেয় না, কোথাও কোথাও ভোট প্রদানের হার মোট ভোটারের চেয়ে অনেক কম সে দেশও আমাদের গণতন্ত্রের সবক দেয়- 'ইটস শেইম ফর আস'। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্রে সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন গত শুক্রবার জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস এর সাথে বৈঠক করেন। এ বৈঠকের আদ্যপান্ত জানাতে ঐদিন সন্ধ্যায় নিউয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ও নিউয়র্কের কনস্যুলেট জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এর আগে মন্ত্রী কনস্যুলেটে পৌছলে কনস্যুলেটের কর্তকর্তারা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবকে জানিয়েছেন যে, সুষ্ঠ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের পদ্ধতি ও কলাকৌশল নিয়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ। তিনি বলেন, বাংলাদেশ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা করেছে, যা বিশ্বের অনেক দেশের জন্য অনুকরণীয়। সেজন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনে বাংলাদেশের বিশেষ পারদর্শীতা রয়েছে। তাই সুষ্ঠ নির্বাচন আয়োজনের এ অভিজ্ঞতার আলোকে যেকোন দেশকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিতে বাংলাদেশও প্রস্তুত।

ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশে মিডিয়া অতিরিক্ত স্বাধীনতা চর্চা করে। তাই অনেক সময় আমাদের নির্বাচন নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়। এসব বিবেচনায় না নেয়ার জন্য তিনি জাতিসংঘ মহাসচিবকে অনুরোধ করেছেন বলে জানান।

এদিকে, বাংলাদেশের নির্বাচন এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে যখন দেশে-বিদেশে ব্যপক গুঞ্জন তখন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সুশীল সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন পরে কনস্যুলেট মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় প্রবাসীরা ভোটার হওয়া, জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের আসন সংরক্ষণ, দ্বৈত নাগরিকত্ব, এনআইডি, নিউইয়র্ক-ঢাকা রুটে বিমান চালু, ঢাকায় বিমানবন্দর ও জমিজমা বেচাকেনায় হয়রানী প্রভৃতি প্রসঙ্গ ও সমস্যার সমাধানের দাবী জানালে মন্ত্রী বলেন, এসব সমস্যার ব্যাপারে সরকার কার্যকরী পদক্ষে নিচ্ছে এবং সমাধানে প্রবাসীদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেন, বিগত ৫০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। আগামী ৫০ বছরে এই সম্পর্ক আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার করতে উভয় সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি আরো বলেন, প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ফলে দেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল তবে সবার সহযোগিতায় এই অবস্থা আরো সুদৃঢ় করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

বন্দুক সহিংসতায় বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র

(৫ পাতার পর)

চারজন বা তার অধিক নিহত হয়েছে সেটিকে গণহত্যার হিসাবে নেয়া হয়েছে।
বন্দুকের আঘাত প্রায়ই জীবনযাত্রা বা লাইফ স্টাইল পাল্টে দেয় এবং ভুক্তভোগীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এর মধ্যে কিছু স্থায়ী, আজীবন যত্নের প্রয়োজন পড়ে, অনেকে তাদের কাজ করার ক্ষমতা হারায়, বিশেষত শারীরিক চাহিদাযুক্ত চাকরিতে। উন্নত দেশ হলেও পর্যাপ্ত দীর্ঘমেয়াদি যত্ন, পুনর্বাসন এবং চাকরির পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রোগ্রামগুলোর কার্যত অস্তিত্বহীনতা নিয়ে ভুক্তভোগী পরিবারগুলো আন্দোলন করছে। বন্দুক সহিংসতার শিকার ব্যক্তি, পরিবারের সদস্য এবং চিকিৎসাসেবার ওপর যে প্রভাব পড়েছে তার ফলে দীর্ঘস্থায়ী জনস্বাস্থ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সরকারি সহায়তা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
বন্দুক সহিংসতা বিশেষত আমেরিকায় প্রচলিত যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রের সহজ অ্যাক্সে, দুর্বল নিয়ন্ত্রণ বা আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতা মোকাবেলার আইন প্রয়োগে দুর্বলতা বিদ্যমান। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে দুর্নীতি, সংগঠিত অপরাধ এবং একটি অকার্যকর ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা এই সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। বৈশ্বিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সংঘটিত হত্যাকান্ডের মধ্যে ব্রাজিলে ৭২ শতাংশ, এল সালভাদরে ৯১.১ শতাংশ, হন্ডুরাসে ৫৮.৯ শতাংশ যা উদ্বেগ প্রকাশ করে শেষ করার মতো নয়।
প্রতি বছর আট মিলিয়ন নতুন ছোট অস্ত্র এবং ১৫ বিলিয়ন রাউন্ড গোলাবারুদ উৎপাদিত হয়। ক্ষুদ্র অস্ত্র বাণিজ্যের পরিমাণ বছরে আনুমানিক ৮.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার।



আগ্নেয়াস্ত্র সহিংসতার একটি শক্তিশালী আর্থসামাজিক মাত্রা রয়েছে। এটি সাধারণত নিম্ন আয়ের শহুরে পাড়াগুলোতে উচ্চ স্তরের অপরাধের সাথে কেন্দ্রীভূত হয়। এর মধ্যে প্রায়ই অবৈধ মাদক পাচার, অপর্যাপ্ত পুলিশিং অন্তর্ভুক্ত থাকে যা মানবাধিকার ও আইন প্রয়োগের আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে না। কঠোরভাবে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ ও সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্প হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে পারে। বেসরকারি ব্যক্তিদের সহজে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকার বিষয়গুলো বন্দুক সহিংসতার আলোকে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। এখন এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আওয়াজ উঠেছে যে, লাইসেন্স ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করতে হবে। রাজ্যগুলোতে সব আগ্নেয়াস্ত্র নিবন্ধন করতে হবে এবং লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র রাখা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
একটি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নির্দিষ্ট মানদন্ড পূরণসাপেক্ষে হওয়া উচিত। বন্দুকের লাইসেন্স সময়-সীমাবদ্ধ হওয়া এবং অস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। প্রয়োজন ও বিশ্বাসযোগ্য যৌক্তিকতার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি কত অস্ত্র রাখতে পারবেন এবং তার ধরনও কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বছরের পর বছর ধরে চলা এ সহিংসতা থামানোর ব্যর্থতার পেছনে এসংক্রান্ত আইন পাস বন্ধে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাতা ও তাদের সমর্থকদের দায়ী করেছেন। সম্প্রতি তিনি কঠোর আইন প্রয়োগে চলমান বিক্ষোভকারীদের সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে হয়রানি বন্ধ করা হবে

(১৬ পাতার পর)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, মহামারী করোনার সময় ভ্যাকসিন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যে অবদান রেখেছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য প্রবাসীদেরও অবদান রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক পেশাজীবী বাংলাদেশী-আমেরিকান সেদিন উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ও দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখতে এবং বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীকে দেশে ফেরৎ পাঠাতে সোচ্চার হওয়ার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানান।
সভাটি সঞ্চালনা করেন কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। সভায় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির (একাংশ) সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বিশিষ্ট রাজনীতিক ডা. মাসুদুল হাসান, বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর খান ও ইসমাইল খান আনসারী এবং সাংবাদিক আমান উদ-দৌলা সহ অন্যান্যের মধ্যে আব্দুর রহীম বাদশা, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, আব্দুল হাসিব মামুন, কাজী কয়েস, অধ্যাপিকা শাহনাজ মমতাজ, মিসবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, কৃষিবীদ আশরাফুজ্জামান, সাখাওয়াত আলী, মোর্শেদা জামান, সাখাওয়াত হোসেন বিশ্বাস, মইনুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন।
সভায় কোন কোন বক্তা তাদের বক্তব্যে দেশে প্রবাসীদের জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ে খোদ আওয়ামী লীগ দলীয় এক শ্রেনীর সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে চরমভাবে হয়রানীর শিকার হচ্ছেন বলে মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। এতে মন্ত্রী ড. মোমেন খানিকটা বিব্রত হলেও এসব অন্যায়-অনিয়ম দূর করতে জমিজমা ডিজিটাল রেকর্ডেও আওতায় আনা হচ্ছে বলে ভুক্তভোগীদের আশ্বস্ত করেন।
সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক-এর প্রেসিডেন্ড ও সিইও মি. দেবশ্রী মিত্র, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির (একাংশ) সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, জ্যামাইকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



রাষ্ট্রীয় সঙ্কট ও উত্তরণের উপায়

॥ কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন ॥

যখন কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার না থাকে, ব্যক্তির মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না, জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করা হয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় তখন যে সঙ্কট তৈরি হয় তা রাষ্ট্রীয় সঙ্কট। ক্ষমতাসীনরা এ ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্ষমতায় থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে সাময়িক সফলতা অর্জন করে। এ প্রক্রিয়ার সরকার একক কর্তৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

সীমিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দিয়ে মূলত বল প্রয়োগ এবং একক কর্তৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি এক ধরনের এক-নায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা। যখন কোনো রাষ্ট্র এমন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যায় তখন সেটিকে রাষ্ট্রীয় সঙ্কট হিসেবেই দেখা হয়। সরকার যদি ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালনা করে তখন তা হয় সর্বাত্মক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সরকার কখনো আদর্শবাদী হয়, কখনো আদর্শহীন হয় আবার কখনো সাম্যবাদী বা ফ্যাসিবাদী হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ ব্যাপক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে একটি 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ইলেকশন করার প্রয়োজন হয়। অন্য কথায় একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ জন্য তিন ধরনের নির্বাচনকালীন সরকার হতে পারে।

যদি নির্বাচনকালীন ক্ষমতাসীন দল রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকে তাহলে তারা নির্বাচনী প্রচারকাজে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। অন্য দলগুলো প্রচারকাজে সমান সুবিধা পায় না। এ ব্যবস্থায় সাংবিধানিক পদে থেকে ব্যক্তি নির্বাচন করার বৈধ সুযোগ পায় এবং প্রশাসনযন্ত্রকে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করে। আমাদের মতো দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে লক্ষ করা যায়, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করে। তাই এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচন করলে জনসমর্থন সঠিকভাবে যাচাই হয় না।

বিশেষ ব্যবস্থায় যদি বহু দল নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা হয় তাহলে এখানে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ এদেরও নির্বাচন করার সুযোগ থাকে। এমপিরা স্বপদে বহাল থাকেন বলে নির্বাচনী ফলাফল তাদের অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা চালান। আর যারা এমপি নন কিন্তু নির্বাচনকালীন সরকারে রয়েছেন তারাও তাদের প্রার্থিতার সুযোগে নির্বাচনী ফলাফল নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একটি সমঝোতায় আসতে হয়। যদি দলগুলো কোনো সমঝোতায় না আসে তাহলে নির্বাচনব্যবস্থা অর্থহীন হবে।

দলবিহীন সরকারব্যবস্থায় এই সরকারের কোনো পদে থাকা ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে না বলে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য হয়। প্রফেসর ড. এস এম হাসান তালুকদার তার 'নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচ-নকালীন সরকারব্যবস্থা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'-শীর্ষক প্রবন্ধে আইনের জগতে তিন ধরনের নির্বাচনকালীন সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম হলো ইনকামবেন্ট সরকার (Incumbent Government)। এরা হলো তারা, যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং নির্বাচনকালীনও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই সরকারের রাজনৈতিক সদস্যরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে ও স্বপদে বহাল থাকতে পারে। বহুদলীয় সরকার (Many Parties Government)। এরূপ সরকারের রাজনৈতিক সদস্যরাও স্বপদে বহাল থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তৃতীয় হলো- নির্দলীয় সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার (Government)। ১৯৯৬ সালে সাংবিধানিকভাবে নির্দলীয় সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। রাজনীতিতে এর সুফলও ছিল। আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে পঞ্চম, ১৯৯৬ সালে সপ্তম এবং ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও নির্দলীয় নির্বাচনকালীন সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তবে এই সরকারকে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন 'জরুরি সরকার', ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব:) এম সাখাওয়াত হোসেন 'সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলে অভিহিত করেছেন। এই সরকারের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদ। প্রকৃতপক্ষে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেনা হস্তক্ষেপে নির্দলীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছিল। এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রধান শক্তিশালী রাজনৈতিক দল বিএনপি ৩০টি আসনে জয়লাভ করায় নির্বাচনের ফলাফল ব্যাপক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নির্দলীয় সরকারের অধীনেই গ্রহণযোগ্য হয় এটি বাংলাদেশে প্রমাণিত সত্য।

ভারতীয় উপমহাদেশে চার্বাক নামে এক দার্শনিক ছিলেন, তার প্রসিদ্ধ উক্তি হলো, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'- অর্থাৎ ঋণ করে হলেও ঘি খাও। কিন্তু ঋণ পরিশোধের চিন্তা তার ভোগবাদী নাস্তিক্যবাদী মাথায় ছিল না। অনুসারীদের তিনি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি শেষ করে এবং ঋণ করে আভিজাত্য ধরে রাখার বিপজ্জনক ও দায়িত্বহীন উপদেশই রেখে গেছেন।

আমাদেরও একই অবস্থা। বাহ্যিক ও চাকচিক্যময় উন্নয়নের কথা বলে আমরাও দেশের অর্থভান্ডার নাজুক করে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে বিপদে ফেলছি। বর্তমানে দেশের যে অবস্থা চলছে তা দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। দেশ অকার্যকর হয়ে পড়ার আশঙ্কাও করেন কেউ কেউ। এ অবস্থা থেকে মুক্তির দু'টি পথ রয়েছে। একটি হলো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অন্যটি হলো সরকার পরিবর্তন। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে হচ্ছে সরকার পরিবর্তন জন্য তিনটি উপায় রয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে, গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ লে. জে. হুসেইন মো: এরশাদ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

নির্বাচনের মাধ্যমে: বাংলাদেশের বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা শূন্য বলা যায়। কারণ বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ইনকামবেন্ট সরকারের অস্তিত্ব রয়েছে। বিভিন্ন মিডিয়ার তথ্য অনুসারে, এরা দুর্নীতিগ্রস্ত। ফলে পরবর্তীতে নিশ্চিত শাস্তি ভোগের আশঙ্কায় এরা ক্ষমতা ছাড়বে না। যেহেতু নির্বাচনকালীন সরকারে এরাই থাকবে সেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে এদের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। নির্বাচন হলেও এটা অগ্রহণযোগ্য ও অবিশ্বাস্য নির্বাচন হবে। ক্ষমতার পরিবর্তন হবে না।

গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন: দেশের বিদ্যমান সঙ্কটে জনগণ যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তখন জনগণ সরকার পতনের প্রত্যাশায় থাকে। এই অবস্থায় সরকার পতনের ডাক দেয়ার মতো একজন নেতার দরকার হয়। এই আন্দোলনের ডাক দেয়া নেতার আহবানে জনগণ যখন সাড়া দেয় তখন তা হয় গণ-অভ্যুত্থান। আন্দোলনের ডাক দেয়ার মতো নেতার তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথমত, তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপক জনসমর্থন থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি থাকতে হবে অথবা তাকে বুদ্ধি পরামর্শদাতাদের বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে; তৃতীয়, তাকে বাগ্মী হতে হবে-তাকে হতে হবে অনলবর্ষী বক্তা।

বর্তমানে সরকার পতনের যে আন্দোলন বাংলাদেশে চলছে তাকে গণ-অভ্যুত্থান বলা যাবে না। তবে এখানে যে নেতা রয়েছে তার ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। বহির্বিশ্বেও তার সমর্থন রয়েছে বা তাকে সমর্থন দেয়া গোষ্ঠীর বহির্বিশ্বে পরিচিতি রয়েছে। তার নেতৃত্ব রয়েছে নবীন, প্রবীণ ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বহির্বিশ্বেও সমর্থন আছে। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রধানতম রাজনৈতিক দল। এছাড়াও এই দলটি মূলত ২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রয়েছে। সরকারের শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সশস্ত্র বিভাগকে এরা নিজেদের মতো করে সাজিয়েছে। তাই সরকার হঠানোর জন্য গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দিলে সরকার তার আধাসামরিক বিভাগ ও সশস্ত্র বিভাগকে ব্যবহার করতে পারে। ফলে দেশ ভয়ঙ্কর সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতির দিকে যেতে পারে। এর পরও সরকারের পতন হলে বিক্ষুব্ধ জনগণ প্রতিশোধপরায়ণ হতে পারে। মোটের ওপর বলতে গেলে দেশ একটি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার মুখে পড়তে পারে, যা কাম্য হতে পারে না।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন: সামরিক অভ্যুত্থান হতে পারে দুই ধরনের। রক্তক্ষয়ী এবং রক্তপাতহীন। বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া ঘটনাটি ছিল রক্তক্ষয়ী। ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারই নিয়োগকৃত আর্মি প্রধান জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। এটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান। বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ লে. জে. হুসেইন মো: এরশাদ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। পাকিস্তানে জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ১৯৯৯ সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।

বাংলাদেশে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে অকার্যকর করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় তার পেছনে সেনা হস্তক্ষেপ ছিল তা বাস্তবে প্রমাণিত। এই সরকার ছিল রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের ফসল।

এসব আলোচনার পর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এখন কী করা দরকার তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। আমাদের ধারণা, রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি অবস্থান দেখা যাচ্ছে তার পরিবর্তে সমঝোতার পথে এগোতে না পারলে আমাদের পক্ষে ভয়াবহ পরিণাম এড়ানো কঠিন হবে।

লেখক: শিক্ষক, বিশ্লেষক



রমজানের প্রস্তুতির সময় এখনই

(শেষের পাতার পর)

থেকে অতিবাহিত করতেন এবং তার উম্মতকেও নফল ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহে আমরা শাবান মাসে প্রবেশ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে শাবান মাসের অনেক ফজিলত এবং বেশ কিছু করণীয়ও রয়েছে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর রাসূল (সা.) শাবান মাসের তারিখ এতটাই মনে রাখতেন; যতটা অন্য মাসের তারিখ মনে রাখতেন না।

শাবানের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখা গেলে পরের দিন রমজানের রোজা রাখতেন। আর সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবান ৩০ দিন পূর্ণ করে রমজানের রোজা শুরু করতেন।' (আবু দাউদ)।

পবিত্র রমজান মাস ছাড়াও অন্য মাসে মহানবি (সা.) নফল রোজা রাখতেন, বিশেষ করে শাবান মাসে তিনি নফল রোজা রাখাকে অনেক ফজিলত মনে করতেন। শাবান মাসের রোজার ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবি (সা.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল!

কোন রোজার ফজিলত বেশি? উত্তরে তিনি বললেন, 'রমজান মাসের সম্মানার্থে শাবান মাসে কৃত রোজার ফজিলত বেশি। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন দানের ফজিলত বেশি? উত্তরে তিনি বললেন, রমজান মাসে কৃত দানের ফজিলত বেশি।' (বায়হাকি)

হজরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! শাবান মাসে আপনাকে যত রোজা রাখতে দেখি, অন্য মাসে এত পরিমাণ রোজা রাখতে দেখিনি। অর্থাৎ আপনি কেন এ মাসে এত বেশি রোজা রাখেন? রাসূল (সা.) বলেন 'এটি এমন একটি মাস, যা রজব এবং রমজানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুটি মাসের মধ্যে পড়ে।

আর অধিকাংশ মানুষ এ মাসটি সম্পর্কে গাফেল থাকে। অর্থাৎ উদাসীন থাকে। যার ফলে তারা ভালো আমল করে না। তারা ভাবে, রমজান তো আছেই।' (নাসাঈ)।

হাদিস পাঠে আরও জানা যায়, শাবান মাস আসার আগেই মহানবি (সা.) দুহাত তুলে এ দোয়া পাঠ করতেন এবং সাহাবাদেরও পড়তে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজাবা ওয়া শাবানা ওয়া বাল্লিগনা ইলা শাহরি রমাদান' (মসনদে আহমদ)। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দাও এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

তাই এ মাসকে বলা হয় মাহে রমজানের আগমনী বার্তা। শাবান মাস, পবিত্র মাহে রমজানের প্রস্তুতির মাস। হজরত রাসূল (সা.) শাবান মাসে অন্য মাসের তুলনায় বেশি বেশি নফল রোজা, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজ আদায় করে মাহে রমজানের পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, 'মহানবি (সা.) কখনো নফল রোজা রাখতে শুরু করলে আমরা বলাবলি করতাম, তিনি বিরতি দেবেন না। আর রোজায় বিরতি দিলে আমরা বলতাম যে, তিনি মনে হয় এখন আর নফল রোজা রাখবেন না। আমি মহানবি (সা.)কে রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ একমাস রোজা পালন করতে দেখিনি। কিন্তু শাবান মাসে তিনি বেশি নফল রোজা রেখেছেন' (মুসলিম)। অপর একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, 'শাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাসে রাসূল (সা.) এত অধিক হারে নফল রোজা আদায় করতেন না' (বোখারি)।

রমজানের আগমনের জন্য মহানবি (সা.) দিনক্ষণ গণনা করতেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূল (সা.) শাবান মাসের (দিন-তারিখের হিসাবের) প্রতি এত অধিক লক্ষ রাখতেন, যা অন্য মাসের ক্ষেত্রে রাখতেন না। (সুনানে আবু দাউদ)। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবি করিম (সা.)-কে শাবান মাসের মতো এত অধিক (নফল) রোজা আর অন্য কোনো মাসে রাখতে দেখিনি। এ মাসের সামান্য কয়েকদিন ছাড়া সারা মাসই তিনি রোজা রাখতেন। (সুনানে তিরমিজি)।

স্রষ্টার পর মাখলুকের মধ্যে মহানবি (সা.)-এর স্থান প্রথম হওয়ার পরও তিনি রমজানের প্রস্তুতি হিসাবে আগে থেকেই রোজা রাখা শুরু করতেন। বিশ্বনবি (সা.) এ মাসে অধিকহারে নফল ইবাদত-বন্দেগি করতেন। এ সম্পর্কে হজরত আনাস (রা.) বলেছেন, মহানবিকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার কাছে মাহে রমজানের পর কোন মাসের রোজা উত্তম?' তিনি বললেন, 'রমজান মাসের সম্মান প্রদর্শনকল্পে শাবানের রোজা উত্তম' (তিরমিজি)।

মাহে রমজানে দীর্ঘ ৩০টি রোজা পালনের কঠিন কর্মসাধনা সহজভাবে আদায় করার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শাবান মাসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, আমরা যদি রমজান শুরু হওয়ার আগেই শাবান মাসে কয়েকটি নফল রোজা রেখে নিই তাহলে রমজানের রোজা রাখতে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। এ মাসে বিশেষ কিছু নফল আমল রয়েছে, যা আমল করলে আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি এবং জান্নাত লাভের পথ সুগম হবে। এছাড়া মোমেন মুত্তাকিরা বরকতপূর্ণ শাবান মাস থেকেই ইবাদতের একটি রুটিন তৈরি করে নেন যে, আগের রমজান থেকে আগত রমজানে কি কি নেক আমল বেশি করবে।

হাদিসে এসেছে হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, 'মহানবি (সা.)-এর প্রিয় মাসের একটি হলো শাবান। এ মাসে নফল রোজা আদায় করেই তিনি মাহে রমজানের রোজা পালন করতেন' (আবু দাউদ)।

তাই আমরাও যদি শাবান মাসে বেশি বেশি নফল ইবাদতে অতিবাহিত করি আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করতে শুরু করি, হে পরম দয়াময় আল্লাহ! তুমি আমাকে সুস্থ রাখ, আমি যেন আগত রমজানে আগের তুলনায় অনেক বেশি ইবাদত-বন্দেগি, দান-খয়রাত, কুরআন পাঠসহ সব পুণ্যকর্ম অধিকহারে করতে পারি। আমরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দনরত হয়ে দোয়া করি তাহলে তিনি আমাদের রমজানের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আল্লাহতায়ালা আমাদের তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট
e-mail: masumon83@yahoo.com

উবার ও লিফট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চালকদের ধর্মঘট

(প্রথম পাতার পর)

সদস্য এ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন।

লাগোডিয়া এয়ারপোর্ট এর পার্কিংলটে রোববার সকাল থেকে জড়ো হতে থাকেন ট্যাক্সি চালকরা। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে দাবি-দাওয়া লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে যান তারা। শ্লোগানে শ্লোগানে জমতে থাকে সমাবেশ। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীর সংখ্যা। চালকরা জানান, প্রতিটি রাইডে ৩০ থেকে ৫০ পার্সেন্ট কমিশন কেটে নেয় উবার ও লিফট। এটি সম্পূর্ণ অন্যায্য এবং রক্তচোষা নীতি বলে মনে করেন তারা। এছাড়া, তুচ্ছ কারণে বিনা নোটিশে ড্রাইভার একাউন্ট বাতিল করা হয়, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এছাড়া, প্রতিকূল আবহাওয়া সহ নানা কারণে যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হলেও এর ভাগ পান না চালকরা।

করোনা পরবর্তী নিউয়র্কে জীবনযাত্রার খরচ অনেক বেড়ে গেছে উল্লেখ করে চালকরা জানান, এ পরিস্থিতিতে উবার ও লিফটের কমিশন না কমালে তাদের বেঁচে থাকা কঠিন হবে।

ড্রাইভারদের এ আন্দোলনের সাথে সংহতি জানাতে সেখানে হাজির হন নিউয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জহোরান কে মামদানি, স্টেট সিনেটর জেসিকা রামোজ, স্টেট এসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা এবং সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণাণ। তারা বলেন, উবার ও লিফট এ আধুনিক যুগে প্রাচীন জমিদারী শোষন চালাচ্ছে। ড্রাইভারদের ঐক্যই এ আন্দোলনকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন তারা।

আন্দোলনকারীরা জানান, নিউয়র্কের ৫০ হাজার চালক এর পাশাপাশি সারাবিশ্বের লক্ষ লক্ষ রাইডার এ আন্দোলনের সাথে নৈকিতভাবে যুক্ত আছেন। যেকোন খারাপ পরিস্থিতি হওয়ার আগেই দাবী পূরণ করে নেয়ার আহবাণ জানান তারা।

ঝড়-বন্যায় বিপর্যস্ত ক্যালিফোর্নিয়া

(প্রথম পাতার পর)

শহরের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে তুষার জমে ভোগান্তি পড়েছে বহু মানুষ।

ভারী তুষারপাতে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আশপাশের মহাসড়কে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিমান উঠা নামায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় একই প্রচন্ড ঠান্ডার পূর্বাভাস রয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় বন্যা দেখা দিয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের পরিবহন বিভাগ।

ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলের সান ফ্রান্সিসকোর বাসিন্দাদের শনিবার রেকর্ডমাত্রার ঠান্ডার মুখোমুখি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া বিভাগ। রাজ্যের স্যাক্রামেন্টোর বাসিন্দাদের রোববার থেকে বুধবার পর্যন্ত ভ্রমণ এড়াতে সতর্কতা জারি করেছে জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা। টুইটারে বিবৃতিতে সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ভারী তুষার ও ঝড়ো বাতাসের কারণে গাড়ি চলাচলে বিপজ্জনক হতে পারে।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ৫

(প্রথম পাতার পর)

ফ্লাইট এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে কেয়ার ফ্লাইট লিখেছে, দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সবাই মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে সেন্ট্রাল লিয়ন কাউন্টির ফায়ার সার্ভিস। নিহতদের পরিবারকে বিষয়টি দ্রুত জানানো হচ্ছে। লিয়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাত ৯টা ১৫ মিনিটে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। ১১টা ১৫ মিনিটে তাদের কাছে খবরটি পৌঁছায়। তবে, কী কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত, বিমানটি ছিল রেমসা হেলথের। জরুরি চিকিৎসা সেবায় কাজ করে এ সংস্থাটি।

ঐকমত্য ছাড়াই শেষ হলো জি-২০

(প্রথম পাতার পর)

পশ্চিমা দেশগুলো জি-২০কে অস্থিতিশীল করে তুলছে। চলতি সপ্তাহে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত অবসানে শান্তি পরিকল্পনা প্রকাশের পর এ ঘটনা ঘটল। জি-২০ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থমন্ত্রীদের নিয়ে ভারতের বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার এ বৈঠক শুরু হয়। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটসহ ইউক্রেন ইস্যুতে নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন অর্থমন্ত্রীরা। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন রুশ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একই অধিবেশনে 'ইউক্রেনের বিরুদ্ধে বেআইনি এবং অন্যায় যুদ্ধের' নিন্দা জানান। পাশাপাশি ইউক্রেনকে সমর্থনে এবং মস্কোর যুদ্ধ থামাতে জি-২০ দেশগুলোকে আরও পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

রাশিয়ার ওপর দোষ চাপানো 'অসুস্থ' মানুষের কাজ: ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

জোরদার করেছে বলেও উল্লেখ করেছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গ্লেন বেক-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুক্রবার এমন মন্তব্য করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, কিয়েভকে সম্ভবত দেড় হাজার কোটি ডলার দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইউরোপ তেমন কিছুই দেয়নি। আমেরিকার ওপর 'পূর্ণ কর্তৃত্ব' জোরদার করেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম আরটি জানিয়েছে, সাক্ষাৎকারে গত বছরের অক্টোবরে নর্ড স্ট্রিম পাইপলাইনে হামলার বিষয়েও কথা বলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট। ওই হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করেছে ইউক্রেন ও তার পশ্চিমা মিত্ররা। বিপরীতে ইউক্রেন ও তার মিত্রদের দায়ী করছে রাশিয়া।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পাদ্রি

(প্রথম পাতার পর)

নিজের নামকরণ করেছেন আব্দুল লতিফ। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে ফাদার হেইগির ইসলাম ধর্মগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন সংবাদমাধ্যম মিডিয়ামের এক প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে। ইসলাম বিষয়ে ফাদার হিলারিয়ান হেইগির আগ্রহ অনেক পুরনো। আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে হেইগি একইসঙ্গে মুসলমান এবং খ্রিস্টান হিসেবে পাদ্রির দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করেছিলেন। তবে তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। সম্প্রতি তিনি এক ব্লগ পোস্টে তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তিনি আবারও ইসলামে ফিরে আসার অনুভূতির সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'তার ইসলাম গ্রহণ মূলত আবারও ইসলামে ফিরে আসার মতো।

অনুসন্ধান চেয়ে ব্যারিস্টার সুমনের রিট

(প্রথম পাতার পর)

বাড়ি কেনার বিষয়ে অনুসন্ধানের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক গোলাপ ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে নিউইয়র্কে এসব বাড়ি কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারী) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় জনস্বার্থে এই রিট দায়ের করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন। রিট আবেদনের বিষয়টি ব্যারিস্টার সুমন নিজেই জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

রিটে প্রধান নির্বাচন কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, এনবিআরের চেয়ারম্যান ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে। রিটে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মো. আবদুস সোবহান মিয়ার (গোলাপ) নিউইয়র্কে ৪০ লাখ ডলার বাড়ি কেনার বিষয়ে প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে চলতি সপ্তাহে শুনানি হতে পারে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট বা ওসিসিআরপি'র ওয়েবসাইটে করা একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, মো. আবদুস সোবহান মিয়া ২০১৪ সালে প্রথম নিউইয়র্কে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা শুরু করেন। ওই বছর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় একটি সুউচ্চ ভবনে অ্যাপার্টমেন্ট কেনেন তিনি। পরের পাঁচ বছরে তিনি নিউইয়র্কে একে একে মোট ৯টি প্রপার্টি বা সম্পত্তির (ফ্ল্যাট বা বাড়ি) মালিক হন। এসব সম্পত্তির মূল্য ৪০ লাখ ডলারের বেশি (ডলারের বর্তমান বিনিময় মূল্য অনুযায়ী প্রায় ৪২ কোটি টাকা)। বিষয়টি নির্বাচনী হলফনামায় তিনি উলেখ করেননি বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মো. আবদুস সোবহান মিয়া ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মাদারীপুর-৩ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলনে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকের পদ পান। তিনি দলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদকও ছিলেন।

ওসিসিআরপির করা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে পাঁচটি কনডোমিনিয়াম কিনেছিলেন আবদুস সোবহান। সে সময় ওই সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় ২৪ লাখ ডলার। এ ছাড়া আশপাশের ভবনগুলোতে ৬ লাখ ৮০ হাজার ডলার মূল্যের তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিলেন তিনি। নিউইয়র্কে কেনা এসব সম্পত্তির নথিপত্র বলছে, সম্পত্তিগুলো নগদ অর্থে কেনা হয়েছিল। এগুলোর মালিকানায় রয়েছেন তার স্ত্রী গুলশান আরাও।

যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম প্রার্থনায় বাইডেন প্রশাসনের

(প্রথম পাতার পর)

সিকিউরিটি (ডিএইচএস) এবং ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিস (ডিওজে)। এর মধ্যে অ্যাসাইলামের আবেদনগুলো আদালতে দ্রুত বিবেচনার প্রতিশ্রুতি অন্যতম। গত ২৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দেয়া এই প্রস্তাবে অবৈধ পথে বিশেষ করে দেশটির দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশকারী অ্যাসাইলাম প্রত্যাশীদের শুরুতেই অনুপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলেও জানিয়েছে ডিপার্টমেন্ট দু'টো।

ডিওজে এবং ডিএইচএস বলেছে- প্রস্তাব অনুযায়ী, নানা সমস্যায় জর্জরিত ইমিগ্রেশন সিস্টেম পুনর্গঠনে কংগ্রেসের কোন তৎপরতা না থাকায় সাময়িক এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। সিডিসি আরোপিত টাইটেল ৪২ শীর্ষক পাবলিক হেলথ অর্ডারের মেয়াদ শেষে নতুন এই প্রস্তাব কার্যকর করা হবে। আগামী মে মাসের ১১ তারিখ সিডিসি'র ওই আদেশের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অভিবাসী সংকট মোকাবেলায় কংগ্রেস কোন উদ্যোগ না নিলে আগামী ২৪ মাস দক্ষিণ সীমান্তে অ্যাসাইলাম প্রত্যাশীদের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন এই কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

বাইডেন প্রশাসনের নতুন অভিবাসন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হচ্ছে বলে ডিএইচএস সেক্রেটারি আলেহান্দ্রো মায়োর্কাস জানিয়েছেন। তবে এই প্রস্তাব সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত জানার অপেক্ষায় রয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড। আগামী ৩০ দিন ফেডারেল রেজিস্ট্রারে এই প্রস্তাবের বিষয়ে সাধারণ মানুষ তাদের মতামত জানাবার সুযোগ পাবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে গণহারে আনডকুমেনটেড লোকের অনুপ্রবেশের ঘটনায় দেশজুড়ে চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সংশয় আর মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। সমালোচিত হচ্ছে বাইডেন প্রশাসনের অভিবাসন নীতি। পাল্টা-পাল্টি তর্ক-বিতর্ক আর সমালোচনা চলছে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের মধ্যে।

চীনা ল্যাব থেকেই করোনা ভাইরাসের

(প্রথম পাতার পর)

মিডিয়ায় রোববার (২৬ ফেব্রুয়ারী) প্রকাশিত এক বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট নিয়ে ব্যাপক হৈচৈ শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ডিপার্টমেন্ট বলছে যে, চীনা ল্যাবরেটরী থেকেই 'করোনা ভাইরাস'-এর উৎপত্তি হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কোভিড ল্যাব ফাঁসের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে এত ধীর গতি ছিল তা এখন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কেননা, আসল তথ্যটি জনসমক্ষে প্রকাশ হওয়া উচিৎ। যদিও বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড-১৯ এর উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকবে, এখনো বিতর্ক চলছে। তবে মূল ঘটনা জানা দরকার বলে অভিমত রয়েছে। ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজি এবং ইকোহেলথ অ্যালায়েন্সের গবেষকদের একটি দল করোনাভাইরাসের জন্য নমুনা দেওয়ার জন্য বাদুড়কে সমগ্র চীনের গুহায় আটকে রাখে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়। একটি গবেষণায় তত্ত্বটিকে 'চীনা বিরোধী বর্ণবাদ' এবং 'বিষাক্ত সাদা পুরুষত্ব' এর উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

চিত্রে জয় বাংলাদেশ ইনক'র আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন























Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY





ইউএস কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মীক্স'র সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেনের বৈঠক

বঙ্গবন্ধু'র খুনী রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে দ্রুত ফেরত পাঠানোয় সমর্থন কামনা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপির সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন এ্যাফেয়ার্স কমিটির র‍্যাংকিং সদস্য কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মীক্স এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৩টায় নিউইয়র্কে কংগ্রেসম্যানের অফিসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (জাতিসংঘ) তৌফিক ইসলাম শাতিলসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠককালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কংগ্রেসম্যানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন আজ বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের চলমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার উপর আলোকপাত করে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার যে অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে তা কাজে লাগানোর মাধ্যমে দু'দেশের বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করার বিষয়ে কংগ্রেসম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কংগ্রেসম্যান মীক্স বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের 'বন্ধুরাষ্ট্র' হিসেবে আখ্যায়িত করে দু'দেশের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো জোরদার হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেন বাংলাদেশ সরকারকে রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবেলায় মানবিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ও বাংলাদেশে সাময়িক আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের স্বদেশে নিরাপদ প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আই-নপ্রণেতাগণকে আহবান জানান।

কংগ্রেসম্যান মীক্স জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ও বাংলাদেশে সাময়িক আশ্রয়গ্রহণকারী বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. মোমেন 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত পলাতক খুনী রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে দ্রুত ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে কংগ্রেসম্যানের সমর্থন কামনা করেন। এছাড়াও র‍্যাবকে জঙ্গীবাদ, সহিংস চরমপন্থা, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও মানব পাচারসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ও নির্মূলে দীর্ঘদিন যাবৎ একটি অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকরী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে উল্লেখ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী র‍্যাবের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একযোগে কাজ করবে মর্মে অবহিত করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রী গণতন্ত্রকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ভিত্তি উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনঃব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী কংগ্রেসম্যান গ্রেগরী মীক্স কে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে এ বিষয়ে তিনি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। পারস্পরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 27 // 2023 বিজ্ঞাপন 25



নিউইয়র্কে জয় বাংলাদেশ ইনক্ এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বিশ্বনেতা



যে জাতি ভাষা আন্দোলন করে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা নয় শুধু, সেই আন্দোলনের সোপান ধরে ধরে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, সেই রাষ্ট্র সারাবিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র অনন্য এক মর্যাদার আসনে, নেতৃত্বের আসনে। আমাদের চেয়ে অনেক বৃহদাকার রাষ্ট্র থাকতে পারে, হাজার কোটি গুণ সম্পদের মালিক হতে পারে, কিন্তু মানবতার প্রশ্নে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি অর্জনের প্রশ্নে, মাতৃভাষার জন্য লড়াই করে রক্ত দেয়ার প্রশ্নে, অঙ্গীকারের প্রশ্নে আমরা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভাষীরাই নেতৃত্ব দান করছি। আমরাই নেতা। জাতিসংঘ তথা ইউনেস্কো আমাদের সেই মর্যাদারই স্বীকৃতি দিয়েছে।

.....বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, সেক্টর-১

জয় বাংলা জয় বাংলাদেশ

জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA COPAP

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity

সাহিত্য সাময়িকী

অন্ধের চোখ
আশরাফ আহমদ

অন্ধ লোক
তবু তার দূরদৃষ্টি ছিল
হঠাৎ হাত ফসকে বাইনোকুলার
যেন গ্যালাক্সি ঝুরঝুর
যেন উল্কাপাত
শিলাবৃষ্টি যেন
যেন সব শেষ
যেন দ্বিধায়
জীবন্মৃত
যেন থেমে গেছে
গড়ানো পাথর থেকে ধার করে গতি
যেন এ ঝর্ণার চোখ
তাক করে সমুদ্রের ফণা
আপাতত
প্রমত্ত লীলায় রেস-এ
চুপিচুপি সবার পেছনে
ক্রাচে
স্থিতধী কচ্ছপ
যেন কিছুই হয়নি
অন্ধকার হেসে ওঠে বুকে
যেন সব ঠিকঠাক আছে
অতোটা নির্লিপ্ত মুখে
এলায়িত অবসাদ
পাহাড়ে হেলান দেয়
যেন সব হবে
বিশ্বাসের ফুলে লাগে সুদূরের হাওয়া
যেন সবে শুরু
চঞ্চল চলিষ্ণু চোখ মহা পথে নামে
এইতো অন্ধের চোখে জ্বলে ওঠে বাতি ।

প্রেমহীন পদ্য
আশরাফ হাসান

মূলত মানুষ একা
পাতাঝরা ঝড়ো রাতে
প্রেরণার পালক খসে গেলে
স্বার্থের সংঘাতে ।

০২
বোধের বাড়িতে আগুন
দিগন্তে ফসলের লাশ
কী করে বুঝাবো আমি
এ-যে রূপালি সন্ত্রাস!

০৩
আমার আমিকে দেখি না
দীপ জ্বেলে এই দীলে
তোমার যাওয়া-আসা তাই
নীড়হারা এই নীলে ।

যেভাবে তোমাকে পেলাম
নাসরীন নঈম

তুমি আমার প্রিয় সন্তান
তোমাকে অন্ধকার জঠরে লালন করে
আমি হয়েছি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জননী
মাঘের আসন্ন সন্ধ্যায় কুয়াশায় ঢাকা প্রচ্ছদে
সন্ধ্যাতারার মত আমার আঁচলে গাঁথা
স্মৃতিতাড়িত রজনী তুমি বর্ণমালা ।

শব্দস্রোত ছিন্ন করে জেগে ওঠে মৌনরাত
একটি নক্ষত্রও জানে হৃদয়ে আমার
স্বরবর্ণের কি ভীষণ আলিঙ্গন
পাখি ও বাতাসের চেয়ে দ্রুত উড়ে যায় ।

ছেদনের বলিষ্ঠ কুঠার হাতে একদিন
একসাহসী বালক যখন এগিয়ে গেলো
অন্য এক মধ্যবয়সী বৃক্ষের কাছে
আমি নতজানু হলাম
তোমার দীপ্রদোরে প্রভু,

আমার বর্ণকে সূর্যসম শক্তি দাও
আমি পৃথিবীর তাবৎ মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠতম জননী হবো
একাকী কষ্টের বিকেল ভেঙেচুরে তোমাকে পেলাম বর্ণমালা ।

অন্তর যাত্রা
আলম মাহবুব

তোমার তুমি আমার হলো না
উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে সময় গেল ।
চোখে চোখে চোখ রেখে
সময়ের পীড়িতে
সোজাসুজি দাঁড়ানো হলো না ।

আগুন জ্বলেছে-
রুদ্র বৈশাখ ভেঙ্গেছে গাছের ডাল
বিরহী যক্ষের বসন্ত আসে না ।
তোমার না হয় এক আকাশ আলো
রাত্রির গভীরতা আমার-

শূন্যতায় ঝরা পাতার নিঃশব্দ কোলাহল
তোমার অন্তরে যাত্রা নিরন্তর ।

দুখিত স্বপ্ন
আদ্যনাথ ঘোষ

বিচিত্রগামী দুঃখিত স্বপ্ন ভাঙ্গে উন্মুক্ত উদ্যান আর
বহুদূরে অশ্রুসিক্ত ঈর্ষাক্ষুব্ধ হাসি, প্রান্তরের স্নেহসিক্ত ফণা ।
যেন উবু হয়ে পড়ে আছে আত্মার দিগন্ত- সেই ফিসফিসানি, সেই
যুক্তিহীন পচা গন্ধ, অস্পষ্ট স্মৃতির ব্রত নিয়ে ভেসে আসে
ক্ষমার চেয়ে আরো অধিক ক্ষমায়, পুণ্যের চেয়ে আরো অধিক পুণ্যে,
চমকের চেয়ে আরও অধিক চমকিত দীর্ঘশ্বাস-
আমার সেই দুঃখিত স্বপ্নের উদ্যানে ।

বদলা নেবো
কাজী আতীক

বদলা নেবো-
দেবো অনামিকায় অঙ্গীকারের হীরে!
ফিরিয়ে নেবো আলিঙ্গনের উষ্ণ ।

বদলা নেবো-
জড়িয়ে পায়ে প্রতিশ্রুতির নূপুর
ফিরিয়ে নেবো অনুরাগের স্পর্শ ।

বদলা নেবো
দেবো মগ্ন নিবিড় সোহাগ স্বপ্ন বুকে
ফিরিয়ে নেবো প্রেম বিরহ দগ্ধ ।

বদলা নেবো, বদলা নেবো-

সতর্কবার্তায় জানিয়ে দিলাম দ্রোহকল্প ।

বেসরকারি মিছিল
দ্বীপ সরকার

দাবী দাওয়া নিয়ে যে মিছিলটি সাতমাথা থেকে থানা মোড় হয়ে
শহরজুড়ে প্রদক্ষিণ করতে করতে আবার সাতমাথায় এসে থেমে গেলে
উঁচুকণ্ঠের করতালি । ঠিক এক মাস আগে একটি মিছিল সাতমাথা
থেকে বেরোতেই পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিলো
জনমনে দুঃখের মূর্ছনা ।

এর কারণ কি জানেন হে মহোদয়? আগেরটি ছিলো বেসরকারি মিছিল আর
আজকেরটি সরকারি মিছিল । বেসরকারি মিছিল কোনদিন
উঁচুগলার দাঁড়কাক হতে পারে না ।

নীড়জল
আসিফ-আল-নূর

নৈঋতকোণে কী যে ধূম উড়িছে
অনলে পুড়িছে বিতান
দাউ দাউ পুড়িছে সোঁদালো মাটি
উত্তরে বিছানো শিথান

চীৎকৃত নীলিমায় মেঘ জমেছে
নীড়ে নীড়ে জমেছে জল
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেতেছে শোণিত সায়র
দিকভ্রমে তরণি-দল ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

যেভাবে গিনেস বুকে নাম উঠালেন অক্ষয়



বিনোদন ডেস্ক: বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের নাম গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে উঠেছে। মাত্র তিন মিনিটে ১৮৪টি 'সেলফি' তুলে এই রেকর্ড গড়েছেন অভিনেতা। মুক্তির অপেক্ষায় অক্ষয় কুমার ও ইমরান হাশমি অভিনীত ছবি 'সেলফি'। মুম্বাইয়ে সেই ছবির প্রচারের জন্যই এমন অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন অভিনেতা। ভক্তদের জন্য 'গ্র্যান্ড মিট'-এর আয়োজন করেছিলেন অক্ষয়। সেখানেই তুলেছেন একের পর এক সেলফি। তিন মিনিটে অভিনেতা তুলে ফেলেছেন ১৮৪টি সেলফি। তাতেই হয়ে গেল নতুন রেকর্ড।

রেকর্ড গড়ার দিনেই মঞ্চে অভিনেতা ভক্তদের সঙ্গে 'ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি' গানেও নেচেছেন। 'সেলফি' ছবিতে নতুন করে ব্যবহার করা হয়েছে গানটি। এর আগে রেকর্ড ছিল তিন মিনিটে ১৬৮টি সেলফি তোলার। রেকর্ড গড়েছিলেন আমেরিকার জেমস স্মিথ।

যে মন্তব্যের কারণে ভারতীয় গণমাধ্যমের শিরোনাম হলেন ডিপজল

বিনোদন ডেস্ক: ভারতীয় গণমাধ্যমের শিরোনাম হলেন ঢাকাই সিনেমার আলোচিত খল অভিনেতা ডিপজল। হিন্দি সিনেমা নিয়ে মন্তব্য করায় তাকে নিয়ে সে দেশের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়। বলিউড কিং শাহরুখ খানের 'পাঠান' সিনেমা বাংলাদেশে মুক্তি নিয়ে আলোচনার মধ্যে ডিপজল দাবি করেন, হিন্দি সিনেমায় অশালীন দৃশ্য ও গান থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দি সিনেমা যায় না।



ডিপজলের এমন বক্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনা হয়। এর মধ্যেই ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে ডিপজলকে নিয়ে খবর প্রকাশ হয়। সেখানে ডিপজলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি সিনেমা আমদানির প্রশ্নে একমত হয়েছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রযোজক, প্রেক্ষাগৃহমালিক, পরিচালক, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীরা।

হিন্দি সিনেমা আমদানিতে শিল্পী সমিতি লিখিতভাবে সম্মতি জানালেও জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ডিপজল বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, ঢাকার সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, এর মধ্যে হিন্দি সিনেমা এলে বাংলা সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়বে।

এদিকে সাফটা চুক্তির আওতায় শাহরুখ খানের 'পাঠান' আমদানি করতে আবেদন করেছে ঢাকার পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আমদানি-রপ্তানি কমিটির অনুমোদন পেলেই সিনেমাটি বাংলাদেশে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

নিজেকে মধুবালার সঙ্গে তুলনা করে কটাক্ষের শিকার কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক: রোজই কোনো না কোনো কারণে খবরের শিরোনামে থাকেন বলিউড কুইন কঙ্গনা রানাউত। এবার তিনি নিজেকে ভারতীয় সিনেমার দুনিয়ায় চিরন্তন সুন্দরী বলে পরিচিত মধুবালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ কথায় নেটিজেনদের কটাক্ষের শিকার হয়েছেন নায়িকা।



জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) মধুবালার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল। তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন কঙ্গনা। কিন্তু সেই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে তার সৌন্দর্যের সঙ্গে নিজের রূপের তুলনা টেনেছেন অভিনেত্রী।

কঙ্গনা লেখেন, 'দর্শকরা চান আমি পর্দায় সিনেমার দেবী মধুবালার চরিত্রে অভিনয় করি, আমি যখন কাজ শুরু করি, তখন আমি মধুবালার ছোটবেলার প্রতিরূপ ছিলাম, যদিও এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।'

মধুবালার দুটি ছবির সঙ্গে নিজের দুটি ছবি একত্র করেছেন কঙ্গনা। যেখানে রয়েছে মধুবালার একটি সাদাকালো ও একটি রঙিন ছবি। তার দুপাশে একটি ছবিতে কঙ্গনাকে কালো ব্লাউজ ও স্কার্টে দেখা যাচ্ছে। আর অন্য ছবিতে সবুজ গাউন পরে হাতে পুরস্কারের ট্রফি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি।

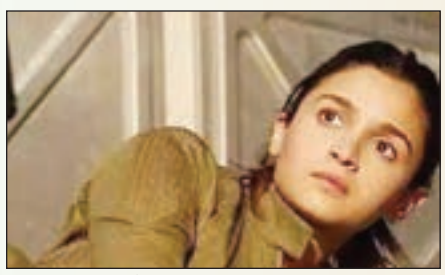
যেগুলো দেখে কঙ্গনা নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন– 'হে ভগবান! ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আমার সেই প্রথম বছর।'

এদিকে কঙ্গনার এই পোস্টে নেটপাড়ায় এখন হাসির রোল। কেউ বলেছেন, 'কঙ্গনার মুখ এমন কথা শুনে মধুবালা স্বর্গে আয়নায় নিজের মুখটা হয়তো আরেকবার দেখে নিলেন!' কেউ রেগে গিয়ে লিখেছেন, 'কঙ্গনার কতবড় স্পর্ধা!' এমনই নানান মন্তব্য উঠে এসেছে।

১৯৪০, '৫০ ও '৬০– এই সময়কালে সিনেমার দুনিয়ায় অন্যতম সুপারস্টার ছিলেন মধুবালা। দিলীপ কুমারের বিপরীতে তার ১৯৬০ সালের 'মুঘল-ই-আজম' ভারতীয় সিনেমার দুনিয়ায় অন্যতম চর্চিত ছবি।

যেভাবে আলিয়ার ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ধারণ করে দুই যুবক

বিনোদন ডেস্ক: দুদিন আগে শয়ন কক্ষে দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বলিউড সেনসেশন আলিয়া ভাট। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে দুই ব্যক্তি ক্যামেরা তাক করে বসে থেকে ছবি ধারণ করেন। সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা মাত্রই ভাইরাল হয়ে যায়। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এ অভিনেত্রী।



ছবি বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নজরে আসে আলিয়ার। ক্ষোভে ফেটে পড়েন রণবীর ঘরণী। অভিনেত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্ষোভপ্রকাশ করে লেখেন– এটি কোন ধরনের রসিকতা! নিজের বাড়িতে খুব স্বাভাবিক সময় কাটাচ্ছিলাম। বৈঠকখানা ঘরে যাওয়ামাত্রই মনে হলো কেউ নজরদারি চালাচ্ছেন আমার ওপর। দেখি দুজন ব্যক্তি আমার প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদে উঠে আমাকে লক্ষ্য করে ক্যামেরা তাক করেছেন!

আলিয়া জানান, দুপুরে বিশ্রামের সময় যখন নিজের মতো ছিলেন, পাশের বাড়ির ছাদ থেকে দুই ব্যক্তি ক্যামেরা তাক করে বসেছিলেন তার ঘরের দিকে। অভিনেত্রীর অসতর্ক মুহূর্তের ছবি লেন্সবন্দি করে ছড়িয়ে দেন সেই দুই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

এখানেই শেষ না করে আলিয়া আরও লেখেন– কোন দুনিয়াতে এটাকে সঠিক কাজ বলে মনে করা হয়? এ ধরনের কাজের অনুমতি কোথায় রয়েছে? এটি একজনের গোপনীয়তায় সরাসরি হস্তক্ষেপ! সব কিছুর একটা সীমা রয়েছে, যা পার করা উচিত নয়। এরা সবটা অতিক্রম করে ফেলেছে! নিজের পোস্টে মুম্বাই পুলিশকেও ট্যাগ করে সাহায্য চান এ অভিনেত্রী।

মুম্বাই পুলিশের পক্ষ থেকে আলিয়াকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়। লুকিয়ে তোলা ছবিগুলোতে আলিয়াকে বাড়ির পোশাকে তার বৈঠকখানায় বসে থাকতে দেখা গেছে। ছবি তোলার জন্য জুম লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে।



আরও এক বলিউড অভিনেত্রী বিয়ের পিঁড়িতে

বিনোদন ডেস্ক: চুপি চুপি বিয়ে সারলেন বলিউড অভিনেত্রী মানবী গাগরু। ভালোবাসা দিবসে প্রেমিকের সঙ্গে ছবি দিয়েছিলেন। ফেসবুক ক্যাপশনে লিখেছিলেন– আমার গলদাচিংড়িকে খুঁজে নিয়েছি। কে তিনি? এ নিয়ে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল অনুরাগীদের মাঝে।

সপ্তাহখানেক পার না হতেই প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। পরে জানা গেল কৌতুকশিল্পী তথা অভিনেতা কুমার বরুণ। তাদের দুজনকে একসঙ্গে জীবন শুরু করতে দেখে বেজায় খুশি অনুরাগীরা।

মানবী মানেই হাসির ফোয়ারা। তার উপস্থিতি দর্শককে বরাবর আনন্দ দিয়ে এসেছে।বিশেষ করে ফোর মোর শটস সিরিজ-সিদ্ধি পটেলকে কে না ভালোবাসে! এখন তারই সঙ্গে হাসির পসরা নিয়ে জুড়ে গেলেন আরও এক রসিক তারকা।

২৩ ফেব্রুয়ারি বিয়ের পর তাদের একগুচ্ছ ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার দিয়েছেন। সেগুলো আবারও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যায়, ফুশিয়া গোলাপি রঙের লেহেঙ্গায় দ্যুতিময়ী মানবীর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন কুমার। তার পরনে কালো স্যুট। ছিমছাম বিয়ে সেরেছেন তারা ঘনিষ্ঠ বৃত্তে। তবে সতীর্থরা নিমন্ত্রিত ছিলেন। ফোর মোর শটসের সহ-অভিনেত্রী সায়নী গুপ্তকে দেখা গেল বিয়েবাড়িতে। 'ট্রিপ্লিংয়ের সহকর্মীরাও হাজির ছিলেন পার্টিতে। আরও দেখা গেল পত্রলেখা, রসিকা দুগলের মতো তারকাদের।

এদিকে অনুরাগীদের ধারণা বিয়ে আগেই হয়েছিল। রিসিপশন আয়োজন করে নিজেদের সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন এ তারকা জুটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউডের অনেক তারকা। যৌথভাবে ছবি দিয়ে মানবী ও বরুণ লিখেছেন– পরিবার এবং প্রিয় বন্ধুদের উপস্থিতিতে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সবটা জানালাম। আলাদা মানুষ হিসাবে আমাদের যেমন পাশে থেকেছেন, একসঙ্গে যাত্রা শুরু করার সময়ও আশা করি একইভাবে ভালোবাসবেন। আপনাদের সবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি

বদলে যাচ্ছে পেনাল্টির নিয়ম যা বললেন মার্টিনেজ



স্পোর্টস ডেস্ক: কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের পেনাল্টি নেওয়ার সময় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করার জন্য আলোচনায় এসেছিলেন আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। তার এ আচরণে পরবর্তী সময়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে গণমাধ্যমে।

এর পর জানা যায়, বদল আসছে পেনাল্টির নিয়মে। স্পট কিক নেওয়ার সময় কোনো গোলরক্ষক যেন 'মাইন্ডগেম' খেলতে না পারেন, সে জন্য নতুন নিয়ম আনছে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ড। মাইন্ডগেম কথাটার মাহাত্ম্য গেল কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে হাড়ে হাড়ে সেটি টের পেয়েছেন ফ্রান্সের ফুটবলাররা। আর যদি বলা হয় কে এই মাইন্ড গেমার? অকপটে বলে দেওয়া যাবে– আর্জেন্টাইন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। কাতার বিশ্বকাপে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে শতভাগ সফল এ আর্জেন্টাইন বাজপাখি।

বিশ্বকাপ ফাইনালের টাইব্রেকার শুটআউটে বেশ কিছু ঘটনা ঘটিয়ে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে জিতেছিলেন মার্টিনেজ। শুটআউটের শুরু থেকেই আগ্রাসী মনোভাব দেখান তিনি। শুধু তাই নয়, খেলোয়াড়দের মনোযোগ নষ্ট করতেও অনেক কিছু করেছেন তিনি।

কিংসলে কোম্যানের মনোযোগ নষ্ট করার জন্য পেনাল্টির আগে তাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখেন মার্টিনেজ। রেফারির সঙ্গে কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বারবার রেফারিকে বলতে থাকেন, বল ঠিকমতো জায়গায় বসানো হচ্ছে কিনা, তা যেন রেফারি খেয়াল রাখেন। কোম্যানের মতো একই ফাঁদে পড়েন রিয়াল মাদ্রিদে খেলা অরেলিয়েন শুয়ামেনি। শট নেওয়ার ঠিক আগেই মার্টিনেজ বল তুলে দূরে ছুড়ে ফেলেন। মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে হেরে পেনাল্টি মিস করেন শুয়ামেনি ও কোম্যান দুজনেই। ফলে বিশ্বকাপ জিতে যায় আর্জেন্টিনা। মার্টিনেজের এসব কাজ ঠিক মেনে নিতে পারছে না ফিফা। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এমনটি না করতে পারে, সে কারণে পেনাল্টি নিয়মে আনা হতে পারে বড়সড় পরিবর্তন। এমনটিই জানা যাচ্ছে।

অবশ্য নিয়মে বদল হলেও তার কোনো সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন মার্টিনেজ। ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আধুনিক নিয়মের সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। ফিফা যদি নতুন নিয়ম চালু করে, তাতেও আমার কোনো সমস্যা নেই।'

কাতার বিশ্বকাপে গোল্ডেন গ্লোব জেতা এই গোলরক্ষক বলেন, 'কোপা আমেরিকার পরে আমি বলেছিলাম– আমার পক্ষে আবার পেনাল্টি বাঁচানো সম্ভব কিনা তা আমার জানা নেই। যে শট বাঁচানোর ছিল, তা বাঁচিয়েছি। কুড়ি বছর বাদে আবার আমি পেনাল্টি বাঁচাতে পারব কিনা জানি না। কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপে আমি পেনাল্টি বাঁচিয়েছি এবং দলকে জিতিয়েছি। এটিই আমার কাছে যথেষ্ট।'

'বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে আমার নাম সব সময় থাকবে'

স্পোর্টস ডেস্ক: ভারতীয় কিংবদন্তি ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী এখন ঢাকায়। বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে ঢাকায় এসে রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মেয়র কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতীয় সাবেক এই অধিনায়ক।



বাঙালী বলেই বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সৌরভের। ১৯৮৯ সাল থেকে বহুবার ঢাকায় এসেছেন, যতবার ঢাকায় এসেছেন অভিজ্ঞতাই নাকি হয়েছে।

সৌরভ বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, বাংলাদেশে প্রথম আসি ১৯৮৯ সালে, অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সঙ্গে এশিয়া কাপ খেলতে। সেই থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। সর্বশেষ আসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, যেখানে ফাইনালে শ্রীলংকার কাছে ভারত হেরেছিল।

ভারতীয় এই কিংবদন্তি আরও বলেন, যতবার বাংলাদেশে আসি, অসাধারণ লাগে। ভালোবাসা পাই, ভালোবাসা মানে অকৃত্রিম ভালোবাসা। বেশি ভালো লাগে কী জানেন, বাংলাদেশে যখনই খেলা হয় স্টেডিয়াম থাকে দর্শকে পূর্ণ। এতেই বোঝা যায়, খেলাটার প্রতি মানুষের ভালোবাসা কতটা।

গত বছর বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য রজার বিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হওয়ার আগে ২০১৯ সাল থেকে বিসিসিআইয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন সৌরভ গাঙ্গুলী।

সৌরভের আয়োজনে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশ-ভারত পিঙ্ক বলের টেস্ট ম্যাচ খেলে। শুধু তাই নয়! টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর সৌরভের সময়েই ভারতের মাঠে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ হয় টাইগারদের।

কিছুটা আবেগাপ্লুত হয়ে সৌরভ বলেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসের সঙ্গে আমার নাম সব সময় জড়িয়ে থাকবে। আমার প্রথম টেস্ট অধিনায়কত্ব বাংলাদেশে। ২০০০ সালে বাংলাদেশের ছিল অভিষেক টেস্ট। আমার এখনো মনে আছে, তখন নতুন ক্রিকেট স্টেডিয়াম হয়নি। পুরোনো বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছিল। প্রথম ইনিংস শেষে ড্রেসিংরুমে ঢুকে আমার মনে হয়েছিল, আমার অধিনায়কত্বে প্রথম টেস্ট হেরে যাব! পরে আমরা ম্যাচে কামব্যাক করি এবং জয় তুলে নেই।

যে কারণে সোফায় লাথি মারেন ওয়াসিম আকরাম

স্পোর্টস ডেস্ক: চলমান পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) ১১তম ম্যাচে মুখোমুখি হয় মুলতান সুলতান ও করাচি কিংস। ম্যাচটিতের জয়ের খুব কাছে গিয়েও হারতে হয় করাচিকে। মোহাম্মদ রিজওয়ানের সেঞ্চুরির ওপর ভর করে ১৯৬ রান করে মুলতান সুলতান। জবাবে ১৯৩ রানে থামে করাচি কিংসের ইনিংস।

ম্যাচের শেষ চার বলে ৭ রান দরকার ছিল করাচির। কিন্তু সহজ এই সমীকরণ মেলাতে পারেননি কাটিং ইমাদ ওয়াসিমরা। মুলতানের ডানহাতি পেসার আব্বাস আফ্রিদির শেষ বলে মাত্র ১ রান নিতে পারেন ইমাদ। এতে করাচি ম্যাচ হারে ৩ রানে।

জয়ের খুব কাছে গিয়েও এভাবে ম্যাচ হাতছাড়া হওয়াতেই মেজাজ হারান করাচি কিংসের প্রেসিডেন্ট ওয়াসিম আকরাম। টিভি স্ক্রিনে দেখা যায়, করাচির হার নিশ্চিত হতেই হতাশায় পেছনে শরীর ছেড়ে দেন ওয়াসিম; এটুকুতে ভেতরের অনুভূতিটা প্রকাশ হচ্ছিল না। তাই সামনে থাকা সোফায় পা উঁচিয়ে মারলেন লাথি!

২০১৯ সালের পিএসএল শুরুর আগেই করাচি কিংসের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আসের ওয়াসিম আকরাম। চলতি মৌসুমে ইমাদের নেতৃত্বাধীন দলটি প্রথম পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরে গেছে। পেশোয়ার



ম্যাচের দিনও মেজাজ হারাতে দেখা গেছে ওয়াসিমকে।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে ইংল্যান্ড দল ঢাকায়

স্পোর্টস ডেস্ক: তিন টি-টোয়েন্টি ও তিন ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে ঢাকায় পৌঁছেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারী) সকালে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ইংলিশ ক্রিকেটাররা। এ সময় তাদের স্বাগত জানায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগামী ১ মার্চ মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ওয়ানডে দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এ ছাড়া মার্চের ৩ ও ৬ তারিখ দুটি ওয়ানডে। এর পর ৯, ১২ ও ১৪ মার্চ তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার মধ্য দিয়ে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ শেষ হবে।



মেয়র কাপের উদ্বোধন করলেন সৌরভ গাঙ্গুলী

স্পোর্টস ডেস্ক: ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন আয়োজিত ডিএনসিসি মেয়র কাপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী। বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) রাজধানী ঢাকার গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলে মেয়র কাপের উদ্বোধন করেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম। মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে এই মেয়র কাপ। টুর্নামেন্টে থাকবে ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল ডিসিপ্লিন। ভারতীয় ক্রিকেটের সাবেক অধিনায়ক ও বিদায়ী বোর্ড প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলী বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারী) বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সকালেই ঢাকায় নামার কথা ছিল তার। ফ্লাইট জটিলতায় দেরি হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মেয়র কাপের উদ্বোধন করতেই বাংলাদেশে এসেছেন 'প্রিন্স অব কলকাতা'। বিকাল পৌনে ৪টায় মেয়র কাপ উদ্বোধনের ভেন্যু হোটেল ওয়েস্টিনে প্রবেশ করেন তিনি। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় রাজধানীর ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে আইসিআইসিআই ব্যাংকের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন সৌরভ। সৌরভকে দিয়ে মেয়র কাপের উদ্বোধন করানোকে বড় চমক বলছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলাম। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে আতিক জানিয়েছেন, আমি সৌরভ গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ উনি মেয়র কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার জন্য কোনো টাকা নেননি।

আমি তাকে বলেছি, এই মেয়র কাপ মাদকের বিরুদ্ধে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বার্তা দেওয়ার জন্য আয়োজন করছি। মাদকমুক্ত দেশ গড়তে খেলাধুলার বিকল্প নেই। আমাদের বাচ্চাদের খেলাধুলায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য, মাদককে না বলার জন্যই এই প্রতিযোগিতা। তিনি বিষয়টি খুব পছন্দ করেছেন।











ডা. বিএম আতিকুজ্জামান-এর

‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ আসছে ঢাকার বইমেলায়

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বসবাসকারী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. বিএম আতিকুজ্জামান-এর প্রথম বই ‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ ঢাকার বইমেলায় আসছে অমর ২১ ফেব্রুয়ারীতে। বইটি প্রকাশ করছে ‘মাতৃভাষা প্রকাশ’।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান জানান, আমি লিখতে ভালোবাসি। আমার লেখার অধিকাংশই সংগ্রহে নেই। গত কয়েক বছরে ‘অরল্যান্ডোর চিঠি’ নামের কলামে অনিয়মিতভাবে লিখেছি। আমার প্রতিদিনের ছোট ছোট অভিজ্ঞতার গল্প, ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবন যেখানে মিলেমিশে একাকার। লেখাগুলো বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশিত হয়েছে। খবর ইউএনএ’র।



তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ। আর তাই আমার চারপাশের মানুষের জীবনের আপাত তুচ্ছ, সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্নার জলছবিগুলো কখনো সহজ, কখনো অস্থির, কখনো চিকিৎসকসুলভ নির্মোহভাবে আমার লেখায় এসেছে। আমার বন্ধুরা মনে করে আমার লেখা অত্যন্ত মানবিক। অনেকেই আমাকে উৎসাহিত করেছেন এ লেখাগুলো বই আকারে প্রকাশ করতে। তাঁদের ধন্যবাদ।

ডা. বিএম আতিকুজ্জামান জানান, ২১, ২২ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারীতে তিনি নিজে বইমেলায় ‘মাতৃভাষা প্রকাশ’-এ ষ্টলে (ষ্টল নং ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বইটি পড়বার আমন্ত্রণ জানান।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের একুশ উদযাপন





SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিসিনায় গ্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea e-file

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

চিত্রে যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আ. লীগের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন









বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিন, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

চিত্রে নিউইয়র্কে আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন









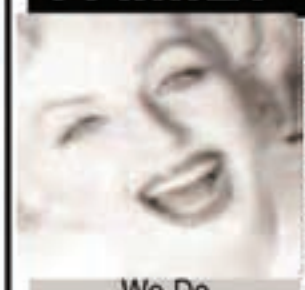








FAMILY DENTAL



আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET





নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো হতে

(শেষের পাতার পর)

রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেকোনো আয়োজনই আনন্দ দেয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের বিচরণ আছে। নানা জায়গা থেকে এ উৎসবে মানুষ যোগ দেবে। তিনি আশা করেন, এখান থেকে মানুষ কিছু না কিছু উপকৃত হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উত্তর আমেরিকা রবীন্দ্র উৎসব ২০২৩-এর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দীন আহমেদ। তিনি বলেন, দু'দিনের উৎসবে বাংলাদেশী আমেরিকান শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শৈল্পিকভাবে তুলে ধরবেন তাঁদের চারুশিল্পের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনীও হবে। এ ছাড়া সেমিনার, গান, নাটকের আয়োজনও থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এ উৎসবে উত্তর আমেরিকার তিনটি দেশ- কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও রবীন্দ্রানুরাগীরা অংশ নেবেন। নিউইয়র্কের নন্দনকানন বলে পরিচিত জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে এ উৎসব আয়োজিত হবে।

উৎসবের উদ্বোধন করবেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধর এবং শিল্প-ইতিহাসবিদ সুন্দরম ঠাকুরসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানানো

ফিফা বেস্ট অ্যাওয়ার্ডে

(শেষের পাতার পর)

নাম ঘোষণা করা হবে সোমবার (২৭ ফেব্রুয়ারী)। প্যারিসে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। অধিকাংশ ফুটবলবোদ্ধাই এবার ফিফা বেস্ট অ্যাওয়ার্ড দেখছেন মেসির হাতে। ডাচ গ্রেট রুড গুলিতেরও মনে হচ্ছে- বিশ্বকাপ জয়ের কারণে পাল্লা ভারি মেসির।

সেরা তিনে মেসি ও এমবাপ্পের সঙ্গে আছেন করিম বেনজেমা। তবে রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি ফরোয়ার্ডকে নিয়ে সেই অর্থে আলোচনা হচ্ছে কমই। ২০২১ সালের ৮ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের পারফরম্যান্স বিবেচনায় প্রথমে ১৪ জন খেলোয়াড় মনোনীত করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা।

তার মধ্য থেকে জাতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক, সাংবাদিক এবং ফিফার ওয়েবসাইটে দেওয়া ফুটবলপ্রেমীদের ভোটে তিন ফাইনালিস্টের নাম ঘোষণা করে ফিফা। ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের প্রথম ফাইনালে হ্যাটট্রিক উপহার দেন এমবাপ্পে। কিন্তু তার দল ফ্রান্স পারেনি আর্জেন্টিনাকে হারাতে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা ৩-৩ সমতায় শেষের পর শ্বাসরুদ্ধকর টাইব্রেকারে জিতে আর্জেন্টিনা। তবে আট গোল নিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জেতেন এমবাপ্পে। সাত গোল নিয়ে প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান মেসি।



পিএসজির এই দুই সতীর্থের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ের কারণে বর্ষসেরা হওয়ার লড়াইয়ে মেসিকে এগিয়ে রাখছেন গুলিত- 'বিশ্বকাপ জেতার কারণে মেসির এ পুরস্কার জয়ের সবচেয়ে বেশি সুযোগ আছে। বিশ্বকাপ জয়ই মূল কথা। এমবাপ্পের প্রতিও আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমার কাছে সে সমপর্যায়ের খেলোয়াড়। ফাইনালে সে যা করেছে, দলের জোয়াল যেভাবে কাঁধে নিয়েছিল, সেটা অবিশ্বাস্য।'

মটরশুঁটির উপকারিতা

(শেষের পাতার পর)

৮০ কিলোক্যালোরি শক্তি। এ ছাড়া ১৪.৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ০.৫ গ্রাম ও প্রোটিন পাওয়া যায় ৫.৪ গ্রাম। আরো মেলে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি, ফলিক অ্যাসিড, বিটাক্যারোটিন, ভিটামিন এ, ফসফরাস, জিঙ্ক, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের মতো উপাদান। জেনে নিন মটরশুঁটি খাওয়ার ১০ উপকারিতা।

১। ফাইবার বা আঁশের চমৎকার উৎস মটরশুঁটি। নিয়মিত সবজিটি খেলে তাই দূরে থাকা যায় হজমের সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা থেকে।

২। মটরশুঁটিতে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনল আছে। মেক্সিকান গবেষকরা বলছেন, কেউ যদি প্রতিদিন ২ মিলিগ্রাম পলিফেলনসমৃদ্ধ খাবার খান তাহলে তার পাকস্থলী ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। আর এক কাপ মটরশুঁটিতে অন্তত ১০ মিলিগ্রাম পলিফেলন থাকে।

৩। রক্তের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে মটরশুঁটি।

৪। ভিটামিন বি১, বি২, বি৩ ও বি৬ এর উৎস মটরশুঁটি শরীরের হোমোসাইস্টাইন লেভেল কমায়। এ কারণে হৃদরোগের ঝুঁকিও কমে।

৫। শরীরে হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে এই সবজি।

৬। ফলিক অ্যাসিডের উৎস মটরশুঁটি খেতে পারেন প্রসূতি মায়েরা।

৭। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে মটরশুঁটি। শিশুদের প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন উপকারী এই সবজি।

৮। নিয়মিত মটরশুঁটি খেলে ত্বক উজ্জ্বল থাকে।

৯। মটরশুঁটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি বেশ উপকারী।

১০। প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি বয়স ধরে রাখতে সাহায্য করে।



চিত্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন



















Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন

(শেষের পাতার পর)

বিদায়ী সভাপতি সেলিম আহমদ চৌধুরী,পরিচালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহসিন সেলিম, বক্তব্য রাখেন, বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য সৈয়দ জুবায়ের আলী, আবুল হোসেন সুরমান, উপদেষ্টা সদস্য প্রফেসার আবু সুফিয়ান তরপদার মাহমুদ, মোঃ মাসুম চৌধুরী, মোঃ মইনুল ইসলাম প্রমুখ । সভার শুরুতে কালামে পাক থেকে তিলাওত করেন হাফেজ মোঃ রাব্বি, মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ সৈয়দ খুবায়েব আলী, আলোচনা পর্বের শেষে এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন সেলিমকে শপথ বাক্য পাঠ করান, নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু সুফিয়ান তরপদার, পরে সভাপতি মোঃ সেলিম তার পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান, যারা উপস্থিত থেকে শপথ করেন তারা হলেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম তালুকদার রাহাত, সহ সভাপতিঃ সৈয়দ খালিদ আলী, সহ সভাপতিঃ মোঃ মিঠু মিয়া, সহ সভাপতিঃ মোঃ এ জি মাসুদ, সহ সভাপতিঃ মোহাম্মদ আলম, সহ সভাপতিঃ জহির আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদকঃ মোঃ মাসুম চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদকঃ মোঃ বুলবুল আহমদ, দপ্তর সম্পাদকঃ আবুল খায়ের জুয়েল, সংস্কৃতিক সম্পাদকঃ মোঃ জাকারিয়া খান, ক্রীড়া সম্পাদকঃ রুবেল কুরুরী, সামাজিক ও নিরাপত্তা সম্পাদকঃ আশফাক তরফদার সুমন, মহিলা সম্পাদিকাঃ সেলিনা আরা বেগম, সদস্যঃ ইয়াওর আহমদ শাবলু, মহিউদ্দিন আদিল, সুমি ভুইয়্যান, কুতুব উদ্দিন, মোঃ তুহেলুর রহমান । অনুপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তারা প্রবর্তিতে শপথ করানো হবে । বিদায়ী সভাপতি সেলিম চৌধুরী তার কমিটি বিলুপ্ত করে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা করে বিদায় নিলে দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন সেলিম, সভা পরিচালনা করেন নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল ইসলাম তালুকদার রাহাত, নবনির্বাচিত সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক তাদেরে নির্বাচিত করায় মৌলভীবাজার জেলাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী দিনে এসোসিয়েশনকে গতিশীল ও কল্যাণকর সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সকলে সাহায্য সহযোগিতা কামনা করেন, অনুষ্টানে আরো উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য শামিম কুরুরী, উপদেষ্টা সদস্য মঈন উদ্দিন ভুইয়ান, আলতাপ হোসেন আসুক, লুতফুর খান, লুকমান তরফদার মৌলা, কমিউনিটি এক্টিবিষ্ট আব্দুল হান্নান, মোঃ রফিক, মোঃ রব্বানী, রিয়েলটার সেহেল আহমদ প্রমুখ । প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

দিনকাল বন্ধে ুক্তরাষ্ট্রসহ ৯টি দেশের

(শেষের পাতার পর)

পত্রিকার ডিক্লারেশন (প্রকাশ ও মুদ্রণের অনুমোদন) বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক সময়ে নিয়েছে সে ব্যাপারে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করছি । গণতন্ত্রের স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে স্বাধীন সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ।

স্বাক্ষরকারী সদস্যবৃন্দ: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা দেশগুলোর জোট মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) ডিপ্লোম্যাটিক নেটওয়ার্ক ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছে । গত ৯ ফেব্রুয়রি ডিপ্লোম্যাটিক নেটওয়ার্ক ইনিশিয়েটিভ ঢাকায় নিজেদের কাজ শুরু করে । ২০১৯ সালের জুলাই মাসে গঠিত এমএফসির বর্তমান সদস্য অংখ্যা সংখ্যা ৫১ হলেও বাংলাদেশ এখনো এর সদস্য নয় ।

হুমায়ুন আজাদ দিবসের ডাক পাইরেসিমুক্ত বইমেলা চাই

বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী, সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক; কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকর, কিশোরসাহিত্যিক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল । জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪; ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭, বিক্রমপুরের রাড়িখাল । ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ও সভাপতি ।

২০০৪-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অমর একুশে বইমেলা থেকে ফেরার সময় মৌলবাদীরা চাপাতি দিয়ে আক্রমণ ক'রে তাঁকে গুরুতররূপে আহত করে, কয়েক দিন মৃত্যুর মধ্যে বাস ক'রে তিনি জীবনে ফিরে আসেন । তাঁর জন্যে সারা বাঙলাদেশ এমনভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, যা আর কখনো ঘটেনি । তিনি ৭ আগস্ট ২০০৪ PEN-এর আমন্ত্রণে কবি হাইনরিশ হাইনের ওপর গবেষণাবৃত্তি নিয়ে জার্মানী যান । এর পাঁচদিন পর ১২ আগস্ট ২০০৪ মিউনিখস্থ ফ্ল্যাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । তাঁর প্রকাশিত বই ৭৪-র অধিক । সকল বইয়ের প্রকাশক আগামী প্রকাশনী ।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

চিত্রে বাংলাদেশ সোসাইটির শহীদ মিনারে প্রেস ক্লাবের শ্রদ্ধা









Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992



Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

চট্টগ্রাম সমিতির ওয়েব সাইট উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি দায়িত্ব নেয়ার পর তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চট্টগ্রাম সমিতির কার্যক্রমকে ডিজিটাল ভাবে সাধারণ সদস্যদের কাছে পৌছে দেয়ার প্রচেস্টা হিসেবে সংগঠনের জন্য একটি অত্যাধুনিক ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়েছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারী রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে সমিতির প্রধান কার্যালয়ে এই ওয়েব সাইটটি উদ্বোধন করা হয়। এ সময় সমিতির সাবেক ও বর্তমান অনেক নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি আজীবন ও সাধারণ সদস্য সহ শতাধিক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে যে কেউ সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন, চট্টগ্রামবাসীরা সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন, সমিতির নিয়মিত হিসাব সম্পর্কেও অবগত হতে পারবেন যা প্রদর্শনীর মাধ্যমে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব নুরুল আনোয়ার। এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সংগঠন এবং সদস্যরা উপকৃত হবেন বলে সকলেই আসা প্রকাশ করেছেন।

একই সময়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে যৌথ ভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং চট্টগ্রাম -৮ আসনের সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোসলেম উদ্দীন আহমদের স্মরনে শোক সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম সমিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আবু তাহেরের সভাপতিত্বে এবং সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও অন্তবর্তীকালীন কমিটির আরেকসদস্য মীর কাদের রাসেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত যৌথ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ এম রেজা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির সদস্য মেহবুবর রহমান বাদল, সাবেক উপদেস্টা ও নির্বাচন কমিশনার আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আজীবন সদস্য ও সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খোরশেদ খন্দকার, সাবেক নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন হোসেন, সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি ও নির্বাচন কমিশনার মাকসুদুল হক চৌধুরী, অন্তবর্তীকালীন কমিটির সিনিয়র সদস্য আহসান হাবীব, সমিতির সাবেক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ হেলাল মাহমুদ এবং সাবেক সহ সভাপতি মাসুদ সিরাজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির অন্যতম সদস্য নুরুল আনোয়ার। দোয়া পরিচালনা করেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে ইউ এস এর মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন এবং শুরুতে পবিত্র কোরান তেলোয়াত করেন মাহবুবুর রহমান।

সভায় বক্তারা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ২১ ফেব্রুয়ারীকে মাতৃভাষা দিবস ঘোষনা করায় এই বিল যারা স্পন্সর করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান বিশেষ করে এই বিলের কো স্পন্সর বাংলাদেশের চট্টগ্রামেরই বংশোদ্ভুত কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। এছাড়া বক্তারা সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম মোসলেম উদ্দীনের বর্নাঢ্য রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পরিশেষে সভার সভাপতি আবু তাহের তার বক্তব্যে সকল চট্টগ্রামবাসীকে সংগঠনের সদস্য হওয়ার উদাত্ব আহবান জানান।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত কুইন্স প্যালেসে সম্মিলিত একুশ উদযাপনে উপস্থিত হয়ে অস্থায়ী শহীদ মিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন অন্তবর্তীকালীন কমিটির কর্মকর্তারা।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের

(শেষের পাতার পর)

াঁড়াতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন হলিউড কুইন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। গত ১১ ফেব্রুয়ারী শনিবার এ আহ্বান জানান তিনি। খবর ইয়েনি সাফাকের।

ইনস্টাগ্রামে তুরস্ক-সিরিয়ার বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে অ্যাঞ্জেলিনা লেখেন, তুরস্ক সিরিয়ার মানুষের জন্য আমার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছে। অকল্পনীয় কষ্টে দিনযাপন করছেন দেশ দুটির মানুষেরা।

অ্যাঞ্জেলিনা জানান, তুরস্ক-সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। অন্যদেরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। ওই পোস্টে অর্থসহায়তার লিংকও শেয়ার করেছেন জোলি। যে কোনো ব্যক্তি লিংকে যোগাযোগ করে টাকা পাঠাতে পারবেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারী সোমবার ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পে লন্ডভন্ড হয়ে যায় তুরস্ক ও সিরিয়া। এর পর আরও কয়েক ধাপে ভূমিকম্প আঘাত হানে সেখানে। এতে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজারোধিক।

এদিকে নিখোঁজদের উদ্ধারে এখনও চলছে উদ্ধারকাজ। তুরস্কের সহায়তায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এগিয়ে এসেছে। এর মধ্যেই মানবিকতার আবেদন নিয়ে এগিয়ে এলেন হলিউড নায়িকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি।

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।

পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর

৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রটোকল অফিসার-২ মোহাম্মদ আবু জাফর রাজু বিদায়ী প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের সাথে সাক্ষাৎ কুশল বিনিময় করেছেন। গত ২১ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সময় তিনি সাক্ষাৎ করেন।

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং
ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে
ড্রাইভিং শিখার জন্য
যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন,
হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

বাসা ভাড়া

ওজন পার্কে ১০৪ অক্সফোর্ড এভিনিউ A ট্রেন সাবওয়ের কাছে ৩ বেডরুমের প্রাইভেট হাউস ভাড়া হবে ১ লা মার্চ থেকে। যোগাযোগ:

347-306-1695

ইমেইল :

arefa91@gmail.com

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

বাসা ভাড়া

বাঙালি অধ্যুষিত পার্কচেস্টার সাবওয়ের সন্নিকটে একটি মনোরম বাসা ভাড়া হবে। তিন বেডরুম, ১ বাথরুম (১ম তলা)। ঠিকানাঃ ১৪৫৯ লোল্যান্ড এভিনিউ।

ফোনঃ ৬৪৬-৬৮৪-০৯০৯।

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের একটি বাসায় স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩ মা-১৩

রুমমেট আবশ্যক

ওজন পার্ক ১০২ স্ট্রিট ১ লা মার্চ থেকে রুম ভাড়া দেওয়া হবে অথবা পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। এক বকের মধ্যে A ট্রেন + বাস আছে। যোগাযোগ :

347-306-1695

ইমেইল :

arefa91@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ:

khanalaakash435@gmail.com

Contact Phone:

646-669-7202

ফে-১৩

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-

দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।

যোগাযোগ করুন:

আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

NOTICE

Ibne Studios, LLC, filed Articles of Organization with the NY Secretary of State ("NYSOS"), on 12/06/2022. Office location: Queens County. NYSOS is designated as agent of the LLC upon whom process against it may be served. NYSOS shall mail copy of process to: 187-11 Wexford Terrace, 1st Floor, Jamaica, NY. Purpose: Any lawful purpose.
Please confirm receipt of this email and if you have any questions or concerns. Contact: Sanan Ibne. **Cell: 347-849-0006**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-

TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. 1-06/14

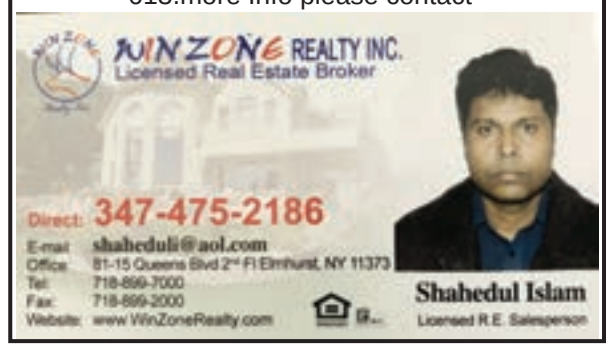
পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com
f-06/14

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

(শেষের পাতার পর)

দূতাবাস, জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেট ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ, নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালী'র চেতনা মঞ্চ, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ, কুইন্স লাইব্রেরী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, বাফা, সিলেট বি-ভাগীয় সংগঠন প্রভৃতি সহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্যোগে একুশের কর্মসূচী পালিত হয়। এছাড়াও প্রতি বছরের মতো বাফা ব্রঙ্কসে প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে। একু উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়াগুলো বিশেষ প্রবন্ধ/নিবন্ধ/কবিতা প্রকাশ করে। এছাড়াও টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে।

বাংলাদেশ সোসাইটি

বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডস্থ তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে একুশের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল ড. জেনারেল মনিরুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া এবং একুশের অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। এখানে প্রথমে শহীদ মিনারে প্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সোসাইটির নেতৃবৃন্দ। পরবর্তীতে সভাপতি আবু তাহেরের নেতৃত্বে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি ইউএসএ, বৃহত্তর কুমুল্লা সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ, সিলেট এমসি এন্ড গভ: কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি, ইয়েলো সোসাইটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপর এসোসিয়েশন, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, প্রবাসী শরিয়তপুর সমিতি ইউএসএ, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ সহ অর্ধ শতাধিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রকাশ করা হয় 'অক্ষর' শীর্ষক স্মরণিকা। এছাড়াও ছিলো চিত্রাঙ্কন, রচনা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সোসাইটির একুশের অনুষ্ঠান সফল করতে মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহ্বায়ক, ফারুক চৌধুরীকে যুগ্ম আহ্বায়ক, মাইনুল উদ্দিন মাহবুবকে প্রধান সমন্বয়কারী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সুশান্ত দত্ত ও শাহ মিজানুর রহমানকে সমন্বয়কারী, আমিনুল ইসলাম চৌধুরীকে সদস্য সচিব ও ফারহানা চৌধুরীকে যুগ্ম সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সম্মিলিত মহান একুশ উদযাপন হয়েছে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স প্যালেসে। সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। এখানে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো শিশু-কিশোর-কিশোরদেও জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা, আলোচনা, কবিতা আবৃতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের সভাপতি সাঈদা আকতার লিলি। অনুষ্ঠানমালা উপস্থাপনায় ছিলেন যথাক্রমে নুপুর চৌধুরী, সাবিনা শারমিন নিহার, রুহুল আমিন সরকার, শারমিন রেজা ইভা ও গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে মঙ্গলবার 'মহান শহিদ দিবস' ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য ৭১ বছর আগে ঢাকায় জীবন উৎসর্গকারী ভাষাবীরদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের স্মরণে দূতাবাস দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক রাত ১২টা ১ মিনিটে দূতাবাস প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এসময় 'অমর একুশে' নিয়ে রচিত বিখ্যাত গান- 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি' বাজানো হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সকালে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের সামনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে উত্তোলন করেন। দিবসটি স্মরণে এক প্রভাত ফেরিরও আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতার আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান ডেপুটি চীফ অব মিশন ফেরদৌসী শাহরিয়ার, মিনিস্টার (ইকনোমিক) মোঃ মেহেদী হাসান, মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন এবং কাউন্সেলর (পাবলিক ডিপ্লোমেসি) আরিফা রহমান রুমা। পরে মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে নির্মিত দুটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের শহিদের আত্মার মাগফেরাত এবং জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সন্ধ্যায় বাংলাদেশ দূতাবাস বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। পরে বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরতে বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশের শিল্পীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার বক্তব্যে মহান ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে বাঙালী জাতির জন্য বাতিঘরের মতো আখ্যায়িত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ এখন বঙ্গবন্ধুর আজীবনের লালিত স্বপ্ন একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত হওয়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশের উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে অবদান রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও জানতে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ, ভারত, প্যারাগুয়ে, ঘানা ও নেপালের শিল্পীরা এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংস্কৃতিক দল তাদের নিজস্ব সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে অতিথিদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকবৃন্দ, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সেলর (পলিটিক্যাল-১) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (পাসপোর্ট ও ভিসা উইং) মোঃ আব্দুল হাই মিল্টন দিনব্যাপী দুই পর্বের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক

'মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউইয়র্ক কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নিউইয়র্ক স্টেটের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিনেটর ও এ্যাসেম্বলী মেম্বর, নিউইয়র্ক মেয়র অফিসের কমিশনার, বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও বিদেশী কূটনীতিকগণ অংশগ্রহণ করেন। এসময় বিদেশী অতিথিদের পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, একুশের প্রথম প্রহরে কনস্যুলেটে অস্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। একুশের চেতনা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যেকার বন্ধুত্ব ও যোগসূত্রকে আরো জোরদার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে ৫২'র ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলা ভাষার অধিকার ও সম্মান অর্জনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ও ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারী আজ সারা বিশ্বে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিস্তৃত করছে উল্লেখ করে তিনি পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণের আহবান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পেরুর কনসাল জেনারেল ও নিউইয়র্কস্থ সোসাইটি অব ফরেন কনসালস-এর সভাপতি রাষ্ট্রদূত মারিতা ল্যান্ডাভেরী। রাষ্ট্রদূত মারিতা তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সাধুবাদ জানিয়ে বহুভাষা ও বহুসংস্কৃতিবাদকে আরো প্রসারিত ও বিকশিত করার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আরো বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, সিনেটর জেসিকা র ামোস, এ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড উইপ্রীন, কাউন্সিল মেম্বর শাহানা হানিফ ও মেয়র অফিসের ইমিগ্রেশন বিষয়ক কমিশনার ম্যানুয়েল ক্যাস্ট্রো এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিশনার দিলিপ চৌহান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া,ভারত, কাজাখস্তান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, গায়ানা, নেপাল, সিঙ্গাপুর, পোল্যান্ড ও সার্বিয়াসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কূটনীতিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে একটি প্রামান্য চিত্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অমর একুশের কালজয়ী গানের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ, কাজাখস্তান ও পেরুর শিল্পীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয় যা দর্শকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন

নিউইয়র্কে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে উদযাপন হয় আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস। এ আয়োজনে সম্পৃক্ত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র নেতৃবৃন্দ।

আলোচনার পাশাপাশি মহান মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে শহীদের স্মরণে একটি মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। রাত ১২টা ১ মিনিটে মিনিটে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনারে ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, শেরে বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা ওয়েলফেয়ার এসাসিয়েশন ও নবান্ন রেষ্টুরেন্ট কর্মচারি সমিতিসহ অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনগুলো শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন নিইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের এর কনসাল জেনারেল ডক্টর মনিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথিসহ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবির কিরণ, ফেরদৌস খান, মাহমুদ আহমেদ, শামসুদ্দিন আজাদ, বিপ্লু গোপ, ইকবাল ফারুক, বিদ্যুৎ সরকার, মশিউর রহমান কামাল, জুনায়েদ জাফরি, মিনহাজ আহমেদ, মেহের কবির, শিরিন বকুল, মনোয়ারুল ইসলাম ও সেকেন্দার আলী।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ভাষা আন্দোলনের উপর নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জেবিবিএ

গিয়াস আহমেদ ও তারেক হাসান খান নেতৃত্বাধীন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) দিবাগত রাতে স্থানীয় ডাইভারসিটি প্লাজায় অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মান করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় এবং অমর একুশে পালন করে।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন সোমবার (২০ ফেব্রুয়ারী) বিকেলে জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে একুশের অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো আলোচনা, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এখানে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল ড. জেনারেল মনিরুল ইসলাম। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ এবং একুশের অনুষ্ঠান সফল করায় সংশ্লিস্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো: শফিউল আলম শফিক।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একুশের প্রথম প্রহরে রাত ১২:০১ মিনিটে গুলশান ট্যারেসে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা শহীদ বেদিতে পুষ্পার্পন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলী জানায়। সংগঠনের সভাপতি হাজী আবদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সহ সভাপতি এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওসমান চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আকতার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি আলম, যুগ্ম সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবদুল মোতালেব, সদস্য মোহাম্মদ মাসুদ, আবদুল আউয়াল মুন্না প্রমুখ উপস্থিত থেকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বক্তারা বলেন, আজ সেই ১৯৫২ সালে সালাম, রফিক, বরকতসহ অনেকে নিজের বুকের তাজা রক্ষ ঢেলে দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা এনেছেন। আমাদের আজ শপথ নিতে হবে আমাদের মায়ের ভাষাকে অসম্মান করা যাবে না। প্রবাসে সকল বাঙালী পরিবারে তাদের পারিবারিক (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)











বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার
সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 27 // 2023

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে। হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো। নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

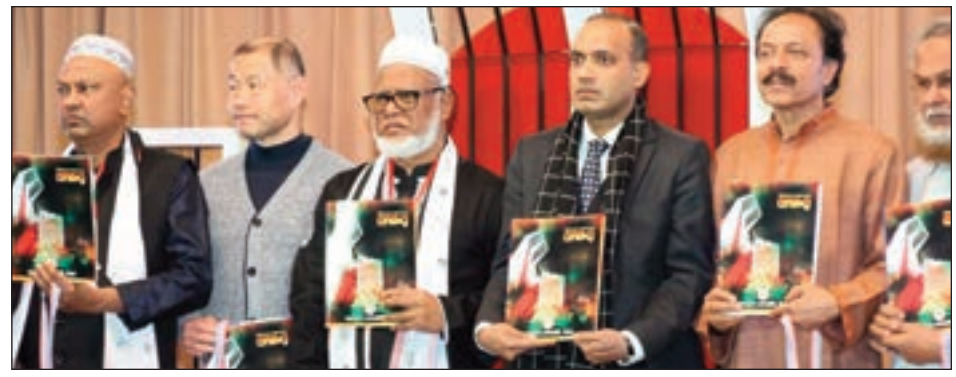
চিত্রে বাংলাদেশ সোসাইটির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন













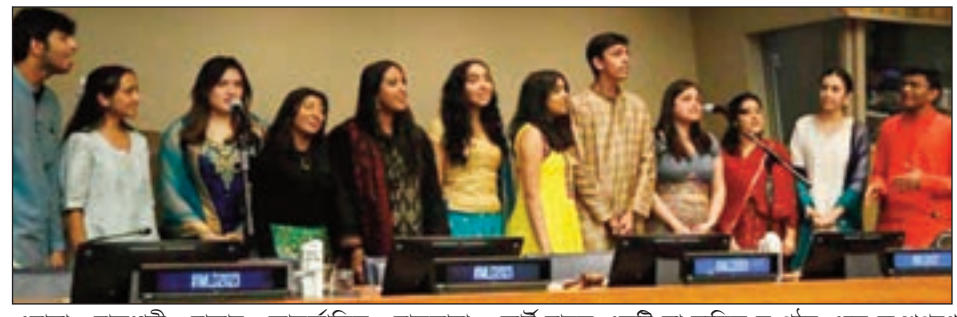












জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাদিবস উদযাপন



নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ সদর দপ্তরে টানা ৭ম বারের মত যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ অংশীদারিত্বে ইভেন্টটির আয়োজন করে ডেনমার্ক, গুয়াতেমালা, হাঙ্গেরি, ভারত, মরক্কো ও পূর্ব তিমুর। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি সাবা কোরেশি।

একুশে ফেব্রুয়ারী অয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষায় গোটা অনুষ্ঠানটি অনুবাদের সুব্যবস্থা রাখা হয়। নিউইয়র্ক ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রী চিন্ময় কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সংগীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানটির আলোচনা পর্বে সকল সহযোগী দেশগুলোর স্থায়ী প্রতিনিধিগণ, জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি ও কনফারেন্স ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, নীতি বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল, ইউনেস্কো নিউইয়র্ক অফিসের প্রতিনিধি এবং নিউইয়র্ক শহরের মেয়রের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তাছাড়া, স্প্যানিশ ভাষাভাষী ফ্রেন্ডস গ্রুপের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে নিযুক্ত কিউবার উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ভাষা বিষয়ক এনজিও কমিটির সভাপতি বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর ভাষা শহীদগণ এবং ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই জাতির পিতার নেতৃত্বে শুরু হয় বাঙালী জাতির মুক্তিসংগ্রাম, যার চূড়ান্ত পরিণতি পায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের মাধ্যমে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রবাসী কয়েকজন বাংলাদেশীর উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পূর্ণ স্বীকৃতি আদায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা স্মরণ করেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।

এছাড়া রাজধানী ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিউটের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও অবদানের কথা স্মরণ করেন তিনি। এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাকে সম্মান জানিয়ে নতুন বাংলা ইউনিকোড ফন্ট প্রকাশ করার জন্য ইউএন-ডিপিকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থায়ী প্রতিনিধি। তাছাড়া, বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম একটি দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও অব্যাহত রেখে যাবেন বলে তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত মুহিত। সাধারণ পরিষদের সভাপতিসহ অন্যান্য বক্তাগণ জাতিসংঘে বহুভাষাবাদ ও মাতৃভাষার প্রচারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। এ বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো 'বহুভাষায় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা'। মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে বহুভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হলে তাসারা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘ চেম্বার মিউজিক সোসাইটি, শ্রী চিন্ময় গ্রুপ এবং ভারতের স্নেহ্ আর্ট নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, অন্যান্য কূটনীতিক, জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে মুখর ছিল অনুষ্ঠানটি। জাতিসংঘ ওয়েবটিভিতে এটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আগে সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধির নেতৃত্বে মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মিশনে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ এবং মহান একুশের ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA

নিউইয়র্কে মতবিনিময় সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের আশ্বাস



সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে হয়রানি বন্ধ করা হবে

সালাহউদ্দিন আহমেদ: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এবার 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ পরিণত হতে চলেছে। আর সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে বাংলাদেশ খুবই স্মার্ট। এ ব্যাপারে যেকোন দেশকে কারিগরি সহায়তা দিতেও প্রস্তুত বাংলাদেশ। তিনি বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত অনেক দেশ আছে যারা জানে **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সংগ্রহ অভিযানের শেষ দিন ১৯ মার্চ রোববার।

রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ ইউএসএ'র আয়োজনে উত্তর আমেরিকায় প্রথম দ্বি-বার্ষিক রবীন্দ্র উৎসব ০৬ ও ০৭ মে, শনি ও রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে।

বাংলাদেশ নটরডেম এলামনাই নর্থ আমেরিকা'র আন্তর্জাতিক সম্মেলন ৭ অক্টোবর শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৬পাতায়)**

৫২' শোক শক্তিতে পরিণত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বায়ান্ন'র ভাষা শহীদ আর সকল ভাষা'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য শোক-কে শক্তিতে পরিণত করে ব্যাপক আয়োজনে দেশের ন্যায় প্রবাসের এবার অমর একুশে ফেব্রুয়ারী, মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। মঙ্গলবার ছিলো অমর একুশে ফেব্রুয়ারী। দিবসটির প্রথম প্রহর থেকে অর্থাৎ সোমবার থেকেই শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



বাংলাদেশ সোসাইটি আয়োজিত শহীদ মিনারে কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ।

মোঃ মহসিন সভাপতি, মুজিবুল সম্পাদক

মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন নিউজার্সীর কমিটি ঘোষণা

নিউজার্সীঃ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি শনিবার, প্যাটারসন বেঙ্গল ইন্সুরেন্সের হল রুমে অনুষ্ঠিত হল মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব নিউজার্সির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। বিপুল সংখ্যক মৌলভীবাজার জেলা বাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন এসোসিয়েশনের **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে রবীন্দ্র উৎসব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনকে তুলে ধরতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিতে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে 'উত্তর আমেরিকা রবীন্দ্র উৎসব'। আগামী ৬ ও ৭ মে এ উৎসব হবে। শনিবার (২৫ ফেব্রুয়ারী) রাজধানী ঢাকার সিরডাপে রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ ইউএসএ'র উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**



রমজানের প্রস্তুতির সময় এখনই

মাহমুদ আহমদ

ইসলামে শাবান মাসের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। কেননা, শাবান মাস, পবিত্র মাহে রমজানের প্রস্তুতির মাস। এছাড়া বিশ্বনবি (সা.) এ মাসে অনেক বেশি নফল ইবাদতে রত **(বাকি অংশ ১৯ পাতায়)**

খেলার খবর

ফিফা বেস্ট অ্যাওয়ার্ডে মেসিই ফেভারিট

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ফিফা) বেস্ট অ্যাওয়ার্ডের বর্ষসেরা হওয়ার দৌড়ে আবারো মুখোমুখি দুই পিএসজি তারকা। ২০২২ সালের সেরা ফুটবলারের **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

হেলথ টিপস

মটরশুঁটির উপকারিতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মটরশুঁটি ব্যবহার করতে পারেন তরকারি, স্যুপ কিংবা সালাদে। এট যেমন পুষ্টিকর, তেমনি স্বাদেও অনন্য। প্রতি ১০০ গ্রাম মটরশুঁটিতে মেলে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

বিনোদন

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান : অ্যাঞ্জেলিনা



বিনোদন ডেস্ক: তুরস্ক-সিরিয়ায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত, অসহায়, স্বজনহারা ও ঘরছাড়া মানুষের পাশে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

দিনকাল বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ ৯টি দেশের উদ্বেগ প্রকাশ

ঢাকা ডেস্ক: দৈনিক দিনকাল বন্ধে বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশন। গত শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারী) ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস নিজেদের ওয়েবসাইটে বিবৃতিটি প্রকাশ করেছে। এতে লেখা হয়েছে আমরা, বাংলাদেশস্থ মিডিয়া ফ্রিডম কোয়ালিশনের (এমএফসি) নিম্নস্বাক্ষরিত সদস্যরা, দৈনিক দিনকাল **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com